আঁধারে আলো

শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

নাট্যনিকেতনে অভিনীত

শ্রাবণ ১৩৩৯।

মূল্য ১৲ টাকা

প্রকাশক—
শ্রীপ্রহ্লাদ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল্।
হিন্দু লাইব্রেরী
পোঃ মল্লিকপুর, যশোহর।

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল
মেট্‌কাফ প্রেস
১৫নং নয়ান চাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রদ্ধেয়—মিঃ এস, কে, সেন--বার-অ্যাট্‌-ল

মহাশয় কর-কমলেষু—

"রাজদ্বারে-শ্মশানে চ যস্তিষ্ঠতি

স বান্ধবঃ।"

হে আমার পরম বান্ধব!

এ আমার ঋণশোধ নয়, ঋণ-স্বীকার মাত্র!

চিরকৃতজ্ঞ—

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়

মর্ম্মবেদনা

যেদিন এই "আঁধারে আলো" নাটকখানির মহলা সুরু হয়—সেদিন আমার মানসিক অশান্তির সীমা ছিল না। হঠাৎ শুনি—আমার প্রাণাধিক কনিষ্ঠ-সহোদর শ্রীমান্ স্বদেশরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, কলিকাতার কোনো রাস্তায় রিভলভার-হাতে ধরা পড়েছে। শ্রীমানের বয়স মাত্র অষ্টাদশ বৎসর এবং সে রুগ্ন ও স্বাস্থ্যহীন।

আমি একজন দুর্ব্বলচিত্ত সাহিত্যসেবী। আমার ভ্রাতারাও শান্তিপূর্ণ গার্হস্থ্য-জীবন যাপন করেন। আমাদেরই কোলের মধ্যে যে এরূপ একটি হিংসার অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ প্রধূমিত হ'য়ে উঠ্‌তে পারে, একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবিনি। হায়—কী দুর্ব্বুদ্ধির জন্য আজ সে কারা-ক্লেশ সহ্য করছে!

স্বদেশ অতি বিনীত—ও সচ্চরিত্র! সে কখনো আমাদের চোখের দিকে চেয়েও কথা বল্‌তো না। জানি না এ কোন শিক্ষা ও সভ্যতা—যার আবহাওয়ায়—অতি দুগ্ধপোষ্য বালকও আজ দুর্ব্বিনীত ও হিংস্র হয়ে উঠ্‌ছে! আমরা তো শান্তিকামা, এবং হিংসা-প্রবৃত্তিকে অন্তরের সঙ্গেই ঘৃণা করি—তবু আমাদের এ মর্ম্মবেদনা কেন?"

আমাদের বিধবা-মা আজ বিকৃত-মস্তিষ্ক। তিনি শুধু নিরম্বু উপবাসী থেকে শিব-পূজা নিয়ে প'ড়ে আছেন, আর চোখের জলে বুক ভাসাচ্ছেন—জানিনা দেশের এ অশিব কতদিনে দূর হবে।

"আঁধারে আলো'র প্রযোজনা-বিষয়ে নাট্যকার হিসাবে আমার যতটুকু সহায়তা করা উচিত ছিল, তার কিছুই আমি করতে পারিনি। "আঁধারে আলো" যদি নাট্যামোদী দর্শকগণকে তৃপ্তিদান করে থাকে—তবে সে সাফল্যের যোল-আনা প্রশংসাই প্রবোধবাবুর প্রাপ্য।

যে সকল সুপ্রসিদ্ধ নট-নটী আমার "আঁধারে আলো"কে উদ্ভাসিত করেছেন—তাদের সবাইকে আমি আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সুগায়ক রাধাচরণবাবু আমার গানগুলিতে সুমধুর সুর-সংযোগ করে গানের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন—সেজন্য তাঁকেও ধন্যবাদ! ইতি—

শ্রীজলধর চট্টোপাধ্যায়।

পরিচয়।

(পাত্র)

রায়সাহেব নৃত্যহরি বন্দোপাধ্যায়		কোনো ধনাঢ্য— কলিয়ারী প্রোপ্রাইটার।
মৃণ্ময়		রায়সাহেবের পুত্র।
সুনীল	...	,, জামাতা।
শান্তিরাম	...	জনৈক সরলবুদ্ধি পল্লীবাসী
অমল	...	সুনীলের পুত্র।
মার্কণ্ড	.	রায়সাহেবের পুত্র

(পাত্রী)

রঙ্গিনী	...	কোন গৃহত্যাগিনী ভদ্রমহিলা
সুলতা	...	রঙ্গিনীর কন্যা।
ইন্দু	...	রায়সাহেবের কন্যা।
মালিনী	...	রঙ্গিনীর পালিতা বেশ্যা ·

আঁধারে আলো

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কোনো কোলিয়ারী ফিল্ড্।

কাল—পূর্ব্বাহ্ন, বেলা আন্দাজ ৯টা।

দৃশ্য—কলিয়ারী প্রোপ্রাইটর রায়সাহেব নৃত্যহরি বন্দোপাধ্যায়ের বাইরের ঘর। দারুণ গ্রীষ্মের দিনেও নৃত্যহরি বাবু গরম জামা, মোজা ও গলাবাঁধ আঁটিয়া বসিয়া সংবাদপত্র পড়িতেছেন। দরিদ্র পল্লীবাসী শান্তিরাম, রায়সাহেবের পূর্ব্বপরিচিত—উপস্থিত কিছু সাহায্যপ্রার্থী। তিনি রায়সাহেবের চোখমুখের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মেজাজ লক্ষ্য করিতেছেন—যেন কিছু আবেদন করিবেন।

(হঠাৎ রায়সাহেব হাসিয়া উঠিলেন)—

রায়সাহেব। আরে শুনেছ শান্তিরাম?

শান্তিরাম। (থতমত খাইয়া) আজ্ঞে হঁ্যা শুনিছি—

রায়সাহেব। (বিস্মিতভাবে) কি শুনেছ?

শান্তিরাম। (আরও বিব্রত হইয়া) আজ্ঞে, আজ্ঞে, আপনিই বলুন—শুনি—

রায়। বাঃ তুমি তো ভারি মজার লোক হে? আমি কি বল্‌বো তা' জানো না, অথচ—

শান্তি। আজ্ঞে, আপনি তো বল্‌বেনই—

(বেকুপের মত হাসিতে লাগিলেন)

রায়। (চটিয়া) থাক্ থাক্ আর হেসো না। শোনো। ইংরিজি তো বুঝ্‌বে না, বাংলা করেই বলি শোনো। কাগজে লিখ্‌ছে, নিমের ডালে নাকি খুব ভাল দাঁতন হয়। যতরকম টুথপেষ্ট আর টুথব্রাস্ আছে— এই কাঁচা নিমকাঠের সমকক্ষ নাকি আর কেউ নয়—

শান্তি। আজ্ঞে বাবু, আমরা তো সে কথা বহুদিন থেকেই জানি। দুঃখ যে—ওই ইংরেজি লেখাপড়া-জানা বাবুরাই আজকাল আমাদের কথায় আমল দেন না। আমি তো রোজই নিমের ডালে দাঁতন করি।

রায়। তাই নাকি? আচ্ছা দেখি তোমার দাঁত—(শান্তিরামকে হাঁ করাইয়া দাঁতগুলি পরীক্ষা করিলেন) তোমার বয়স কত— শান্তিরাম?

শান্তি। আজ্ঞে তা প্রায় তিন কুড়ি বছর হবে।

রায়। তিন কুড়ি! (চাকরকে ডাকিলেন) মার্কণ্ড!

মার্কণ্ড। (নেপথ্যে) হুজুর।

রায়। শোন্, এদিকে আয়।

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)

বাগানে গিয়ে একটা নিমের ডাল ভেঙে আন্‌তো। নিমের ডাল— দাঁতন করবো—বুঝিছিস্?

মার্কণ্ড। (সম্মতি জানাইয়া)

[প্রস্থান।

(পুত্র মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

(তাহার বয়স প্রায় ৩০ । অবিবাহিত। আই, এ, পর্য্যন্ত পড়িয়া লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছে—বাপের টাকা আছে—অনেক এসোসিয়েসনের সেক্রেটারী হইয়াছে—ভাল স্পোর্টস্‌ম্যান—সুপুরুষ—অনেক কাজে ও অকাজে সারাদিন কাটায়।)

মৃণ্ময়। বাবা, সুনীল এসেছে—

(সুনীল জামাই—রায়সাহেবের কন্যা ইন্দুকে বিবাহ করিয়াছে—এম, এ পাশ।)

রায়। সুনীলকে বলে দাও—সে যেন আমার সঙ্গে দেখা না ক'রে, আজই চলে যায়, আমি তার মুখ দেখ্‌বো না।

মৃণ্ময়। সে একবার জেনে যেতে চায় তার অপরাধটা কি ?

রায়। অপরাধটা সে নিজেই জানে।

মৃণ্ময়। সে বল্‌ছে, সে জানে না।

রায়। আমি বল্‌ছি সে জানে।

মৃণ্ময়। সে ইন্দুকে নিয়ে যেতে চায়।

রায়। না, তা' হবে না।

মৃণ্ময়। ইন্দু যদি যেতে চায় ?

রায়। আমি তাকে যেতে দেবো না—

মৃণ্ময়। কাজটা কি ভালো হবে ?

রায়। ভালমন্দের বিচার করতে, আমার চেয়েও তুমি বেশী শেখনি মৃণ্ময়—যাও তর্ক ক'রো না—যা' বল্‌ছি তাই করো।

(মৃণ্ময় যাইতেছিল)

শোনো। তোমাকে যে বলেছিলাম—কাগজে advertise করতে—একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন—তা করেছিলে ?

মৃণ্ময়। হ্যাঁ করিছি।

রায়। কোন্ কাগজে? কবে বেরিয়েছে? কই, অমৃতবাজারে তো দেখ্ছি না—

(একখানা অমৃতবাজার উল্টাইতে লাগিলেন।)

মৃণ্ময়। (মৃণ্ময় কাগজখানা চাহিয়া লইয়া খুঁজিয়া বাহির করিল) আজ তিনদিন বেরুচ্ছে এই দেখুন—

রায়। পড়তো কি ছেপেছে?

মৃণ্ময়। (পড়িল) Wanted a companion tutoress to teach a girl of 20, on Rs. 50/- p. m. Needle-work and music essential, Boarding and lodging free. Apply box no. 3459 A B.

রায়। Boarding and lodging free? সে কি? কই, আমি তো তোমাকে সে কথা ছাপ্তে বলিনি!

মৃণ্ময়। তা' না হ'লে কোনো companion tutoress মিল্বে কেন বাবা?

রায়। না হয় companion নাই হ'ত।

মৃণ্ময়। কোনো ভদ্রঘরে থাক্বার একটা ভালো জায়গা না পেলে—এই কয়লার খনির দেশে—একজন সুশিক্ষিতা ও সচ্চরিত্রা শিক্ষয়িত্রী আস্তেই রাজি হবে না যে!

রায়। হুঁ। কোনো দরখাস্ত এসেছে?

মৃণ্ময়। একখানা তো আপনাকে দেখিয়েছি—মেয়েটী খুব ভালো—নিকটেই থাকে—আপনি ডাক্লেই এসে দেখা করতে রাজি আছে সে।

রায়। না, না, সে application তো আমি পূর্ব্বেই reject

করিছি—আবার সে কথা কেন? আর কেউ apply করেছে কিনা তাই বলো—

মৃণ্ময়। Application তো অনেকগুলিই এসেছে—কিন্তু তার মধ্যে কোনো ভালো candidate নেই—

রায়। আচ্ছা, সেগুলো নিয়ে এসো, আমি নিজে একবার দেখব।

[মৃণ্ময়ের প্রস্থান।

শান্তি। কাগজে কিসের বিজ্ঞাপন ছেপেছেন বাবু?

রায়। আমার মেয়ে ইন্দুকে লেখাপড়া শেখাবার জন্যে একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন।

শান্তি। আজ্ঞে, লেখপড়া জানা আমাদের দেশী মেয়ে-লোকও তো অনেক আছে বাবু! ওই কোম্পানীর মেয়ে কি দরকার?

রায়। কোম্পানীর মেয়ে কি?

শান্তি। ওই যে খোকাবাবু বললেন—

রায়। না, না, কোম্পানীর মেয়ে নয়। Companion—মানে সঙ্গী, সহচরী—

শান্তি। ও—তাই বলুন—এইবার বুঝেছি—

রায়। কি বুঝ্‌লে শান্তিরাম?

শান্তি। আজ্ঞে, বুঝ্‌লাম যে এমন মেয়েলোক চাই—যিনি আমাদের দিদিমণির শিক্ষয়িত্রীও হবেন, আবার খোকাবাবুর সহচরীও হবেন। সেই কারণেই তো মাইনে ৫০৲ টাকা—ডবল খাটুনী যে—(হাসিলেন)

রায়। (বিরক্ত ভাবে শান্তিরামের দিকে চাহিলেন) থাক্ থাক্ আর হেসো না। আচ্ছা শান্তিরাম! তুমি শীতকালেও কি মোটা জামা কিংবা গরম কাপড় ব্যবহার করো না?

শান্তি। আজ্ঞে না।

রায়। তোমার সর্দ্দিকাশি হয় না ?

শান্তি। আজ্ঞে না।

রায়। জ্বর হয়েছে কখনো ?

শান্তি। না বাবু, মনে পড়ে না তো !

রায়। আচ্ছা আমি যে এত গরম জামা-কাপড় ব্যবহার করি—সোয়েটার, মোজা, গলাবাঁধ, চব্বিশ ঘণ্টাই পরে থাকি—তবু তো আমার সর্দ্দিটা, কাশিটা—

শান্তি। (উচ্চহাস্য করিয়া) বাবু ! ভয়ে বল্‌বো না নির্ভয়ে বল্‌বো ? আসল কথাটা কি জানেন ? সর্দ্দিকাশি হচ্ছেন—ইকারান্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ—ওঁরা একটু আবরু চান— বোরকার ভেতরেই থাকেন ভালো। আমাদের এই ন্যাংটো শরীরে ভর করতে ওঁদের বড্ডই লজ্জা করে—হা হা হা—

(নিমের ডাল লইয়া মার্কণ্ডের প্রবেশ)

রায়। থাক্ থাক্ আর হেসো না—

(ডালটা লইয়া চিবাইতে লাগিলেন এমন সময় বাহিরে কে যেন গান গাহিতেছিল।)

রায়। কে গান গাইছে রে ?

মার্কণ্ড। আজ্ঞে নকুড় ঠাকুর—

শান্তি। নকুড় ঠাকুর বেশ গায়।

রায়। বেশ গায় নাকি ? তার গান তো শুনিনি কখনো ? আচ্ছা, যা, এইখানেই এসে গাইতে বল—

[মার্কণ্ডের প্রস্থান।

(নকুড় ঠাকুরের প্রবেশ ও গীত)

ওরে ও মন-বিবাগী !

তুই রাগ করে যাস্ কোন্ থানে ?

তোর, গলার দড়ি খুঁটোতে বাঁধা

ফিরে আস্‌তে হবে হ্যাচ্‌কা টানে।

তোর দড়ির নাগাল বড় জোর কাশী—

ওরে ও চিলে কোঠার সুখ-পায়রা ভোজন-বিলাসী।

তোর ফুরসী ডাকে ফুড়ৎ ফুড়ৎ রে—

ভালো অম্বুরী তামাক লাগি।

তোর মাছের পুকুর আর ধানের গোলা

ওরে নাঙ্‌লা-বলদ, দুধোলো-গাই, ঘরভরা পোলা !

তোর সুন্দরী দাঁড়-কাকের মতন যে—

হায়—কাঁদে সে নথ্‌নী মাগী।

রায়। (নকুড় ঠাকুরকে একটা টাকা দক্ষিণা দিয়া বিদায় করিয়া দিলেন।)

দেখো শান্তিরাম ! তোমাকে দেখলে আমার ভারি হিংসে হয়। বয়সে তুমি আমার চেয়েও দু'চার বছরের বড় ছাড়া ছোটো নও—তবু তোমার স্বাস্থ্যটি কেমন সুন্দর ! আমার তো indigestion—acidity—blood pressure—chronic bronchitis লেগেই আছে ? এর কারণ কি ? বল্‌তে পার ? আচ্ছা, আমিও যদি তোমার মত জামা-জুতো সব খুলে ফেলি ? কি বলো ? (পায়ের দিকে লক্ষ্য করিয়া) তোমার পায়ে খড়ম, না ? মার্কণ্ড ! (মার্কণ্ডের প্রবেশ) একজোড়া খড়ম জোগাড় করে

আন্‌তো—জামা-টামাগুলো নিয়ে যা (জামা গলাবাঁধ খুলিয়া ফেলিলেন। তাহা লইয়া মার্কণ্ডের প্রস্থান) আচ্ছা শান্তিরাম ! তুমি কি খাও ?

শান্তি। আজ্ঞে যখন যা জোটে, তাই খাই—এই ধরুন, আপনি বল্‌লেন—শান্তিরাম দু'একমাস এখানে থাকো—বেশ আছি। মা অন্নপূর্ণা দু'বেলা ষোড়শোপচারে ভোগ সাজিয়ে দিচ্ছেন—খাচ্ছি, কেটে যাচ্ছে। আবার দেশে গিয়ে হয়তো ভাতের সঙ্গে নুন্ জুট্‌বে না—তাতেও বেশ কেটে যাবে।

রায়। তখনও কি এমন নধর-কান্তি থাক্‌বে ?

শান্তি। আজ্ঞে, থাক্‌বে বৈকি ! তখন খাদ্যাখাদ্যের প্রধান উপকরণই হবে—খিদে ! চাঁই চাঁই খিদের টানে এই উদর-গহ্বরে তখন যা'কিছু পড়বে—তা' একেবারেই ভস্ম হয়ে যাবে। বরঞ্চ আপনার এখানেই তো দেখ্‌ছি একটু ক্ষুধামান্দ্য ! গুরুবস্তু আহার করা যে আমাদের ধাতে সয়না বাবু ! খেতে ব'সেই একটু অসুস্থ হ'য়ে পড়বো-পড়বো মনে হয়—

রায়। না, না, তুমি যা খেয়ে সুস্থ থাকো তাই খাবে—পঞ্চ-ব্যঞ্জনের আবশ্যকতা কি ? তুমি এখানে কিছুদিন থাকো শান্তিরাম ! আমি তোমাকে দেখে-দেখে আমার অভ্যাস গুলো আমূল পরিবর্ত্তন করবো।

(অমলের প্রবেশ—অমল রায়সাহেবের দৌহিত্র—ইন্দুর ছেলে—বয়স পাঁচ বছর।)

অমল। দাদাবাবু! তুমি নাকি খড়ম পায়ে দেবে ? তাহলে আমাকেও একজোড়া খড়ম কিনে দিতে হবে কিন্তু !

রায়। দেবো—

অমল। কিন্তু খড়ম পায় দিয়ে ফুটবল খেল্‌বো কি করে ?

রায়। সমস্যা বটে।

অমল। বলো—

রায়। খড়ম পায় দিয়ে, আমার সঙ্গে দাবা খেল্‌বে—কেমন? খেল্‌বে তো?

অমল। না, আমি দাবা খেল্‌বো না, ও তো বুড়োরা খেলে—আমি ফুটবল খেল্‌বো—

রায়। না, তুমি দাবা খেল্‌বে—আমি বলছি—

অমল। (কান্নার সুরে) না, আমি খেল্‌বো না—

রায়। আলবৎ খেল্‌বে—খেল্‌তেই হবে—

অমল। না, ওমা—আ—আ—

[কাঁদিয়া প্রস্থান।

শান্তি। আজ্ঞে, খড়মও পায় দেবো, ফুটবলও খেল্‌বো—এ আবদার চলেনা—হা হা হা—

রায়। থাক্ থাক্ হেসো না, শোনো—আচ্ছা তুমি বাড়িতে কি খাও বলতো?

শান্তি। বলবো বাবু—বল্‌তে লজ্জা করে -

রায়। না, না, লজ্জা কি? শরীর-রক্ষার জন্যেই তো আহার করা—বলো –

শান্তি। সাধারণ ভাবে, একথালা আতপ তণ্ডুলের সফেনান্ন আর একটু নুন্। তার বেশী জোটে না যে। তবে ডাল-তরকারি, মাছ দুধ কখনো কখনো জোগাড় করি—বহু কষ্টে।

রায়। তাতেই তোমার এই শরীর?

শান্তি। আজ্ঞে—

রায়। ইন্দু! ইন্দু! (কন্যাকে ডাকিলেন) আচ্ছা শান্তিরাম! তোমার সেই আতপ তণ্ডুল ঢেঁকি-ছাটা না কলছাটা?

শান্তি। আজ্ঞে বাবু! কলকব্জার ধার তো আমরা ধারিনা! আমার

গৃহিণী রোজই দু'এক ঘণ্টা ঢেঁকির ওপর দাঁড়িয়ে নেত্য করেন—তাতে তাঁর শরীরটিও বেশ সুস্থ থাকে—আমারও উদরান্নের সংস্থান হয়। আমরা ঘরে বাইরে দু'জনেই বেশ শক্তি রাখি। হা হা হা—

(ইন্দুর প্রবেশ)

রায়। থাক্ থাক্ হেসোনা—ইন্দু! তোর মাকে বল্, আজ আমি আতপ চালের ফেনাভাত খাবো—মার্কণ্ড!

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)

যেখান থেকে পারিস ঢেঁকি-ছাটা আতপ চাল জোগাড় করে আন্‌বি।

[মার্কণ্ডের প্রস্থান।

ইন্দু। ফেনা-ভাত কি বাবা?

রায়। তোর মা পাড়া-গেঁয়ে মেয়ে - সে বুঝবে—তাকে গিয়েই বল—শোন্ ফেনাভাত মানে হচ্ছে—যে ভাতের মাড় গাল্‌তে নেই—বুঝলি?

ইন্দু। তা তোমার সহ্য হবে কেন?

রায়। হবে, হবে, ওই দেখ -

ইন্দু। কি?

রায়। শান্তিরামের শরীর।

ইন্দু। তোমার শরীর তো শান্তিদার চেয়ে খুব বেশী রোগা নয় বাবা!

রায়। (ধমক দিয়া) কী! আমার শরীর রোগা নয়? তুইও কি তোর মার মত আমার অসুখের কথা বিশ্বাস করবি নে? কী আপদ—

শান্তি। বাবুর শরীরটা আমার চেয়েও একটু রোগা বই কি দিদিমণি!

রায়। হাঁ শান্তিরাম তুমিই বলতো!

ইন্দু। শান্তিদার হয়তো ফেনাভাত খাওয়া অভ্যাস আছে।

রায়। তার মানে?

ইন্দু। উনি হয়তো বাড়িতে রোজই—

শান্তি। হ্যাঁ দিদিমণি, আমি বাড়িতে রোজই ফেনাভাত খাই।

রায়। আমিও তাই খাবো—তা' হলেই অভ্যাস হয়ে যাবে—যা' যা' তোর মাকে গিয়ে বল্—

[ইন্দুর প্রস্থান।

(ইন্দু দরজার নিকট হইতে ফিরিয়া আসিল)

ইন্দু। মা তোমাকে ডাক্‌ছে—

রায়। কোথায় তিনি?

ইন্দু। এই যে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে—

রায়। কেন? এখানে আস্‌তে কোনো বাধা আছে নাকি?

শান্তি। আজ্ঞে, তা' হলে আমি একটু বাইরে যাই—

রায়। কেন?

শান্তি। আমাকে দেখেই বোধ হয় মা-ঠাকৃরুণ—

রায়। সেকি কথা? তোমার সঙ্গে তো তিনি কথাবার্ত্তা বলে থাকেন?

শান্তি। হ্যাঁ, তা' বল্‌বেন বৈ কি। আমি তার পুত্তুর-তুল্য! তবে কি না আমার সাক্ষাতে আপনার সঙ্গে—

রায়। তোমার সাক্ষাতে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে পারেন না? অথচ, আমার অসাক্ষাতে তোমার সঙ্গে তো অনেক কথা ব'লে থাকেন?

শান্তি। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তা' বল্‌বেন বৈ কি—আমি যে তার পুত্তুর-তুল্য! হা হা হা—

রায়। থাক্ থাক্ হেসো না। বুঝিছি তুমি তাঁর পুত্তুর-তুল্য। গোঁপ-দাড়িওয়ালা খুব জাঁদ্রেল গোছের পুত্তুর! তা' বল্‌লে তো আর, তোমার সাক্ষাতে আমার সঙ্গে কথা বল্‌তে না-পারার কোনো কৈফিয়ৎ হয় না?

শান্তি। আমাদের পাড়াগাঁয়ে ওই একটা নিয়ম আছে—গিন্নিরাও অন্যের সাক্ষাতে স্বামীর সঙ্গে—

রায়। বুঝিছি। আচ্ছা, তা' হলে তোমার মাঠাকরুণের সঙ্গে ব'সে তোমাদের পাড়াগেঁয়ে আইন-কানুনের একটা লিষ্টি ক'রে ফেলো। আমি শপথ করছি—তার মধ্যে যা' যা' ভালো তা' আমি রাখ্‌বো—আর যা' যা' মন্দ তা' কেটে দেবো—বুঝ্‌লে?

ইন্দু! তোর মাকে এখানেই আস্‌তে বল্—বল্ আমি ডাক্‌চি—তুমি ব'সো শান্তিরাম! (শান্তিরাম বসিলেন)

(না ডাকিতেই সুদেবীর প্রবেশ)

সুদেবী। সুনীল এসেছে।

[ইন্দুর প্রস্থান

রায়। আমি তো তাকে মাথার দিব্যি দিয়ে ডেকে পাঠাইনি? বরং আস্‌তে নিষেধই করিছি—তবুও এসেছে—। এখন যত শীগ্‌গীর পারো বিদেয় করে দাও—

সুদেবী। তুমি কি ক্ষেপেছ?

রায়। না, কে বল্‌লে?

সুদেবী। সে তোমার সঙ্গে একবার দেখা করতে চায়।

রায়। কিন্তু আমি কি চাই, সে কথাটাও তো তার বোঝা উচিত? আমি চাই তার মুখ আর না দেখ্‌তে—

সুদেবী। তার অপরাধ কি ?

রায়। তা' সে জানে।

সুদেবী। না সে জানে না। সে বল্‌ছে তার অপরাধের কথাটা তাকে একবার বুঝিয়ে দাও—প্রতিকারের উপায় থাকলে সে যথাসাধ্য চেষ্টা করবে।

রায়। করবে ?

সুদেবী। হ্যাঁ—

রায়। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিলেন)

শান্তি। জামাইবাবু দেখ্‌তে শুন্‌তে তো বেশ। বেশ সদালাপী, স্বল্পভাষী সুপণ্ডিত! তবে এটা গরম দেশ কি না, তাই হয়তো বয়সের দোষে মেজাজটা সব সময় ঠিক রাখ্‌তে পারেন না। তাই হয়তো, কখনো কি বল্‌তে কি বলেছেন—আর বাবু চটে গেছেন। তবে সে কথাটাও বলি—বাবু! জামাই যে পুত্তুর-তুল্য—ত্যাগ করা তো আর যাবে না ?

রায়। কেন যাবে না ?

শান্তি। হা হা হা—(হাসিলেন)

রায়। থাক্ থাক্ হেসো না। আচ্ছা তুমি এখন এসো শান্তিরাম—স্নানাহার করগে। আমি জামাইবাবুর সঙ্গে একটু কথাবার্ত্তা বল্‌বো—

শান্তি। যে আজ্ঞে— [প্রস্থান।

রায়। যাও সুনীলকে এখানে পাঠিয়ে দাও—

[সুদেবীর প্রস্থান।

(রায় সাহেব উঠিয়া ঘরের একটি মাত্র দরজা খোলা রাখিয়া, বাকি দরজা ও জানালা বিশেষ পরীক্ষা করিয়া বন্ধ করিলেন।)

(খোলা দরজা দিয়া নিতান্ত অপরাধীর মত সুনীল প্রবেশ করিল। রায়সাহেব সে দরজাটাও বন্ধ করিয়া দিলেন।)

রায়। (পেছন ফিরিয়া বসিয়া) আপাতত আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে তোমার মুখ দেখ্‌বো না। তবে যদি তুমি আমার প্রশ্নের ঠিক-ঠিক্ জবাব দাও—আর আমি যা বলি তা কর—তা হ'লে হয়তো আমার এ প্রতিজ্ঞা আমি ভঙ্গ করতেও পারি।

সুনীল। কি সে প্রশ্ন, বলুন—

রায়। ইন্দুকে বিবাহ করার পূর্ব্বে, তোমার আর একটা বিবাহ হয়েছিল?

সুনীল। হ্যাঁ, একটা অসম্পূর্ণ বিবাহ হয়েছিল বটে।

রায়। অসম্পূর্ণ মানে?

সুনীল। বিয়ের রাত্রেই বাবা আমাকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন—বাসি বিয়েটা আর হয়নি। শুভদৃষ্টি ও সম্প্রদান হয়েছিল, তবে কুশণ্ডিকা হয়নি।

রায়। কেন?

সুনীল। ক'নেটির মা নাকি গৃহত্যাগিণী! (রায়সাহেব অস্থির হইয়া উঠিলেন)—একটা ছোট জাতের সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। সম্বন্ধ হবার সময়, একথাটা গোপন ছিল, তারপর বিয়ের রাত্রেই প্রকাশ হয়ে পড়ে। বাবার কাণে কথাটা উঠ্‌তেই বাবা আমাকে বাধ্য করেন বিয়েটা অসম্পূর্ণ রেখেই ঘরে ফিরে যেতে—

রায়। তারপর?

সুনীল। তারপর আমার বাবা, আবার আমার বিবাহ ঠিক করেন, আপনার মেয়ের সঙ্গে—পূর্ব্ব-বিবাহের দু'বছর পরে।

রায়। হ্যাঁ, কিন্তু তুমি তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতিছাত্র। আইএতে স্কলারসিপ্ পেয়েছিলে—বি-এতে stand করেছিলে—আজ এম, এ, পাশ করেছ। তোমার বাবা একজন পাড়াগেঁয়ে বৈষয়িক লোক।

হতে পারে, অতি নীচ স্বার্থবুদ্ধিই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট। তোমার মত দায়িত্ব-জ্ঞানসম্পন্ন একটি শিক্ষিত যুবকের কাছ থেকে, আমি কি এমন হীন প্রতারণার ব্যবহার আশা করতে পারি? সুনীল! কেন তুমি তোমার পূর্ব্ব-বিবাহের ইতিহাসটা আমার কাছে গোপন রেখেছিলে—বলো?

সুনীল। আপনার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ ঠিক হবার পূর্ব্বে, আমি আমার পূর্ব্ব স্ত্রীর বহু অনুসন্ধান করিছি।

রায়। তাই নাকি? করেছ? এত দয়া তোমার? আচ্ছা, তোমার সে স্ত্রী এখন আছেন কোথায়?

সুনীল। জানি না। বহু খুঁজে সন্ধান পাই নি।

রায়। তার পিতা অন্ধ, না? মেয়েটির নাম কমলা?

সুনীল। হ্যাঁ।

রায়। তা' হলে তাদের কোনো সংবাদই তুমি রাখো না?

সুনীল। না। তবে শুনিছি—কমলা তার অন্ধ পিতাকে নিয়ে দেশে-দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, নিজে উপায় করে সংসারও চালাচ্ছে—তবে—

রায়। তবে কি?

সুনীল। শুনিছি—সেও এখন চরিত্রহীনা—

রায়। হতে পারে; অসম্ভব নয়। কিন্তু সুনীল! তুমি ইন্দুকে নিতে এসেছ—নিয়ে যেয়ো, আমি কোন আপত্তি করবো না; যদি তুমি—তোমার সেই পূর্ব্ব স্ত্রী আর তার অন্ধ পিতার সন্ধানটা আমাকে এনে দিতে পারো। আমি অনেক খুঁজিছি—

সুনীল। কেন, তাদের খোঁজে আপনার এত প্রয়োজন কি?

রায়। তুমি একটা মেয়ের সর্ব্বনাশ করেছ—

সুনীল। তাতে আপনার কি?

রায়। বটে ? উঃ ঘরের দরজা জান্‌লাগুলো অনেকক্ষণ বন্ধ আছে— আমার দম্ আট্‌কে আস্‌ছে—খুলেদি -- খুলেদি—

(দরজা জানলা খুলিতে লাগিলেন)

সুনীল। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি আপনি আমার পূর্ব্ব-বিবাহের ইতিহাসটা পেলেন কোথায় ?

রায়। চুপ্‌ ! দেখ্‌ছো আমি দরজা-জান্‌লা গুলো সব খুলে দিইছি— যাও এখন বেরিয়ে যাও –

সুনীল। তারা কি আপনার আত্মীয় ?

রায়। আঃ বেরিয়ে যাও বল্‌ছি—মার্কণ্ড ! একটা পাখা আন্‌তো।

সুনীল। আপনার কন্যাকে যদি এখন না পাঠান, অন্ততঃ খোকাকে আমি কিছুদিনের জন্যে নিয়ে যেতে চাই—

(মার্কণ্ড পাখা দিয়া গেল)

রায়। (বাতাস খাইতে খাইতে) না, তা' হবে না।

সুনীল। সে তো আমারই ছেলে !

রায়। তুমি এ বাড়ী থেকে এখুনি বেরিয়ে যাবে কি না বলো – নইলে—

(অমলের প্রবেশ)

অমল। দাদাবাবু! আমার বাবা নাকি এসেছে ? (সুনীলের কাছে গিয়া) বাবা—বাবা—

(রায়সাহেব শ্যেন্ দৃষ্টিতে সুনীলের দিকে চাহিয়া—ছোঁ মারিয়া অমলকে কোলে লইয়া দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন।)

রায়। আর যদি বেশী সময় এ বাড়িতে অপেক্ষা করো—অপমানিত হবে তা বলে দিচ্ছি—যাও—বেরিয়ে যাও—

[অমলকে কোলে লইয়া প্রস্থান।

(সে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।)

(ইন্দুর প্রবেশ)

(অতি সন্তর্পণে একটি দ্বার খুলিয়া ইন্দু উঁকি দিয়া ঘরটা দেখিল। তার পর চোরের মত ঢুকিয়া ব্যস্তভাবে দরজা-জানালা সব বন্ধ করিল। ধীরে ধীরে স্নুনীলের বক্ষলগ্ন হইয়া কাঁদিয়া ফেলিল।)

ইন্দু। আমি কি করবো ?

স্নুনীল। (চুপ করিয়া একদৃষ্টে ইন্দুর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।)

ইন্দু। বলো, বলো, আমি কি করবো ?

স্নুনীল। তোমার বাবার অমতে কোনো কাজ করা—তোমার উচিত হবে না। সত্যিই তোমার বাবার কাছে আমি অত্যন্ত অপরাধী !

ইন্দু। তুমি কি তা তো আমি জান্‌তে চাইনি—আমি কি কর্‌বো—তাই আমাকে বল।

স্নুনীল। শুন্‌লাম তোমার বাবা তোমার জন্য একজন শিক্ষয়িত্রী খুঁজছেন। আমি তোমাকে যতদূর জানি—সাধারণ শিক্ষয়িত্রীর কাছে শিখ্‌বার মত বিষয় তোমার কিছুই নেই, তোমার শিক্ষা তাদের চেয়ে অনেক বেশী ! বিয়ের পর এই সাত বছর তোমার কাছে আমি যা' শিখেছি—সত্যিই বল্‌ছি ইন্দু ! বিশ্ববিদ্যালয়ের কেতাব ঘেটেও—তার চেয়ে বেশী কিছুই শিখ্‌তে পারিনি। তুমিই আমাকে শিখিয়েছ মানুষ হতে। আর কি বল্‌বো ইন্দু ! তোমার শিক্ষাই যেন তোমাকে সুখে রাখে —আশীর্ব্বাদ করি—তুমি সুখে থেকো—

(ইন্দু ফোঁপাইয়া কাঁদিতেছিল, সুনীল সস্নেহে তাহার চোখ মুছাইয়া দিল—আদর করিল—হঠাৎ বাহিরে করাঘাত হইল—উভয়েই চমকিয়া উঠিল।)

রায়। (নেপথ্যে) ভিতরে কে? দরজা খোলো?

ইন্দু। (গলবস্ত্র হইয়া ব্যস্তভাবে সুনীলকে একটা প্রণাম করিল—তার পর অন্য একটা দরজা দিয়া চকিতে বাহির হইল—বাহির হইতে সে দরজাটা বন্ধ করিল। সুনীল একটা দরজা খুলিল।)

(রায়সাহেব প্রবেশ করিলেন)

রায়। তোমার উদ্দেশ্য কি? দরজাটা বন্ধ করে, এখানে দাঁড়িয়ে আছ কেন? বলো—

সুনীল। আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হচ্ছিল—কিন্তু তা পারলাম না! আসি তা হলে—

(প্রণাম করিয়া চলিয়া যাইতেছিল)

(ব্যস্তভাবে সুদেবীর প্রবেশ)

সুদেবী। ষাট্ ষাট্ বাছা আমার! কোন্ দুঃখে তুমি আত্মহত্যা করবে? আমি বেঁচে থাক্‌তে কে তোমাকে এ বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে? ইস্, তা' আর দিতে হয় না—এসো তুমি আমার সঙ্গে—

[সুদেবী হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

রায়। উঃ! (বসিয়া পড়িলেন এবং কাগজ পাঠে মনোনিবেশ করিলেন। ভাল লাগিল না, কাগজ ছুড়িয়া ফেলিয়া কিছুক্ষণ পায়চারী করিলেন, তারপর ডাকিলেন) মার্কণ্ড!

(সুদেবীর প্রবেশ)

সুদেবী। আচ্ছা জিজ্ঞাসা করি—সুনীলের অপরাধটা কি? এত বড়

অন্যায় কাজ—কি করেছে সে, যার ক্ষমা নেই? ইন্দুকেই বা তুমি কেন শ্বশুরবাড়ি পাঠাবে না? এ ধনুক-ভাঙ্গা পণ তোমার কেন?

রায়। আমার জল গরম হয়েছে? আমি স্নান করবো।

সুদেবী। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে দু'চোখ ফুলিয়ে ফেলেছে—দোহাই তোমার পায়ে পড়ি—সুনীলকে ক্ষমা না করো, ইন্দুকে তার সঙ্গে পাঠাতে অমত ক'রনা।

রায়। না না ইন্দু যাবে না, তাকেও নাইতে বলো। সেও আজ আমার সঙ্গে ফেনাভাত খাবে।

সুদেবী। আমার পিণ্ডি খাবে।

রায়। না, না, ফেনাভাত খাবে। ফেনাভাত খেয়ে শান্তিরামের কি শরীর দেখেছ? শরীর সুস্থ থাকলেই মন প্রফুল্ল থাকে।

(একতাড়া চিঠি লইয়া মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

রায়। কি ওগুলো?

মৃণ্ময়। শিক্ষয়িত্রীদের applications.

রায়। অতগুলো? আচ্ছা এক একখানা ক'রে পড়ো—বলো—কার কি নাম? বয়স কত? বিবাহিত কি অবিবাহিত? আর লেখাপড়া কে কতদূর জানে?

মৃণ্ময়। (একখানা দরখাস্ত খুলিয়া) applicant কুমুদিনী বসু—age forty, unmarried—

রায়। Fortyতেও unmarried? থাক্, দরকার নেই, রেখে দাও—তারপর?

মৃণ্ময়। সুজাতা দেবী age twenty, widow—

রায়। থাক্, দরকার নেই—তারপর?

মৃণ্ময়। সীমা দেবী age sixteen—

রায়। থাক্, রেখে দাও—তারপর ?

মৃণ্ময়। ক্ষেমঙ্করী দাসী age sixty-one, widow—

রায়। Sixty-one ! বেশ—হ্যাঁ বলো—qualifications ?

মৃণ্ময়। আই, এ, পাশ।

রায়। আচ্ছা, সূচীকাজ জানা আছে ?

মৃন্ময়। আছে।

রায়। বেশ, application খানা সম্পূর্ণ পড়োতো—চুপ করে রইলে কেন ? বাঃ ওকি ? পড়্তে পারছ না বুঝি ?

মৃণ্ময়। না, হাতের লেখা একেবারেই যাচ্ছে-তাই—

রায়। তা হোক্—দাও আমার কাছে।

(চশমার সাহায্যে পড়িতে লাগিলেন।)

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)

মার্কণ্ড। বাবু, গুঠিপরা মাইকিনি আইছন্তি ; দড়শন মাগুছি।

রায়। স্ত্রীলোক !

মার্কণ্ড। হঃ।

রায়। কি দরকার ?

মার্কণ্ড। সে মু কিমতি বলিব। মতে তা কিছু না বলিলা। শুধু বলিলা—রায়সাহেবেড় সাথ সাক্ষাত কড়িব।

রায়। ডেকে আন্—

[প্রস্থান।

(সুদেবীর প্রতি) শোনো, এদিকে এগিয়ে এসো। ইন্দুর শিক্ষয়িত্রী হবার জন্যে যাঁরা দরখাস্ত করেছেন তাদের মধ্যে এই স্ত্রীলোকটিই বেশ

উপযুক্ত বলে মনে হচ্ছে—নাম ক্ষেমঙ্করী দাসী, বয়স একষট্টি বৎসর—আইএ, পাশ—সূচীকাজ জানেন—গানও গাইতে পারেন। নিঃসন্তান বিধবা—কি বলো, একেই নিযুক্ত করা যাক্।

সুদেবী। না' তোমাদের অভিরুচি—আমার আবার মতামত কি?

মৃণ্ময়। আচ্ছা মা! একষট্টি বছর বয়সে কি চোখ ভালো থাকতে পারে? সূচী কাজ শেখাবে কি করে?

রায়। চোখের দরকার—যে শিখ্‌বে তার। যে শেখাবে, তার চোখ না থাকলেই বা ক্ষতি কি মৃণ্ময়?

(সুলতার প্রবেশ, বয়স পঁচিশ)

সুলতা। এই যে মৃণ্ময় বাবু! নমস্কার।

মৃণ্ময়। নমস্কার।

রায়। কি চান্ আপনি?

সুলতা। রায়সাহেব নৃত্যহরি বন্দ্যোপাধ্যায় কে? আপনিই কি?

রায়। হ্যাঁ আমি, কেন, কি দরকার আপনার?

সুলতা। আপনার মেয়ের জন্যে নাকি একজন শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন?

রায়। (সম্মতিসূচক মাথা দোলাইলেন।)

সুলতা। সেই post এর জন্য আমি একজন candidate.

রায়। আমি advertise করিছি Post Box দিয়ে। এভাবে private address সংগ্রহ করে interview চাওয়াটা কি নীতিবিরুদ্ধ হচ্ছে না?

সুলতা। সেকি? এই যে কাল মৃণ্ময়বাবু আমাকে বল্‌লেন—আপনি দেখা করবার অনুমতি দিয়েছেন?

রায়। কই, না। মৃণ্ময় !

মৃণ্ময়। (থতমত খাইয়া) আমি, আমি মনে করেছিলাম—

সুলতা। থাক বুঝিছি। রায়সাহেব ! আমাকে মাপ করবেন, আমি ভুল বুঝে এসেছি। তবে এতদূর যখন এসেই পড়িছি—আপনাকে দুটো কথা নিবেদন করতে চাই। এই দূর দেশে আমি আজ বড়ই বিপন্ন। আমাকে চাকরীটা দিলে—এই অসময়ে খুব সাহায্য করা হবে। আর বেশী কিছু বল্‌বো না। আমি আসি—

রায়। আপনি কোনো application এনেছেন ?

সুলতা। আমি তো by post apply করিছি—পান্‌ নি ?

মৃণ্ময়। সে সময় আমি যাঁর applicationখানা আপনাকে দেখাচ্ছিলাম—ইনিই সেই সুলতা দেবী—খুব নিকটেই থাকেন। এই যে, সে application আমার কাছেই আছে—

(বুক পকেট হইতে বাহির করিয়া দিলেন।)

রায়। হুঁ। (অন্যমনস্ক ভাবে applicationখানা হাতের মধ্যে চাপিতে চাপিতে) শুনুন আপনাকে বলেছি—এখানে চাকরী হবার কোনো আশাই নেই আপনার। On principle আমি কোনও প্রাচীনা ছাড়া এত অল্প বয়সের শিক্ষয়িত্রী appoint করবো না ! তবে যদি বিদেশে আপনি খুব বেশী বিপন্ন হয়ে পড়ে থাকেন · কিছু অর্থসাহায্য আমি করতে পারি। আপনি অন্য চেষ্টা দেখুন চাকরীর জন্যে। আচ্ছা, মৃণ্ময়ের সঙ্গে আপনার আলাপ কত দিনের ?

সুলতা। বেশী দিনের নয়—বোধ হয় মাস খানেক হবে। তাই নয় কি মৃণ্ময় বাবু ?

মৃণ্ময়। হ্যাঁ।

রায়। আপনি কি হিন্দুর মেয়ে ?

সুলতা। হ্যাঁ।

রায়। আপনার সিঁথিতে তো সিঁদুর নেই—আপনি বিধবা না কুমারী? আচ্ছা, সে যা হোক্—মোটের উপর আমার শিক্ষয়িত্রী selection হয়ে গেছে—আপনার কোনো আশা নেই। বিদেশে অর্থাভাবে বিপন্ন আপনি—আমি আপনাকে এই দশটা টাকা সাহায্য করছি—(দশ টাকার একখানা নোট বাহির করিয়া সম্মুখে ধরিলেন।)

সুলতা। ও টাকাটা এখন থাক। আপনাদের ন্যায় মহৎ লোকের কাছে হাত-পাতবার মতো অবস্থা আমার এখনো হয়নি, হ'লে, আমি তখন আবার আপনার কাছে আস্‌বো।

রায়। না, না, আর আস্‌তে হবে না—আপনি টাকাটা নিয়ে যান।

সুলতা। শিক্ষয়িত্রী Selection করবার ক্ষমতাটা যেমন আপনার, কারো দান গ্রহণ করা উচিত কি অনুচিত, তা বিচার করবার অধিকারটাও বোধ হয় তেমনি আমার নিজের। নমস্কার।

[সুলতার প্রস্থান।

(ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। মা! আমার জন্য কোনো শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন নেই—(কাঁদিল)।

রায়। (বিস্মিতভাবে) সেকি, কেন?

ইন্দু। আমি মার কাছে রান্না-বান্না আর ঠাকুর পূজো শিখ্‌বো—লেখাপড়া শিখ্‌বো না।

রায়। হুঁ! তা' হলে তোমার ভালমন্দের বিচার তুমি নিজেই করতে চাও ইন্দু? তোমার মালিক তুমি নিজেই? মার্কণ্ড! মার্কণ্ড! আমার স্নানের জল গরম হয়েছে রে—

[বিরক্তভাবে প্রস্থান।

ইন্দু। মা! (মুখ লুকাইয়া কাঁদিল)

সুদেবী। কাঁদিস্‌নে। একা একা এই বাড়ীতে থাকতে তোর যে কত কষ্ট হয়—তাকি আর আমি বুঝিনে? একজন শিক্ষয়িত্রী এলে অন্ততঃ তোর একজন সঙ্গী জুটবেতো?

ইন্দু। আমার সঙ্গী হবে একটা যাট বছরের বুড়া?

সুদেবী। না, না, তা' কেন হবে? ওই যে মেয়েটা এসেছিল, ওই মেয়েটাই হবে তোর শিক্ষয়িত্রী।

মৃণ্ময়। আমি তাকে ফিরিয়ে আনব মা? এখনও বেশীদূর যান নি. ইন্দু!

ইন্দু। তুমি যাও দাদা। (মৃণ্ময় ছুটিয়া চলিয়া গেল) মা! ওকে বাবা যদি রাখতে না চান?

সুদেবী। তুই ভাবিসনে। সে আমি ঠিক করে নেব এখন।

ইন্দু। কিন্তু তিনি কি আসবেন? (দরজার দিকে অগ্রসর হইয়া দেখিতে লাগিল) মা ওই যে তিনি আসছেন!

(মৃণ্ময় ও সুলতার প্রবেশ)

তুমি আমার শিক্ষয়িত্রী হবে ভাই?

সুলতা। কিন্তু তোমার বাবার অমতে কি তা হতে পারে?

মৃণ্ময়। দেখ মা, দেখ্ ইন্দু! ইনি খুব উচ্চ শিক্ষিতা, এর academic education বেশী না থাক্‌লেও private study খুব বেশী। গান যা গাইতে পারেন, তা একেবারে চমৎকার—

সুলতা। (হাসিয়া) নাঃ বুঝ্‌তে পেরেছি—এখানে চাকরী পাবার

আর কোন আশাই নেই আমার। শুনুন মৃণ্ময় বাবু! আপনার recommendationটা যদি এত বেশী strong না হতো, তা' হলে বোধ হয় চাকরীটা আমিই পেতাম—(ইন্দুর দিকে চাহিয়া) কি বলেন ?

সুদেবী। তুমি একটু ব'সনা বাছা, উনি চান ক'রে আসুন—আমার ইন্দুর যখন এত ইচ্ছে হয়েছে, তখন তুমিই ওর শিক্ষয়িত্রী হবে—আমি বল্‌ছি—হবে।

সুলতা। কিন্তু—

ইন্দু। (ছুটিয়া গিয়া হাত ধরিয়া) আবার কিন্তু কি ভাই ? তুমি বসো আমার কাছে—বাবা আসুন—

মৃণ্ময়। (ইতিপূর্ব্বে চলিয়া গিয়াছিল, একটা হারমোনিয়ম লইয়া) মা !—ওকে একটা গান গাইতে বলো—বাবা গান ভালবাসেন তা হলেই সব ঠিক হয়ে যাবে—

সুলতা। আঃ মৃণ্ময় বাবু! কী ছেলেমানুষী করছেন আপনি ?

সুদেবী। কেন বাছা একটা গান গাও না—সত্যিই উনি খুব গান ভালবাসেন।

ইন্দু। মা যখন বল্‌ছে—তখন আর তোমার আপত্তি কি ভাই ?

সুলতা। (গাহিল)

জীবন-যাত্রা সফল করিতে—
দাও হৃদয়ের বল,
উৎসাহ আর অনুরাগ দাও
বুদ্ধি অচঞ্চল।

কর্ম্মে নিষ্ঠা প্রাণে আনন্দ
চিন্তায় অনুভূতি ও ছন্দ।
জাগ্রত কর নিদ্রিত জনে—
দাও হৃদয়ের বল।
উৎসাহ আর—(ইত্যাদি)
সাহস ও ধৈর্য্য জীবন-যুদ্ধে
অবনত শির তুলিতে ঊর্দ্ধে
ডাকিতে তোমারে বিশ্ব-বিধাতা !
দাও হৃদয়ের বল।
উৎসাহ আর—(ইত্যাদি)

(গান-অন্তে আরক্ত-চোখে রায় সাহেবের প্রবেশ)

রায়। ইন্দু! তোমার জিনিষপত্তর গুছিয়ে ফেলো। মৃণ্ময়! আজই তুমি ইন্দুকে সঙ্গে নিয়ে কলকাতায় যাবে, সুনীলের বাসায় তাকে রেখে আসবে। যাও ইন্দু। (সুলতার প্রতি) আপনি আসুন তা হলে—আমার কোনো শিক্ষয়িত্রীর প্রয়োজন নেই—(টেবিলে একটা কিল মারিয়া চীৎকার করিয়া ডাকিলেন) মার্কণ্ড ! মার্কণ্ড !

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)

কোথায় থাকিস তুই ? (ক্রোধে আত্মহারা হইয়া) পাজি ছোটলোক, নচ্ছার—তোকে আমি জুতিয়ে লম্বা ক'রব।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ইন্দুর কক্ষ।

কাল—সন্ধ্যার কিছু পরে।

দৃশ্য—ইন্দু কাঁদিতেছিল—পার্শ্বে সুদেবী দাঁড়াইয়াছিলেন। অমল বিস্কুট চুরি করিতেছিল।

সুদেবী। আচ্ছা, তাতে তোর আপত্তি কি? তিনি তো বল্‌ছেন তুই কল্‌কাতায় যা। মৃণ্ময় তোকে রেখে আসুক সুনীলের কাছে।

ইন্দু। তার মানে, আমাকেও তাড়িয়ে দিচ্ছেন—এই তো?

(ইন্দু কাঁদিতে লাগিল)

সুদেবী। দেখ ইন্দু! তোর মুখ বড্ডই বেড়ে উঠেছে। যা'তা বল্‌তে শুরু করেছিস্! আমি বেঁচে থাক্‌তে তোকে এ বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে কে?

ইন্দু। থাক্ থাক্ সে বড়াই আর করো না মা। এ বাড়ীতে তোমার যদি কোন অধিকার থাক্‌তো, তা'হলে সেদিন একটা লোক, ভর-দুপুর বেলায়, অমন শুক্‌নো মুখে চলে যেতে বাধ্য হ'ত না। অন্ততঃ, এক গণ্ডুষ জল মুখে দিয়েও যেতো—(কাঁদিল)

সুদেবী। বলি, সে দোষটা কার? আমি সুনীলকে বসিয়ে রেখে গেলাম—তোর এই ঘরে। বলে গেলাম—তুই তাকে কিছু খাবার এনে

দে—বুঝিয়ে সুজিয়ে রাখ, যেন চলে না যায়। আর তুই তাকে নির্ব্বিবাদে যেতে দিলি?

ইন্দু। কেন দেবো না মা? আমি এ বাড়ীর কে? আমার অনুরোধে তিনি কেন থাক্‌বেন? আমিই বা এই অন্যায় অনুরোধটা কেন তাঁকে করবো? বাড়ীর মালিক যিনি—তিনি তো তাঁকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন একটা কুকুরের মত!

সুদেবী। (কাঁদিতে কাঁদিতে) বেশ তো! আমিও আজ তোকে ঠিক তেমনি ভাবেই তাড়িয়ে দিচ্ছি—তুই এখন কল্‌কাতায় যা, আমাকে আর জ্বালাস্‌ নে— (চোখ মুছিলেন)

ইন্দু। না, আমি দাদার সঙ্গে কিছুতেই যাবো না। তাঁকে চিঠি লেখো—তিনি নিজে নিতে এলে, তবে আমি যাব। নইলে আর কারো সঙ্গেই যাবনা।

সুদেবী। আচ্ছা, বেশ কথা। তবে তাই হোক্‌। তুই তাহলে আর কাঁদিস্‌ নে।

ইন্দু। একলাটি চুপ্‌ করে ব'সে থাক্‌লেই যে আমার বড্ড কান্না পায়। আমি কি করবো?

সুদেবী। তা হ'লে সুলতাকে বলিস নি কেন, সে রাত্রেও তোর কাছে থাক্‌বে।

ইন্দু। রাত্রে কি করে থাক্‌বে? বাবা তাকে বলে দিয়েছেন—সন্ধ্যের পর সে যেন আর এ বাড়ীতে না থাকে।

সুদেবী। সে কি কথা? কেন? না, না, তা হবে না। আমি বল্‌ছি সে এ বাড়ীতে চব্বিশ ঘণ্টাই থাক্‌বে। কে রে ওখানে? মৃণ্ময়? এদিকে এসে একটা কথা শোন্‌ তো বাবা!

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃণ্ময়। কি মা ?

সুদেবী। তুই একটা কাজ করতে পারিস্ ?

মৃণ্ময়। কি ?

সুদেবী। ফুলতাকে একটু ডেকে আন্‌বি। বল্‌বি—খুব জরুরী দরকার, আমি ডাক্‌ছি।

মৃণ্ময়। আচ্ছা—(যাইতেছিল)

ইন্দু। না দাদা, তুমি যেওনা। মার্কণ্ডকে পাঠিয়ে দাও—

সুদেবী। কেন ?

ইন্দু। সে হয়তো দাদার সঙ্গে আস্‌বে না মা! মিছিমিছি দাদা কেন যাবে ?

সুদেবী। সেকি! কেন ?

ইন্দু। বাবা তাকে নিষেধ করে দিয়েছেন—সে যেন দাদার সঙ্গে কথাটি পর্য্যন্ত না বলে।

সুদেবী। ওর সঙ্গে তার আবার কি হ'ল ? বাপ্‌রে বাপ্—এত সব খেয়ালের মাঝখানে পড়ে আমি কি পাগল হয়ে যাবো ? আচ্ছা থাক্, তোর আর যেতে হবেনা—আমি মার্কণ্ডকেই পাঠাচ্ছি।

[প্রস্থান।

ইন্দু। দেখো দাদা! তুমি বেটা ছেলে! এমন নিশ্চেষ্ট ভাবে বাড়ীতে বসে থাকো কেন ? বেরিয়ে পড়ো—নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে একটা কিছু করো। দেখছ না, বাবা দিনদিন তোমার ওপর বিরক্ত হ'য়ে উঠ্‌চেন ?

মৃণ্ময়। থাক থাক, আমাকে আর উপদেশ দিতে হবে না, তোর নিজের চরকায় তেল দে। ওই দেখ অমলটা কি করছে—

ইন্দু। কি? (অমলের কাছে গিয়া বিস্কুটের টিনটা খালি দেখিল।) ওরে দুষ্টু ছেলে! সব বিস্কুটগুলো খেয়ে ফেলেছিস্? তোর পায়ে ও কি? খড়ম? জামাটা কি করলি? তোকে অমন কুঁচিয়ে কাপড় পরালো কে?

অমল। দাদাবাবু।

ইন্দু। কেন?

অমল। দাদাবাবু বলেছে—আমি খড়ম্ পায়ে দেবো—কুঁচিয়ে কাপড় পর্‌বো. আর দাবা খেল্‌বো—

মৃণ্ময়। (হাসিয়া) আর চুরি ক'রে বিস্‌কুত খাবো—না? দুষ্টু!

ইন্দু। হ্যাঁ, খড়ম পায়ে দিয়ে দাবা খেল্‌বি বৈকি? এদিকে আয় পাজি ছেলে! তোকে আজ এমন মার মারবো—

(ইন্দু অমলকে মারিয়া ধরিয়া সাহেব সাজাইয়া দিল, সে অভিমান ভরে কাঁদিয়া চলিয়া গেল।)

মৃণ্ময়। আচ্ছা ইন্দু! সুনীল নাকি আর একটা বিয়ে করেছে—সে খবরটা তুই রাখিস্?

ইন্দু। (চমকিত ও বিস্মিত ভাবে) কে বল্‌লে?

মৃণ্ময়। সেদিন আমি আঁড়ি পেতে একটু একটু শুনিছি। তাই তো সুনীলের ওপর বাবার অত রাগ। সেদিন শুধু সেই কারণেই তিনি সুনীলকে ভারি ধম্‌কাচ্ছিলেন।

ইন্দু। কখ্‌খনো না—মিথ্যে কথা!

মৃণ্ময়। ঘরের দরজাগুলো সব বন্ধ ছিল। সুনীলের কথাগুলি তো স্পষ্ট শুন্‌তে পাইনি—তবু যেন মনে হ'ল—সুনীলও সে অভিযোগটা স্বীকার করেই নিচ্ছে।

ইন্দু। না দাদা তুমি মিথ্যে কথা বলছো—যাও, যাও, আমি তোমার কোনো কথা শুন্‌তে চাইনা—

মৃণ্ময়। আমার ওপর চট্‌ছিস্ কেন? আমি তো শুধু যা শুনিছি—তাই বলছি।

ইন্দু। না না, তোমাকে বল্‌তে হবে না, আমি শুন্‌তে চাইনা, তুমি যাও—আমাকে কিছু বল্‌তে এসোনা।

(সুলতার প্রবেশ)

সুলতা। এই যে ইন্দু! তোমার মা আমাকে এতরাত্রে ডেকে পাঠিয়েছেন কেন? ওকি! তোমার চোখে জল—মুখ ভার! কি হয়েছে? দাদার সঙ্গে ঝগড়া করেছ বুঝি?

মৃণ্ময়। না, না, ঝগড়া নয়। নেহাৎ ছেলেমানুষ কিনা, তাই একটা অতি সামান্য কথায় ও ভারি রেগে যায়।

সুলতা। কে ছেলেমানুষ? ইন্দু? নাঃ। দুদিনের আলাপেই আমি তাকে খুব চিনে ফেলেছি। কিছু মনে করবেন না মৃণ্ময় বাবু! বয়সে ছোট হলেও—আপনার চেয়ে ইন্দু অনেক বেশী বুদ্ধি রাখে।

ইন্দু। যাও দাদা, তুমি মাকে পাঠিয়ে দাওগে—সুলতা দিদিকে তিনি কেন ডেকেছেন—তা বল্‌বেন। [মৃণ্ময়ের প্রস্থান।

সুলতা। তুমি জানো না?

ইন্দু। জানি—

সুলতা। তা' হলে তুমিই বল না, কেন ডেকেছেন?

ইন্দু। রাত্রে তুমি কি আমার কাছে থাক্‌তে পারবে? তুমি থাক্‌লে—

সুলতা। না, তা'তো পারবো না ভাই—আমার বাবা যে অন্ধ! রাত্রে আমাকে তার কাছেই থাক্‌তে হয়। তবে প্রায় এগারটা বারোটা-অবধি থাকতে পারি—কিন্তু তাতেও তোমার বাবা যে—

ইন্দু। (হাত ধরিয়া) তুমি একটা গান গাও না, আমার মনটা বড়ই অস্থির হয়ে উঠেছে।

সুলতা। তোমাদের এই সব ব্যাপার গুলো আমি মোটেই বুঝ্‌তে পারিনে। কারণে-অকারণে যখন-তখন অমন মন অস্থির হয়ে ওঠে কেন ইন্দু? হৃদ্‌পিণ্ডের অত দুর্ব্বলতা নিয়ে বাস করতে হ'লে—দুঃখের বোঝাই যে দিনদিন ভারি হয়ে উঠ্‌বে - ছিঃ। আচ্ছা শোন, গান গাই—

সুলতা গাহিল।

আজ বুঝি তার পায়ের নূপুর
বাজ্‌লো আমার আঙিনাতে!
চিন্‌তে তারে পারবো কি এই
ঘোর আঁধারের মেঘলা রাতে?
প্রদীপ যদি জ্বেলেই রাখি
আজ সে আমায় চিন্‌বে নাকি—
দেখ্‌লে আমার সজল আঁখি
কাঁদ্‌বে নাকি আমার সাথে?
আমি—পাগল যে তার বাঁশীর সুরে
কোন্ সুদূরের সুপ্রভাতে!
সেই তো আমার নয়নমণি—
কাঁদছি কতই দিন রজনী!
চাই না গোপন চরণ-ধ্বনি
মরণ গণি সেই আঘাতে।

(আবার খড়ম পায়ে কোঁচা ঢুলাইয়া খোকা অমলের প্রবেশ ।)

অমল। মা, মা, ওমা! এই দেখো আমার দাবা। আজ আমি তোমার বাবার সঙ্গে দাবা খেলবো।

ইন্দু। তোর জুতো-জামা সব কি হ'ল ?

অমল। দাদাবাবু সেগুলো সব খুলে ওই ডেরেনের ভেতর ফেলে দিয়েছে। আর মারকণ্ডকে বাজারে পাঠিয়ে, এই নতুন কাপড়, নতুন খড়ম, আর এই নতুন দাবা কিনে এনে দিয়েছে।

সুলতা। (বিস্মিত ভাবে) তার মানে ?

ইন্দু। তার মানে, আমার বাবার খেয়াল! আর সেই খেয়ালের মানে হচ্ছে—যেহেতু আমি তাঁর কন্যা, যেহেতু তাঁরই অন্নে আমি প্রতিপালিতা, সেহেতু আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর তিনি সর্ব্বদাই প্রভুত্ব করবেন—   (চোখ মুছিল)

(রায়সাহেবের প্রবেশ)

রায়। হ্যাঁ তাই করবো। কেন করবো—শুনবে ? যেহেতু আমি তোমার বাবা, যেহেতু কোনো বিশেষ কারণে, আমি তোমাকে সুনীলের কাছে যেতে দিইনি, সেহেতু তুমি আমাকে নির্য্যাতন করবে—সারাটা দিন শুধু চোখের জল ফেলে! কেমন, এ কথাটা তো ঠিক ? শোনো ইন্দু! হয় তুমি আজই মৃণ্ময়ের সঙ্গে কলকাতায় যাবে, আর না হয় আমি তোমার চোখের সব জল নিংড়ে বার করবো। আয় দাদু, দাবা খেলিগে—

[অমলকে কোলে তুলিয়া আদর করিতে করিতে প্রস্থান।

সুলতা। এমন বিচিত্র লোকটির ওপরেও তোমার অভিমান হয় ইন্দু ? আমার কিন্তু এই সব খেয়ালী মানুষগুলিকে খুব ভাল লাগে—

ইন্দু। (হাসিয়া) আমার ভাল লাগে শুধু তোমার কাছেই দিনরাত বসে থাকতে। দু' দিনেই তুমি আমার এত আপন হয়ে উঠ্‌লে কি করে দিদি? বোধ হয় তুমি যেন কি জানো!

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃণ্ময়। ইন্দু! মা তেকে ডাকছে—

[প্রস্থান।

সুলতা। রাত তো কম হয়নি—তা'হলে আমি এখন উঠি?

ইন্দু। না দিদি! তুমি আর একটু বোসো। আমি এখুনি ফিরে আসছি। ততক্ষণ তুমি সেই নতুন গানটা আমার খাতায় লিখে দাওনা। এই নাও খাতা আর কলম।

(দিয়া প্রস্থান। সুলতা লিখিতে বসিল।)

(ধীরে ধীরে মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

(মৃণ্ময় চোরের মত চুপটি করিয়া সুলতার পিছনে আসিয়া দাঁড়াইল)

সুলতা। (লেখা বন্ধ না করিয়াই) কি মৃণ্ময় বাবু, কি মনে ক'রে? (কোনো জবাব না পাইয়া ফিরিয়া চাহিলেন, হাসিলেন) সুন্দর মানুষের মুখ চোখ রাঙা হয়ে উঠ্‌লে তা' কিন্তু লুকোনো চলে না। বলুন, বলুন, কি বল্‌বেন, বলে ফেলুন—দেরি করবেন না। ইন্দু হয়তো এখুনি এসে পড়বে—

মৃণ্ময়। তুমি কি সুলতা?

সুলতা। আমি মানুষ—তারপর?

মৃণ্ময়। তোমার জন্যে আমি যে প্রাণ দিতে পারি, এ কথাটা কি তুমি বিশ্বাস কর না?

সুলতা। নাঃ। এমন অকারণে প্রাণটা দিতে আমি নিজেও পারি না, বা আর যে কেউ পারে, তাও বিশ্বাস করি না।

মৃণ্ময়। (হঠাৎ সুলতার হাতটা চাপিয়া ধরিল) সুলতা!

সুলতা। (ধাক্কা দিয়া চেয়ার ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—তাহার দু'চোখে আগুন জ্বলিয়া উঠিল) সাবধান মৃণ্ময়! তুমি কি ভেবেছ আমি একটা—ছিঃ আমি দরিদ্র হলেও আমার আত্মমর্য্যাদা জ্ঞান আছে। (ইন্দু দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া সুলতার সে দৃষ্টি দেখিয়া স্তম্ভিত হইল—ক্রমে সেও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল)।

ইন্দু। (আপাদমস্তক কাঁপিতেছিল, চিৎকার করিয়া ডাকিল) দাদা! তুমি এখনো এখানে দাঁড়িয়ে আছ?

সুলতা। (ইন্দুকে দেখিয়াই একটু হাসিতে চেষ্টা করিল—ইঙ্গিতে ইন্দুকে চিৎকার করিতে নিষেধ করিল। তারপর মৃণ্ময়ের কাছে গিয়া সস্নেহে) মৃণ্ময়, ভাই, লজ্জা পেয়েছ? আচ্ছা, তুমি আমার কাছে কি চাও? ভালবাসা? সত্যি বল্‌ছি আমি তোমাকে খুব ভালোবাসি। ভালবাসা অনুভূতির জিনিস—তার আস্বাদন বাইরে নেই—ভিতরে। কুৎসিৎ দৈহিক লালসার চাপে ভালবাসার শ্বাস রুদ্ধ হ'য়ে ওঠে, আমাকে তুমি যাতে চিরদিন ভালবাস্‌তে পারো—আমি তাই চাই—আমি তাই চাই—

ইন্দু। (স্বগত) না, এত বড় অন্যায় কখখ্‌নো সহ্য করবো না।

[প্রস্থান।

মৃণ্ময়। সুলতা! আমাকে ক্ষমা করো—আমি আজই এ দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি।

সুলতা। কোথায় যাবে?

মৃন্ময়। জানি না।

সুলতা। বেশ, যাও। তোমার সঙ্গে যাবে আমার সদিচ্ছা আর

শুভাকাঙ্ক্ষা! হ্যাঁ, তোমার তো যাওয়াই উচিত মৃণ্ময়! তুমি যে পুরুষ। তোমার তো কোনো বিপদের ভয় নেই? তুমি কেন যাবে না? এই দেখ না আমার কত বিপদ! একটি অপরিচিত যুবকও আজ আমার হাতখানা চেপে ধরেছে! তবু আমি অভাবের তাড়নায় ঘর ছেড়ে বেরিয়েছি।

(অত্যন্ত ক্রুদ্ধভাবে রায়সাহেব এবং তাহার পেছনে
ইন্দু ও মার্কণ্ডের প্রবেশ)

রায়। কই? কোথায় সে পাজি! এই যে Rascal (মৃণ্ময়ের কাছে আসিয়া) আজ তোমাকে আমি জুতিয়ে লম্বা করবো। আমার সঙ্গে এসো—এসো—

[মৃণ্ময়কে লইয়া প্রস্থান।

সুলতা। একি ইন্দু! একি করলে তুমি? ছি ছি ছি—সত্যই তো তুমি ভারি ছেলে-মানুষ!

ইন্দু। না দিদি, আমি ঠিকই করিছি। এই সব অন্যায়-অবিচার সহ্য করার ফলেই তো, সংসারটা একেবারে পিশাচের আড্ডা হ'য়ে উঠেছে!

সুলতা। দেখো ইন্দু! জীবনে কখনো তোমরা ঘরের বাইরে যাওনি। তাই, তোমাদের দৃষ্টিও যেমন ছোটো, অভিজ্ঞতাও তেমনি অল্প। অতি সামান্য একটা খোঁচাকেও তোমরা অতি প্রকাণ্ড একটা আঘাত মনে করো—বেদনায় আর্ত্তনাদ ক'রে ওঠো। অলক্ষ্যের আহ্বানে আমি কত দেশ-দেশান্তরে ঘুরিছি—কত বিচিত্র চরিত্রের সামনে এসে পড়িছি! কত বীভৎস দৃশ্যকেও চোখ বুজে সহ্য করিছি! মৃণ্ময়ের ব্যবহার যে কত উপেক্ষার—কত অনুকম্পার তাতো তুমি বুঝতে পারনা ইন্দু! আমি বুঝি। এ সামান্য ব্যাপার রায়সাহেবের কাণে তোলা

কখনই উচিত হয়নি তোমার। ছিঃ ভারি অন্যায় কাজ ক'রে ফেলেছ—(কিছুক্ষণ চুপ করিয়া কি যেন ভাবিল) আচ্ছা, তা' হলে এখন আমি আসি?

ইন্দু। দিদি! তোমার পায়ে পড়ি দিদি– কাল খুব ভোরেই তুমি এ বাড়িতে চ'লে আসবে তো? আমাকে ব'লে যাও! বলো, বলো, আমার ওপর রাগ করনি তো? দাদা আমার দু' চোখের বিষ হ'য়ে উঠেছে! বাবার অন্যায় ব্যবহার, আর মার অত্যন্ত আদর—এ দুটোই যেন আজ আমার কাছে অসহ্য হ'য়ে উঠেছে। তুমি না এলে আমি পাগল হ'য়ে যাবো—পাগল হ'য়ে যাবো—

(ইন্দু সুলতার কোলে মুখ লুকাইয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল—
সুলতা সান্ত্বনা দিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রায় সাহেবের কক্ষ।

কাল—অপরাহ্ন।

দৃশ্য – রায়সাহেব আবার গরম জামা-কাপড় পরিয়া, একটা লেপ মুড়ি দিয়া, তক্তপোষের উপর বসিয়া ছিলেন। পার্শ্বে একটা টুলের উপর শান্তিরাম উপবিষ্ট।

রায়। শান্তিরাম! তোমার পরামর্শে, আজ দুটো দিন ঠাণ্ডা লাগিয়ে —কি সর্দ্দিটাতেই ধরেছে। উঃ মনে হচ্ছে—লেপের বাইরে গেলেই আজ আমার ডবল-নিউমোনিয়া হবে।

শান্তি। আজ্ঞে বাবু! এই জ্যৈষ্ঠ মাসেও যখন লেপ! তখন দরজা-জান্‌লা গুলো সব বন্ধ করাই উচিত—

রায়। মার্কণ্ডকে একটু ডাকো তো—(উদ্গার তুলিলেন)

শান্তি। মার্কণ্ড! ও মার্কণ্ড!

(মার্কণ্ডের প্রবেশ)

রায়। দরজা-জান্‌লা গুলো বন্ধ ক'রে দিয়ে শীগ্‌গীর ছুটে যা—একটা সোডার বোতল নিয়ে আয়।

(মার্কণ্ড তাহাই করিল)

উঃ শান্তিরাম! দু'দিন ফেনাভাত খেয়ে কী ভয়ানক অম্বল—(উদ্গার তুলিলেন) তুমি একটা জানোয়ার। তাই তোমার ওসব গরু-ঘোড়ার খাদ্য সহ্য হয়। উঃ তোমার কথা শুনে কি অন্যায় কাজটাই করিছি। (উদ্গার তুলিলেন) শান্তিরাম! তুমি নাকি খুব ভালো কেত্তন গাইতে পার শুন্‌লাম—

শান্তি। আজ্ঞে, ভালো গাইতে পারিনে—তবে আপনার আশীর্ব্বাদে ওই একটু হাউমাউ কর্‌তে পারি—

রায়। আচ্ছা গাও, একটা কেত্তন গাও শুনি—(উদ্গার)

শান্তি। (গাহিলেন)

এত সাধিয়া কাঁদিয়া ডাকিনু তোমারে
দিলেনা, দিলেনা দেখা!
ওগো, আমি শ্রীরাধিকে! দেখি দিকে দিকে
তোমারি শ্রীহাতে লেখা—

তুমি লিখেছ পাতাতে, কেন নিজ হাতে ?
"জানোনা শ্রীরাধা বই।"
আমি অঞ্চল পাতি ফুলমালা গাঁথি—
মোরে দেখা দিলে কই ?
হায়, ওগো বনমালী !
ওগো—ব—ন—মা—লী—
ওগো বনমালী এ পিরিতি খালি
যাতনা বাড়াতে মোর।
আমি অবলা ললনা—　　ক'রনা ছলনা,
দেখা দাও, মন-চোর !

(আকুলভাবে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন।)

(মার্কণ্ড সোডা আনিয়া দিল···রায়সাহেব পান করিলেন)

রায়। শান্তিরাম ! ও শান্তিরাম !

শান্তি। (তখনও তন্ময় হইয়া গাহিতেছিলেন—আর কাঁদিতেছিলেন)
আমি অবলা ললনা, ক'রনা ছলনা
দেখা দাও, মন-চোর !

রায়। কী সর্ব্বনাশ ! কাঁদতে কাঁদতে মরে গেল যে—ও শান্তিরাম—শান্তিরাম—

শান্তি। (আকুলভাবে কাঁদিয়া) আমি অবলা ললনা—ও হো হো—

রায়। মার্কণ্ড ! কাঁধটা ধ'রে একটা ঝাঁকি দেতো—এ তো আচ্ছা দেঁড়ে ললনার পাল্লায় পড়া গেল দেখ্‌ছি—

মার্কণ্ড। (কাঁধে ঝাঁকি দিয়া) বাবু যে ডাকুচি !

শান্তি। অ্যাঁ, কি হয়েছে বাবু !

রায়। রক্ষে কর তুমি—আর গান গাইতে হবে না। এর নাম যদি গান গাওয়া, তা' হলে পুত্তুর-শোকের মরা-কান্না আর কাকে বলে হে বাপু ?

শান্তি। (অপ্রতিভ হইয়া) আজ্ঞে একটু ভাবাবেশ হয়েছিল কিনা, তা'—এসব কেত্তন গাইতে গেলে ওরকম একটু হয় বাবু !

রায়। তা' হলে ওরকম ভাবাবেশী কেত্তন, কোনও গেরস্থের বাড়ীতে কখ্‌খনো গেয়োনা, বুঝলে, ওর জায়গা হ'লো শ্মশানে। বলি এ সংসারে দুঃখকষ্টের কি কোনো অভাব আছে ? সাধ করে গাঁটের পয়সায় টিকিট কিনে ওরূপ অহেতুক আর্ত্তনাদই বা কেন করো—অকারণ যন্ত্রণায় ছট্‌ফটিয়েই বা কেন মরো ? রক্ষে করো শান্তিরাম ! আর তোমার কেত্তন গাইতে হবে না। মার্কণ্ড ! তুই একবার ইন্দুকে ডাকতো—

[মার্কণ্ডের প্রস্থান।

শান্তি। বাবু, কেত্তন যখন আপনার ভালো লাগে না, তখন একটা শ্যামা-সঙ্গীত গাই—শুনুন—

রায়। না, না, কাজ নেই শান্তিরাম। তুমি এখন একটু ঠাণ্ডা হ'য়ে ব'সো।

শান্তি। শ্যামা-সঙ্গীতে কাঁদুনী নেই বাবু ! তা' আপনার নিশ্চয়ই ভাল লাগ্‌বে—শুনুন, তা হ'লে একটা গাই—

(কাশিয়া গলা ঠিক করিয়া গাহিলেন)

লোল-রসনা বিকট-দশনা—
অট্ট অট্ট হাসি মুখে,
ভৈরবী শ্যামা দিগম্বরী বামা
দাঁড়াল মহেশ-বুকে !
ভীমা ভয়ঙ্করী ডাকিনী যোগিনী
নরমুণ্ড ল'য়ে করে জয়ধ্বনি !
শোণিত-প্লাবনে ভাসিল মেদিনী—
ডাকে শিবাগণ সুখে ।

রায়। (বাধা দিয়া) শান্তিরাম ! হয় তুমি এখান থেকে ওঠো, আর না হয় আমি নিজেই উঠি—

শান্তি। (অপ্রতিভ হইয়া) আজ্ঞে বাবু—

রায়। না, আর আজ্ঞে-টাজ্ঞে নেই। তোমার যেরূপ অসহ্য গান চেপেছে, তাতে আমার হার্টের প্যাল্‌পিটেসন ভয়ানক বেড়ে যাবে—উঃ কী গরম !

শান্তি। না বাবু, আমি আর গান গাইবো না আপনি বসুন, আমি একটু বাতাস করি—

(পাখা লইয়া বাতাস করিতে লাগিলেন)

রায়। আচ্ছা শান্তিরাম, তোমরা এমন উৎকট গান কেন গাও, বল্‌তে পার ? হয় কেঁদেই বুক ভাসাবে, আর না হয় চোখ রাঙিয়েই শাসাবে। কেন ? শ্রোতার অপরাধ কি ? একটা গান গাইতে ব'লে আমি এমন কি অপরাধ করিছি যে—

শান্তি। আজ্ঞে, আজ্ঞে, সে কি কথা—

রায়। হ্যাঁ, কথাটা বোঝো। আগে বোঝো গানের উদ্দেশ্যটা কি? গানের সম্বন্ধ মানুষের রক্তের সঙ্গে। ধমনীর প্রত্যেক রক্তবিন্দু গানের সুরে সাড়া দেয়—গানের ছন্দে ও তালে নাচে। প্রমাণ দেখো—তোমার দুটি গানে আমার blood pressure অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে। আমি হলপ্ করে বল্‌তে পারি—তোমার ওই "লোল রসনা বিকট দশনা"—গানখানা যদি কোনো মুমুর্ষুর শিয়রে বসে গাও—তা' হলে নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ তার মৃত্যু হবে। সেকালে ওসব গান মানুষের ধাতে সহ্য হ'ত, কারণ তাঁরা জীবন কাটাতেন পরম শান্তিতে, নিশ্চিন্তে ও নিরুদ্বেগে। কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান জীবনে উত্তেজনা আর অশান্তির তো কোনো অভাব নেই—শান্তিরাম!

শান্তি। সে কথা ঠিক বলেছেন বাবু!

রায়। শুধু সেই কারণেই আমরা চাই অতি কোমল শান্তি-রসের স্নিগ্ধ গান। তুমি সুলতার গান শুনেছ? কত শান্ত, কত সংযত। এই দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার জীবনে ইচ্ছে করে, তার গান শুন্‌তে শুন্‌তে একটু ঘুমুই—

(ইন্দুর প্রবেশ)

এই যে ইন্দু! আচ্ছা, কাল তোকে সুলতা যে গানটা শেখাচ্ছিলো—সেই গানটা একবার গাতো শুনি।

(মার্কণ্ড ছুটিয়া গিয়া হারমোনিয়াম আনিল)

ইন্দু। সে গানটা তো আমি এখনো ভাল ক'রে শিখ্‌তে পারিনি বাবা!

রায়। যা শিখিছিস তাই গা।

(শান্তিরাম উঠিয়া যাইতেছিলেন)

রায়। ওকি শান্তিরাম: তুমি উঠ্‌লে যে? তোমাকে শোনাবো বলেই তো গানটা গাইতে বলছি—ব'সো, ব'সো—

শান্তি। (বসিয়া বিরক্তভাবে স্বগত) ওসব ন্যাকা-ন্যাকা গান শুন্‌লে আমার গা' জ্বলে—ধেৎ—(বসিয়া ও হাসিয়া) হ্যাঁ, হ্যাঁ, গাও দিদিমণি—বাবু যখন বল্‌ছেন তখন গানটা শুনি —(হাসিলেন)

রায়। হেসোনা, শোনো—বেশ তন্ময় হয়ে শোনো—

ইন্দু। গাহিল—

আজ কেন মোর খেলার সাথীর
নয়ন-কোণে জল ?
ভোর-বাতাসের শিশিরে কি—
ভিজ্‌লো শতদল ?
কেঁদেছ কি কারণে আপন মনে
নিরজনের সাথী ?
স্বপনে ডেকেছ কি আমায় সখি
ফুলের শয়ন পাতি ?
বেঁধেছ যে কবরী ও ফুলপরি !
—আকুল পরিমল।

রায়। কি রকম শুন্‌লে শান্তিরাম ?

শান্তি। বেশ চমৎকার। দিদিমণির গলাই যে ভারি মিষ্টি—

রায়। শুধু গলা নয়, গানও মিষ্টি, সুরও মিষ্টি—অন্ততঃ তোমার "লোল রসনার বিকট দশনার" চেয়ে অনেক মিষ্টি। যাক্—ভাল কথা—

(ইন্দু চলিয়া যাইতেছিল)

যাস্‌নে ইন্দু শোন্, তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। কাল মৃন্ময় যখন বাড়ি থেকে চলে যায়, তখন তোর কাছে কোনো টাকা-পয়সা চেয়েছিল ?

ইন্দু। না।

রায়। হুঁ। তা' হলে সেই নিয়েছে—

ইন্দু। কি বাবা?

রায়। আমার বাক্স ভেঙ্গে একশো টাকার একখানা নোট—

শান্তি। (চম্‌কাইয়া) সে কি কথা বাবু! চুরি?

রায়। না শান্তিরাম, তালা ভেঙে, ডাকাতি! তা' বেশ করেছে। একশো টাকা ডাকাতি ক'রে নিয়ে, ছেলে আমাকে খুব হুসিয়ার করে দিয়ে গেছে। এখন আমার ব্যাঙ্কের পঞ্চাশ হাজার আর এই কলিয়ারীটা রক্ষা পাবে। বাপ তো ছেলের জন্যই সব রেখে যায়? আমি আর তা রাখবো না, নিজেই সদ্ব্যবহার ক'রে যাবো—আমার নিষ্কৃতি। হ্যাঁ, ভাল কথা, শান্তিরাম তুমি তোমার মেয়ের বিয়ের জন্যে আমার কাছে একশো টাকা চেয়েছিলে। কি বলো—মাত্র একশো তো?

শান্তি। আজ্ঞে হ্যাঁ।

রায়। দেশে গিয়ে একটি খুব ভাল পাত্তর দেখ্‌বে, যত টাকা লাগে লাগুক—আমি দেবো। টাকার জন্যে তোমার কোনো দুর্ভাবনা নেই—দু'হাজার—পাঁচ হাজার যা কিছু ব্যয়, সব আমার।

শান্তি। (করজোড়ে কাঁপিতে লাগিলেন) বাবু!

রায়। অমন ক'রে কাঁপ্‌ছ কেন শান্তিরাম। ঠাণ্ডা হও—ঠাণ্ডা হও—যা ব'ল্‌লাম তাই করো। তারপর ইন্দু! সুলতা কি আজ আসেনি?

ইন্দু। না।

রায়। কেন?

ইন্দু। তার বাবার নাকি খুব অসুখ।

রায়। তার বাবা কি করেন?

ইন্দু। কি আর করবেন—তিনি যে অন্ধ!

রায়। (সবিস্ময়ে) অন্ধ ?

শান্তি। হ্যাঁ, আমিও জানি বাবু! স্থলতার বাবা অন্ধ।

রায়। তুমি কি করে জান্‌লে ?

শান্তি। সেদিন মা ঠাকরুণ আমাকে পাঠিয়েছিলেন—তার বাবাকে কিছু সন্দেশ আর গোটাকতক ন্যাংড়া আম দিয়ে আস্‌তে।

রায়। তাদের বাড়িটা কতদূর ?

শান্তি। বেশী দূর নয়—মাত্র মিনিট পাচেকের রাস্তা। বড় রাস্তার ওপাশে ওই ঢালুতে যে বস্তিটা—তারই একটা ছোটো বাড়িতে তারা থাকেন—

রায়। স্থলতার বাবার নামটা কি বল্‌তে পার ?

শান্তি। হ্যাঁ পারি—নাম শ্রীভীষ্মদেব মুখোপাধ্যায়।

রায়। (অত্যন্ত বিস্ময়ে) ভীষ্মদেব ? খুব ফর্শাপানা ছিপ্‌ছিপে লোকটা ?

শান্তি। হ্যাঁ, তা' হলে তো আপনি তাঁকে চেনেন। কিন্তু বাবু, তিনি তো আপনাকে চেনেন বলে মনে হয় না ? অন্ধ হলেও লোকটি ভারি সাত্ত্বিক, দিনরাত জপ, তপ, আর শিবপূজা নিয়েই পড়ে থাকেন—অসাধারণ পণ্ডিত।

রায়। এখন রাত হ'য়ে গেছে—তা' হোক শান্তিরাম! তুমিই যাও—এখুনি—স্থলতাকে গিয়ে বল্‌বে, আমি একবার তার সঙ্গে দেখা করতে চাই—বিশেষ দরকার—

শান্তি। এখুনি ?

রায়। হ্যাঁ এখুনি। তোমার যেতে পাঁচ মিনিট, আর আস্‌তে পাঁচ মিনিট! এই দশ মিনিটের ভেতর আমি খবরটা জান্‌তে চাই! সে যদি আস্‌তে না পারে—তা' হলে আমি নিজেই যাবো। যাও—

[ব্যস্তভাবে শান্তিরামের প্রস্থান।

ইন্দু! সুইচ্‌টা অফ্‌ ক'রে তুই এঘর থেকে বেরিয়ে যা'তো—আমি একটু অন্ধকারে থাকবো—

ইন্দু। কেন বাবা?

রায়। আঃ, যা বল্‌ছি—তাই কর—উঃ পাখাটা কই? দে, দে, আলোটা নিবিয়ে দে—

[ইন্দু আলো নিবাইয়া চলিয়া গেল।

(সেই অন্ধকারে রায়সাহেব স্বপ্নে দেখিলেন—যেন একটি নারী ছায়ামূর্ত্তিতে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। রায়সাহেব সভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন)।

রায়। ওরে কে আছিস্‌ শীগ্‌গীর আলোটা জ্বাল্‌—আলোটা জ্বাল্‌—

(সুদেবী গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলেন তিনিই সুইচ্‌টা টিপিয়া আলো জ্বালিলেন।)

(ইন্দু ছুটিয়া আসিল—রায়সাহেব হাঁপাইতেছিলেন—তাহার সর্ব্বাঙ্গ ঘর্ম্মাক্ত, চেহারা বিশ্রী)

সুদেবী। ওকি! তুমি অমন করছ কেন?

রায়। তোমরা কতক্ষণ এ ঘরে ঢুকেছ?

সুদেবী। এই তো এইমাত্র, তোমার চীৎকার শুনে—

রায়। দেখতো এ ঘরে আর কেউ আছে কি না—?

সুদেবী। কই, কেউ তো নেই?

রায়। তোমরা কেউ কিছু শুনেছ?

সুদেবী: কি আবার শুন্‌বো?

রায়। শোননি তা'হলে!

সুদেবী: না। তোমার অসুখ কি খুব বেড়েছে?

রায়। হ্যাঁ, হার্টের অবস্থা ভালো নয়—

সুদেবী। ডাক্তারকে ডাকতে পাঠাওনি কেন ?

রায়। ডাক্তার ডেকেই বা আর কি হবে—তুমি একটা কাজ করো সুদেবী ! নৃপেন উকিলকে একবারটি খবর দাও !

সুদেবী। কেন ?

রায়। আমি একটা উইল করবো—

সুদেবী। আচ্ছা সে হবে এখন। ইন্দু! তুই এখানে একটু থাকিস্ আমি ডাক্তারকেই খবর পাঠাই —

[প্রস্থান।

রায়। আমার কাছে আয় ইন্দু! বস্ এখানে। আমার কপালের ঘামটা মুছিয়ে দেতো —

ইন্দু। এত ঘাম্‌ছ কেন বাবা ? (মুছাইল)

রায়। আজ তোকে একটা কথা বল্‌বো · কথাটা বল্‌তে খুব ক্লেশ হচ্ছে কিনা, তাই ঘাম্‌ছি। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই বল্‌বো—তুই যে আমার মা। মার কাছে ছেলের কোনো কথাই গোপন থাকা উচিত নয়। আজ আমার confession—অর্থাৎ দুষ্টু ছেলের অপরাধ-স্বীকার! ক্ষমা করবি তো ইন্দু!

ইন্দু। তুমি যে বড্ডই ঘাম্‌ছ বাবা ?

রায়। কথাটা একবার বল্‌তে পারলেই আর ঘাম্‌বো না। যেদিন তোর দাদা সুলতার হাতখানা চেপে ধরেছিল—ঠিক সেইদিন থেকেই আমি ঘাম্‌তে সুরু করিছি। আজ বড্ড বেশী ঘাম্‌ছি—এই সুলতাকে চিন্‌তে পেরে। কপালটা মুছিয়ে দে—

ইন্দু। (মুছাইয়া) সুলতা কে বাবা ?

রায়। হ্যাঁ বল্‌ছি—আর লজ্জা করবো না। শোন্ ইন্দু! যৌবনে আমিও একটু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিলাম। একটি ভদ্রঘরের কুলবধুর

অসামান্য রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। তারপর অনেক কৌশলে তা'কে গৃহত্যাগিনী করে পথে বসিয়েছি—সে আজ বহুদিনের কথা—এই সুলতা তারই মেয়ে!

ইন্দু। বল কি বাবা! সুলতার সে-মা কি এখনো বেঁচে আছেন?

রায়। হ্যাঁ বেঁচে আছেন। অতি কুৎসিৎ ভাবে জীবন যাপন করছেন। আমি আমার ভ্রম সংশোধন করিছি। কিন্তু তিনি তো তা পারেন নি! নারীর জন্যে যে, হয় স্বর্গ আর না হয় নরক! এর মাঝখানে তো দ্বিতীয় কোনো লোকালয় নেই—যেখানে গৃহত্যাগিনীর একটু স্থান হতে পারে—

ইন্দু। তিনি এখন থাকেন কোথায়?

রায়। কোথায় যে থাকেন, তা জানিনে। তবে সেদিন আমি যেন তাকে দেখেছি মৃণ্ময়ের পড়ার ঘরে। মনে হ'ল, মৃণ্ময়কেই যেন কত কি কুৎসিৎ উপদেশ দিচ্ছেন তিনি। তার চোখে মুখে—উঃ—প্রতিশোধ নেবার কি একটা দারুণ আকাঙ্ক্ষা! এ ঘটনাটা আমি স্বপ্নেই দেখেছি—না সত্যই ঘটেছে তা ঠিক বুঝ্তে পারছিনে—আমার মাথা গুলিয়ে যাচ্ছে—দে আমার কপালটা মুছিয়ে দে।

ইন্দু। (মুছাইয়া) সুলতা কি এসব জানে?

রায়। বোধ হয় জানে। সে কি তোর কাছে তার জীবনের কোনো ইতিহাস বলেনি?

ইন্দু। না।

রায়। সে কি বিবাহিত না অবিবাহিত—জানিস্?

ইন্দু। আমি জিজ্ঞাসা করিছি, কিন্তু কোনো জবাব পাইনি—

রায়। হ্যাঁ, আমি আজ জেনেছি, সে বিবাহিতই বটে। গৃহত্যাগিনীর মেয়ে ব'লে তার স্বামী তাকে পরিত্যাগ ক'রেছেন।

ইন্দু। কি অন্যায়!

রায়। (হাসিলেন)

ইন্দু। তুমি হাস্‌ছ বাবা! কেন? সুলতা দিদির অপরাধ কি? তার মা পতিতা হ'তে পারে—তা' বলে সে কেন পতিতা হ'তে যাবে?

রায়। ওইখানেই সমাজের একটা মস্ত বাহাদুরী! আমি চরিত্রহীন জান্‌লেও সমাজ আমাকে ত্যাগ করবে না; আমার মেয়ের বিয়েতেও কোনো বাধা উপস্থিত করবে না, অথবা আমার মেয়েকে নিয়ে সংসারধর্ম্ম ক'র্‌তেও গররাজী হবে না। কিন্তু ওই যে কুলবধূ, যে শুধু আমারই কারণে চরত্রিহীনা—এ সমাজ তাকেও পরিত্যাগ ক'র্‌বে তার মেয়েকেও পরি-করবে। শুধুই বা তাই কেন? তার মেয়ের মেয়ে তস্য মেয়েটি পর্য্যন্ত সমাজের চোখে পতিতা ও পরিত্যক্তা।

ইন্দু। বাবা!

রায়। কি মা?

ইন্দু। সুলতা দিদির স্বামী কি সত্যিই আর একটা বিয়ে করেছে?

রায়। এবার তোর কপালটাও যে খুব ঘাম্‌ছে ইন্দু! আয় মুছিয়ে দি।

ইন্দু। সুলতা দিদির স্বামীকে তুমি চেন বাবা?

রায়। নাঃ। তবে শুনেছি সে অতি চরিত্রবান যুবক, তার দ্বিতীয় পক্ষের বৌটিও খুব উচ্চবংশের মেয়ে।

(হাঁপাইতে হাঁপাইতে শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। বাবু!

রায়। কি, কি শান্তিরাম?

শান্তি। মৃণ্ময় বাবু মাতাল হয়ে সুলতার বাড়িতে গিয়ে হল্লা করছেন—

রায়। (উত্তেজিত ভাবে) আমার বন্দুকটা !

ইন্দু। কি করছ বাবা ! (ধরিল)

রায়। আমি যাকে পথে বসিয়েছি—তারই মেয়ের সর্ব্বনাশ করবে আমার ছেলে ? না, না তা' হ'তে পারে না, মার্কণ্ড আমার বন্দুকটা দে—

(সুদেবীর প্রবেশ)

সুদেবী। বন্দুক দিয়ে কি হবে ?

রায়। তোমার ছেলেটিকে গুলি ক'রে মারবো—

সুদেবী। ওমা সে কি কথা—কেন—কি করেছে সে ?

রায়। আমার বাক্স ভেঙ্গে টাকা নিয়েছে, মদ খেয়ে সুলতার বাড়ীতে গিয়ে মাত্‌লামো করছে। বেঁচে থাক্‌লে সে আরও অনেক-কিছু করবে।

সুদেবী। (কাঁদিলেন) ওগো আমার কি হবে—আমার কেন মরণ হয়না—আমি আর সইতে পারছিনে—যে—

(ব্যস্তভাবে সুলতার প্রবেশ)

সুলতা। তুমি কেঁদনা মা ! মৃণ্ময়বাবু ঠাণ্ডা হয়েছেন।

ইন্দু। ওকি দিদি, তোমার কপাল বেয়ে রক্ত পড়্‌ছে যে।

সুলতা। (কপাল মুছিয়া) তাই নাকি ? (হাসিয়া) মাতালের তো কোনো হিতাহিত জ্ঞান থাকেনা বোন্ ! আমি মেয়েমানুষ, তার সঙ্গে পেরে উঠ্‌বো কেন ? আপনি অত ব্যস্ত হবেন না, রায়সাহেব ! আর কোনো ভয় নেই। সে এখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

(কাঁদিতে কাদিতে সুদেবীর প্রস্থান শান্তিরামও চলিয়া গেল।

রায়। কমলা (কাঁদিয়া ফেলিলেন)

স্থলতা। সে কি কথা রায়সাহেব ! (চম্‌কিলেন) কে বল্‌লে আমি কমলা ? আমি স্থলতা।

রায়। আমি তোমাকে চিনেছি স্থলতা, তুমি স্থলতা নও—তুমি কমলা।

স্থলতা। না, না, আমি স্থলতা।

রায়। ইন্দু ! যা' যা' তোরা সব এখন এঘর থেকে বেরিয়ে যা—আলোটা নিবিয়ে দে—আমি একটু অন্ধকারে থাক্‌বো—

ইন্দু। না বাবা ! তুমি আবার ভয় পাবে—

রায়। পাই পাবো। মৃত্যুর বেশী তো আর কিছুই হবে না। আমি এখন তাই চাই—আমি এখন তাই চাই।

ইন্দু। না আমি যাবো না।

রায়। আলোটা নিবিয়ে দে, নিবিয়ে দে, বড্ড গরম !

ইন্দু। আচ্ছা, আমি বাতাস করছি। স্থলতা দিদি' তুমি ওই আলোটা একটু নিবিয়ে দাও না—বাবা একটু ঘুমুক্—

(ইন্দু আলো নিবাইল। হঠাৎ যেন তন্দ্রার ঘোরে একটা "অট্টহাসি" শুনিয়া রায়সাহেব চীৎকার করিয়া উঠিলেন)।

রায়। ইন্দু ! ইন্দু ! শীগ্‌গীর আলো জ্বাল—শীগ্‌গীর আলো জ্বাল—

(স্থলতা আলো জ্বালিল)

ইন্দু। তুমি অমন করছ কেন বাবা ?

রায়। তোরা কি কিছুই শুনিস্ নি ?

ইন্দু। কি শুন্‌বো ?

রায়। একটা বিকট হাসি—

সুলতা। কই? কোথায়?

রায়। এই ঘরের ভেতর।

উভয়ে। কই—না—আমরা তো কিছুই শুনিনি।

রায়। তার মানে কি?

ইন্দু। ও একটা মনের ভাব। মাথাটা খুব গরম হয়ে উঠেছে কি কি না, তাই একটু তন্দ্রা এলেই যা'তা স্বপ্ন দেখ্‌ছো—

রায়। হবে! আচ্ছা সুলতা! তুমি যদি কমলা নামে পরিচিত হ'তে না চাও, নাই হ'লে। কিন্তু আমার একটা কথার জবাব দাও—

সুলতা। কি বলুন—

রায়। তুমি কি সব কথা জেনেশুনেই এখানে এসেছ, না এ একটা—accident!

সুলতা। জেনেশুনেই এসেছি।

রায়। ইন্দুর সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক তা তুমি জান?

সুলতা। জানি।

রায়। তা হ'লে ইন্দুর কাছে এমন আত্মগোপন ক'রে থাকাটা কি অন্যায় হচ্ছে না?

সুলতা। কেন?

রায়। আমি যে সুনালের সঙ্গে কি দুর্ব্ব্যবহার করছি—তা' বোধ হয় তুমি জানো?

সুলতা। জানি। আর তা' জানি বলেই এসেছি আপনার সেই দুর্ব্যবহারের প্রতিবাদ করতে।

রায়। তা' হলে তুমি কি বল্‌তে চাও—আমি ইন্দুকে পাঠিয়ে দেবো সুনীলের কাছে?

সুলতা। নিশ্চয়ই দেবেন।

রায়। তার আগে সুনীল সম্বন্ধে ইন্দুকে সব কথা খুলে বলা কি উচিত হবে না?

সুলতা। কখ্‌খনো না।

রায়। কেন?

সুলতা। নিতান্তই অনাবশ্যক।

রায়। কিন্তু আমি দেখ্‌ছি—অত্যন্তই আবশ্যক। শোন ইন্দু! এই সুলতা তোমার সপত্নী! তার স্বামীও সুনীল। তোমাকে বিবাহ করবার পূর্ব্বে—সে একেই বিবাহ করেছিল।

ইন্দু। এতদিন কথাটা আমার কাছে গোপন রেখেছ কেন বাবা? (কাঁদিল)।

রায়। তা'লে তুমি কি করতে?

ইন্দু। আমি? আমি—হ্যাঁ আমি—খুব সুখী হতাম! (কাঁদিল)

রায়। তা'হলে কাঁদ্‌ছ কেন ইন্দু?

ইন্দু। আনন্দে। সুলতা দিদি যে সত্যিই আমার দিদি—এযে আমার কী আনন্দ, তা' তুমি বুঝ্‌বে না বাবা। ওর কাছে দু'দণ্ড বস্‌লে আমি প্রাণে কত শান্তি পাই—সুলতা দিদি মানুষ নয়—স্বর্গের দেবী!

রায়। তা বটে!

সুলতা। রায় সাহেব! ভেবেছিলেম আরও কিছুদিন এখানে থাক্‌বো, কিন্তু তা' আর আপনি দিলেন না!

ইন্দু। কেন, কেন দিদি?

সুলতা। আমি তোমাকে খুব ভালবাসি ইন্দু! তোমার গুণে আমি মুগ্ধ। কিন্তু তুমি তো জানো না, তোমার স্বামীকে আমি কত ঘৃণা করি। সে একটা ঘৃণিত পশু!

ইন্দু। ছি দিদি! ওকথা বলো না।

সুলতা। একশোবার বলবো। রায়সাহেব! নমস্কার—আসি তা' হলে। এই আপনাদের সঙ্গে আমার শেষ দেখা - কিছু মনে করবেন না।

ইন্দু। (হাত চাপিয়া ধরিল) দিদি!

সুলতা। হাত ছেড়ে দাও ইন্দু! কে বল্লে আমি তোমার দিদি? আজ থেকে আমিও তোমার কেউ নই - তুমিও আমার কেউ নও - (আঁচলে চোখ ঢাকিয়া যাইতেছিলেন)

রায়। সুলতা! একটু দাঁড়াও—একটা কথা আছে।

সুলতা। কি বলুন

রায়। তোমার এ দুর্দ্দশার জন্য দায়ী আমি। আমাকে আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও -- আমার যথাসর্ব্বস্ব আমি তোমাকেই দিতে চাই।

সুলতা। আপনাকে যদি আমি অপরাধী মনে করতাম—তাহলে কি আপনি মনে করেন, আমি আপনার বাড়ীতে চাকরী করতে আসতাম। আপনার সম্পত্তি ভোগ করতে আপনার ছেলে আছে মেয়ে আছে আমি আপনার কে?

রায়। ছেলে আমার কেউ নয়—আমি অপুত্রক। তবে হ্যাঁ মেয়েকেই সব দিতে পারি—যদি সুনীলকে তুমি গ্রহণ কর। শোন সুলতা—আমার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি একদিকে আর সুনীল একদিকে। এই দু'য়ের ভেতর একটি তোমাকে নিতেই হবে।

সুলতা। আপনার এ অদ্ভুত খেয়ালের মানে কি?

রায়। এ আমার খেয়াল নয়, সুলতা, এ আমার কর্ত্তব্য। আমি আর বেশীদিন বাঁচবো না। মরবার পূর্ব্বে আমি আমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে চাই। আমি দেখে যেতে চাই—আমার ছেলে মৃণ্ময় যেন আমার কিছুই না পায়।

সুলতা। আপনার ছেলেকে না দেন, আপনার মেয়ে আর জামাই পাবে।

রায়। কে যে পাবে, সে ল' পয়েন্ট আমি তোমার কাছে জান্‌তে চাইনি। আমি জান্‌তে চেয়েছি—তুমি নেবে কি না?

সুলতা। (অধোবদনে চুপ করিয়া রহিল)

রায়। হ্যাঁ কি না, একটা কিছু বলো?

সুলতা। আমি যদি নিয়ে আপনার ছেলেকে বা মেয়েকেই দিয়ে যাই।

রায়। হুঁ। সে কথাটা ভাবিনি। বেশ, তা'হলে সেটা একটা condition থাকলো—তাদের কাউকে তুমি দিতে পারবে না, বলো এ প্রস্তাবে রাজী আছ?

সুলতা। রায়সাহেব, মাপ কর্বেন, অর্থে পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়না।

(শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। বাবু! একটা টেলিগ্রাম এসেছে।

রায়। টেলিগ্রাম? কই দেখি?

(টেলিগ্রাম ছিঁড়িয়া পড়িলেন)

Sunil on death bed. Eagerly looks for his son.

সুলতা। (চম্‌কাইয়া) অ্যাঁ! সে কি! মৃত্যুশয্যায়।

ইন্দু। (কাঁদিয়া উঠিল) বাবা!

রায়। ইন্দু! মা আমার, কাঁদিস্‌নে—শীগ্‌গীর—খুব শীগ্‌গীর তোর জামাকাপড় গুছিয়ে নে। অমলকে নিয়ে আয়।

ইন্দু। কিন্তু কে আমার সঙ্গে যাবে?

রায়। কেন, আমিই যাবো।

ইন্দু। তুমি যে বড্ডই অসুস্থ, বাবা। তুমি কি যেতে পারবে ?

রায়। হ্যাঁ পারবো—দেরি করিস্‌নে শীগ্‌গীর গুছিয়ে নে—এখুনি একটা ট্রেণ আছে। মার্কণ্ড! মার্কণ্ড! (ব্যস্তভাবে উঠিলেন)।

সুলতা। আপনি অত ব্যস্ত হবেন না রায়সাহেব! আপনাকে যেতে হবে না। ইন্দুকে নিয়ে আমিই যাচ্ছি—আপনি শুধু আমার বাবাকে দেখবার ব্যবস্থা করবেন।

রায়। (সুলতার হাত চাপিয়া ধরিয়া) সুলতা! তুমি—তুমি যাবে ? সত্যি তুমি যাবে ? যাও, যাও, সুলতা! আমার সুনীলকে বাঁচাও—বোধ হয়, আমিই তাকে মেরে ফেল্‌ছি। আমিই তাকে মেরে ফেল্‌ছি—

ইন্দু। দিদি! যাবে ? তুমি যাবে—

(সুলতার বক্ষে মূর্চ্ছিত হইল)।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

(১)

দৃশ্য—কলিকাতায় সুনীলের কক্ষ। সুনীল নিদ্রিত। কক্ষের এক পার্শ্বে একটু আড়ালে একটা খাটিয়া'র উপর অমল নিদ্রিত। ইন্দু বসিয়া ঝিমাইতেছিল—

(সুলতার প্রবেশ)

সুলতা। ইন্দু! ঝিমুতে ঝিমুতে পড়ে যাবি যে—

ইন্দু। রাত এখন কটা দিদি?

সুলতা। (হাতঘড়ি দেখিয়া) চারটে।

ইন্দু। আমি তো আর জাগ্‌তে পারছিনে, ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আস্‌ছে। আমি পাশের ঘরে গিয়ে একটু ঘুমুই। তুমিই এখানে থাকো।

সুলতা। তুই আমার কোলে মাথা রেখে একটু ঘুমিয়ে নে—

ইন্দু। না—আমি যেখানে-সেখানে ঘুমুতে পারিনে তোমার মত। তোমার পায়ে পড়ি দিদি আমাকে আর রাত জাগিওনা—আমি কেঁদে ফেল্‌বো কিন্তু—

সুলতা। তাইতো, তা'হলে সুনীলবাবুর কাছে কে থাক্‌বে?

ইন্দু। কেন, তুমি—তুমিই থাক্‌বে। আমি জেগে থাক্‌লেও তো তুমি ঘুমোও না? মিছিমিছি আমাকেও কেন জাগাও? তোমার পায়ে

পড়ি দিদি ! তুমিই এখানে থাকো—আমি অমলকে নিয়ে ও ঘরে যাই। সত্যিই দিদি, আমি আর পারছিনে—আমার কান্না পাচ্ছে—

সুলতা। (অন্যমনস্কভাবে চিন্তা করিতে লাগিল)

ইন্দু। (ধীরে ধীরে অমলকে কোলে তুলিয়া লইল) তা' হলে আমি আসি ? অনুমতি দিলে ? আমার ওপর রাগ করলে না ?

সুলতা। (ব্যগ্রভাবে ইন্দুর হাত চাপিয়া ধরিয়া) তোমার সাথে আমার কি কথা ছিল ইন্দু ?

ইন্দু। কি কথা ? (ভাবিয়া) ও-সেই কথা ?—"তুমি—যে—কে, তা' আমি ওকে বল্‌বো না" এই তো ? কই দিদি—আমি তো তা' বলিনি। তোমাকে তো উনি চেনেন না !

সুলতা। না, না, ইন্দু ! সুনীলবাবুর কাছে বসে আমি একলাটি রাত জাগ্‌তে পারবো না। তুমি চলে গেলে আমিও চলে যাবো—

ইন্দু। (কাঁদিয়া) দিদি ! এই বুঝি তুমি আমায় ভালবাসো ? (অভিমানে) আমি বল্‌ছি যে আর আমি জাগ্‌তে পারছি নে—ঘুমে আমার চোখ ভেঙে আস্‌ছে—তবুও তুমি আমায় ছাড়বে না ?

(রাগ করিয়া খাটের পার্শ্বে দৃঢ় হইয়া বসিয়া মুখ ফিরাইয়া রহিল।)

সুলতা। ইন্দু ! আমার ওপর রাগ করলি ?

ইন্দু। যাও, যাও. আমার সঙ্গে আর কথা বলো না। আমার দুঃখ, আমার কষ্ট—তুমি কিচ্ছু বোঝ না—মুখেই শুধু বলো—তুমি আমার দিদি, আর আমি তোমার ছোট বোন—(কাঁদিল)

সুলতা। ইন্দু ! তুই কি আমাকে পাগল ক'রে দিবি ? (চোখ মুছাইয়া দিল)

ইন্দু। আচ্ছা দিদি, উনিই না হয় তোমাকে চিন্‌তে পারেন নি—কিন্তু তুমি তো ওঁকে চিন্‌তে পেরেছ ? ওঁর জন্যে দুর্ভাবনা কি শুধু একা

আমারি ? আমি যদি আজ মরে যাই—তুমি কি ওঁকে দেখ্‌বে না ? আমার অমলকে আর ও কে—

(কাঁদিয়া উঠিল—বলিতে পারিল না)

সুলতা। ছিঃ ইন্দু! ও সব কি কথা—আচ্ছা তোকে আর রাত জাগ্‌তে হবে না—তুই যা যা, ঘুমো গে।

ইন্দু। না—না আমি যাবো না।—এম্‌নি ভাবে রাত জাগ্‌তে জাগ্‌তে আমি মরে যাব—তারপর দেখ্‌বো, তুমি কি করো।

সুলতা। (হাসিয়া) মরে গেলে দেখ্‌বি কি করে ? আচ্ছা ইন্দু! জগতের যে শিক্ষা, আর যে অভিজ্ঞতার ভেতর দিয়ে আমরা মানুষ হয়েছি—তাকি তোকে একবারটি স্পর্শ করতেও পারে নি ? তার ওই শিশির-ধোয়া পদ্মপাপ্‌ড়ীর মত চোখ দুটি কি চিরদিনই এত উজ্জ্বল থাকবে ? ইন্দু! (আদর করিয়া বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিল - সস্নেহে গণ্ডে একটি চুম্বন করিল।) ওরে অবুঝ ! যা এখন নিশ্চিন্ত মনে ও ঘরে গিয়ে ঘুমো—আমি জেগে থাকি—

ইন্দু। দিদি! তোমার কাছে ওকে রেখে গেলে যে আমি কত নিশ্চিন্ত, তা কি তুমি জানো না ?

(অমলকে কোলে লইয়া যাইতেছিল)

সুলতা। (হঠাৎ ইন্দুর হাত ধরিয়া) না, না, অমলকে রেখে যা, তবু আমার একজন সঙ্গী থাক্‌—আমি একা থাকতে পারব না।

ইন্দু। এই নাও (ঘুমন্ত অমলকে সুলতার কোলে দিল) বাবারে বাবা! এত আধিক্যেতাও তুমি জানো!

[প্রস্থান।

সুলতা। (ঘুমন্ত অমলকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া তার মুখ-চুম্বন করিল, তারপর ধীরে ধীরে তাকে শয্যায় শোওয়াইয়া রাখিল।) ভগবান!

স্নীল। উঃ! ইন্দু! একটু জল দাও—বড্ড পিপাসা—

(সুলতা গিয়া একটু আঙুরের রস দিল)।

জল চাইলে আঙুর-বেদানার রস দাও কেন? আমি যা চাই—আমাকে তাই দাও—

(সুলতা একটু জল দিল)

আলোটা কমিয়ে দাও না—চোখে লাগে।

(আলো কমাইল)

আমার কাছে এসে ব'স—ইন্দু!

(তাহাকে চিনিতে না পারে—সুলতা এইভাবে মুখটা আড়াল করিয়া বসিল)

তোমার ওই ছোট আঙুলগুলি দিয়ে আমার কপালের ওপর একটা গৎ বাজাও না—বেশ লাগে।

(সুলতা তাহাই করিতে লাগিল)

বেশ লাগে—আঃ! ইন্দু বাইরে কোনো স্বর না বেরুলেও—তোমার আঙুলের ওই টিপ্‌গুলি—আমার ভেতরে একটা স্বর জাগিয়ে তোলে। সে স্বর শুন্‌তে শুন্‌তে আমার ঘুম পায়—রোগযন্ত্রণা ভুলে যাই—আঃ—

(ঘুমাইয়া অড়িল)

(সুলতা এবার মুখ ফিরাইয়া সাগ্রহে স্নীলের মুখখানি দেখিতে লাগিল। হঠাৎ ভয় হইল ইন্দু বুঝি আড়ি পাতিয়াছে—জান্‌লাটা বন্ধ করিল—এদিক—ওদিক দেখিল—আবার আসিয়া কাছে বসিল—ঘুমন্ত স্নীলের মুখখানি দেখিতে দেখিতে তাহার নিজের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল। চোখ মুছিল, আবার দেখিল, আবার চোখ মুছিল—এবার ব্যস্ত ভাবে উঠিয়া আসিল, ঘরের একটা দেয়ালে মুখ গুজিয়া—ফোঁপাইয়া ফোঁপাইয়া খুব খানিকটা কাঁদিল।)

সুলতা। ইন্দু! ইন্দু! আমাকে একি করলি—ইন্দু!—না, না, না—

(এবার দুর্ব্বলতা ত্যাগ করিয়া, মুখ-চোখের ভাব বদলাইয়া আবার আসিয়া থারমোমিটার বাহির করিয়া সুনালের জ্বরটা দেখিল—সুনীল অকাতরে ঘুমাইতেছিল।)

(থারমোমিটারটার লইবার সময় সুনীল একটু জাগিল)

সুনীল। ইন্দু! ইন্দু! আমার মাথাটা—

সুলতা। (সুলতা মাথা টিপিতে লাগিল)

সুনীল। আর একটু কাছে এস না—অতদূরে কেন?

(সুলতা পেছন ফিরিয়া একটু কাছে আসিতেই তাহাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করিল) কতদিন—কতদিন পরে—(সুলতা বাহুবেষ্টন ছাড়াইয়া একটু সংযত ভাবে সরিয়া বসিল, সুনীলের মনে যেন কি সন্দেহ হইল—একটু উচু হইয়া হাত বাড়াইয়া—আলোটা একটু বেশী করিল—সুলতাকে দেখিয়া লজ্জিত হইল। একটু সরিয়া কিছুক্ষণ চোখ বুজিয়া রহিল।)

সুনীল। আপনি এখনও জেগে বসে আছেন? ইন্দু বুঝি ঘুমিয়ে পড়েছে?

সুলতা। হঁ্যা।

সুনীল। তাকে একবারটি ডাকুন না?

সুলতা। সে এই মাত্র ঘুমিয়েছে—কি দরকার আমাকেই বলুন না?

সুনীল। ওই জান্‌লাটা খুলে দিন—

(সুলতা জান্‌লা খুলিতেই ভোরের আলো আসিয়া ঘরের মধ্যে পড়িল।)

সুনীল। ভোর হ'য়ে গেছে? আপনি কি তা'হলে সারাটা রাতই জেগে বসে আছেন, ইন্দুর কি অন্যায়! ভারি স্বার্থপর সে!

(একদাগ ওষুধ ঢালিয়া লইয়া)

সুলতা। এই ওষুধটা খেয়ে ফেলুন—

সুনীল। বড্ড তেতো—

সুলতা। তা' ব'লে আর উপায় কি? তেতো আছে ব'লেই তো মিষ্টিকে এত মিষ্টি মনে হয়। তেতো না থাক্‌লে মানুষ বুঝ্‌তেই পারতো না যে মিষ্টতার স্বাদ কত মিষ্টি!

সুনীল। বাঃ ভোর বেলায় তো বেশ হাওয়া দিচ্ছে—আমার একটা অনুরোধ রাখবেন? আপনার সেই গানটা একবার গাইবেন—

সুলতা। কোন্‌টা?

সুনীল। সেই "রুদ্ধ ছিল আমার বাতায়ন!" ওঘরে বসে কাল ভোরে গাইছিলেন আপনি! কি মিষ্টি আপনার গলা—

সুলতা। আগে এই তেতো ওষুধটা খেয়ে ফেলুন—তারপর আমার মিষ্টি গলার কসরৎ হবে এখন—

(সুনীল ওষুধ খাইল)

সুলতা। (হারমোনিয়ামটা লইয়া পার্শ্বে একটা টেবিলের কাছে বসিল)

রুদ্ধ ছিল আমার বাতায়ন—
তাই কি তোমার ভোরে আলো!
ফিরেই গেল গো—
লাগলো না মোর আঁখির পাতে
নিদ্‌ ভাঙাতে জাগলো না কাঁপন।
আগল ছিল আমার দ্বারে,
পাগল বাতাস বারে বারে—
ডাক দিয়ে যে পায়নি সাড়া

কয়নি মোরে গো—
জাগো জাগো এসেছে সে প্রেমের আবাহন।
শুকতারা আর মলিন শশী
অস্তাচলে পড়বে খসি
তখন আমি জাগ্‌বো—
একাই থাকবো বসি গো—
ঊষার আলো আগল খুলে করবো আনয়ন।

(গান অন্তে ভীত ও চমকিত ভাবে ইন্দুর প্রবেশ)

ইন্দু। দিদি! দিদি!

সুলতা। কি কি ইন্দু! ওকি, অমন করছিস্ কেন?

ইন্দু। আমি, আমি, ঘুমিয়েছিলাম—কে যেন ঘরে ঢুকে, আমার পাশে এসে বসেছে—আমার পায়ে হাত দিয়ে ডাক্‌ছে—সুলতা! সুলতা! আমি চম্‌কে উঠিছি। তার গলার স্বরটা যেন—কেমন জড়ানো—তার গায়ে কি বিশ্রী গন্ধ! আমি চোখ বুজে ছুটে এসেছি—আমার বুকটা কাঁপছে—

সুলতা। কে সে? কি করে এলো? সিঁড়ির দরজাটা কি বন্ধ নেই—

ইন্দু। (উঁকি দিয়া) ওই যে টল্‌তে-টল্‌তে এদিকেই আস্‌ছে—

(ইন্দু ছুটিয়া আসিয়া সুনীলকে জড়াইয়া ধরিল)

সুলতা। মাতাল? (অগ্রসর হইয়া মৃণ্ময়কে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল) কীর্ত্তিমান পুরুষ! মদ খেয়ে আজ বোনের বাড়ীতে এসেছ মাতলামি করতে?

ইন্দু। ওকে? দাদা! বেরিয়ে যাও—এ ঘর থেকে, এখুনি বেরিয়ে যাও—

সুনীল। (বিস্মিত ভাবে) ব্যাপার কি মৃণ্ময়?

মৃণ্ময়। (জড়িত কণ্ঠে) তোমার ব্যাপারটাও তো কিছু বুঝ্তে পারছিনে সুনীল! ছেলেমানুষ ইন্দুকে ও ঘরে একা রেখে সুলতাকে—

(সুলতা ইন্দুকে ধরিয়া রাখিয়াছিল সে রাগে থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল)

ইন্দু। দাদা, তুমি আমার কেউ নও—বেরিয়ে যাও—শীগ্‌গীর বেরিয়ে যাও—নইলে আমি আত্মহত্যা করবো—(অমল কাঁদিয়া উঠিল)

সুলতা। ছিঃ ইন্দু! অমন করে চেচাচ্ছিস্ কেন—ও যে এখন মদ খেয়ে বেহুঁস্ হয়েছে—ওর কি কোনো কাণ্ড-জ্ঞান আছে? অমল ভয় পেয়েছে—শীগ্‌গীর ওকে কোলে নে—

(ইন্দু অমলকে কোলে লইয়া শান্ত হইয়া বসিল)

মৃণ্ময়। শোনো সুনীল! সুলতার ঘরে ইন্দুকে রেখে, তুমি আজ আমার সঙ্গে অতি কুৎসিৎ একটা রসিকতা করেছ। সম্পর্কে 'শালা' হওয়াটা accident ছাড়া আর কিছুই নয়—আমি তোমার শালা না হ'য়ে তুমি আমার শালা হতেও তো পারতে—হা হা হা—

সুলতা। প্রভু! আজ আবার দয়া করে আমার কাছেই বা এসেছেন কেন? কি দরকার?

মৃণ্ময়। আমি কোনো অসদভিপ্রায়ে আসিনি সুলতা! তুমিই একদিন আমায় বলেছিলে—আমি যদি সুবুদ্ধি নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করি—তা' হলে, তুমি আমায় কিছু অর্থ-সাহায্য করতেও পার—মনে পড়ে?

সুলতা। হ্যাঁ, তাই বুঝি আমার কাছে টাকা চাইতে এসেছেন? আপনার বুদ্ধির কবাট খুলে গেছে—মদের নেশায়?

মৃণ্ময়। (সুরে)

যাব আমি রেস্ খেলিতে—
হবে কিছু টাকা দিতে !
ফিরে যখন আস্‌বো জিতে
বল্‌বে সবাই ভাল ছেলে !

ইন্দু। বেরিয়ে যাও বল্‌ছি—

মৃণ্ময়। (সুরে)

মিছেই কেন চটিস্ তোরা ?
ধরবো এবার ভাল ঘোড়া
ফিরবো নিয়ে টাকার তোড়া,
মাত্র একশো টাকা পেলে।

(সুলতা ও সুনীল খুব হাসিতেছিল)

ইন্দু। তোমরা হাস্‌ছ ? আমি যে আর সহ্য করতে পারছি নে—শীগ্‌গীর ওকে বিদেই করে দাও দিদি—

মৃণ্ময়। আমায় শ'খানেক টাকা দে না ইন্দু ! আমি এখুনি চলে যাচ্ছি—

ইন্দু। (বিরক্তভাবে কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের গলার হারটা ছিঁড়িয়া মৃণ্ময়ের পায়ে ফেলিয়া মারিল—মৃণ্ময় তাহা লইয়া গান গাহিতে গাহিতে চলিয়া গেল।)

সুলতা। কি করলি ইন্দু। একটা মাতালকে হারছড়া দিয়ে দিলি ?

ইন্দু। কি করবো—তোমরা ওকে তাড়িয়ে দিলে না কেন ? ওকে দেখ্‌লে যে ঘৃণায় আর লজ্জায় আমার সর্ব্বাঙ্গ জলে যায়—চিৎকার করে

কাঁদতে ইচ্ছে করে—ও আর কিছুক্ষণ এখানে থাকলে আমি, আমি আত্মহত্যা করতাম! [প্রস্থান।

সুনীল। আমি একটুও বিস্মিত হই নি। একটা সামান্য অপরাধে ইন্দুর বাবা আমাকে কি অপমানটাই না করেছেন। উঃ! তবু ইন্দুর মুখ চেয়ে আমি সব সহ্য করিছি। কিন্তু মৃণ্ময় আজ তার বাবার শাসনের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে—

সুলতা। আপনার অপরাধটা কি খুবই সামান্য সুনীলবাবু!

সুনীল। নিশ্চয়ই।

সুলতা। এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা কি অমার্জ্জনীয় অপরাধ নয়?

সুনীল। আপনি সব কথা জানেন না, সুতরাং সে বিষয়ে আপনার সঙ্গে আলোচনা করে কোনো লাভ নেই। আপনি এখন আসুন তা' হলে—ইন্দুকেই এ ঘরে পাঠিয়ে দিন। সারা রাত জেগে আপনার খুব কষ্ট হয়েছে—আপনি একটু বিশ্রাম করুন গে—

সুলতা। (হাসিয়া) আমি তো আপনার শুশ্রূষাকারিণী—আমার আবার দুঃখকষ্ট কি সুনীলবাবু? আমি যে স্বাধীনভাবেই জীবিকা নির্ব্বাহ করি। নিজের পরিশ্রমের বিনিময়ে অর্থোপার্জ্জন করা যে কত সুখের তা'কি আপনি জানেন না? আজকালকার মেয়েরা যে তাই চায়।

সুনীল। সত্যিই কি তাই চায়?

সুলতা। কেন চাইবে না, বলুন। পুরুষের গলগ্রহ হয় বলেই তো নারীর দুঃখ-কষ্টের অবধি নেই—পরমুখাপেক্ষীর মনে তো কোনো শান্তি থাকতেই পারে না।

সুনীল। আপনি কি বলতে চান—ইন্দুর চেয়েও আপনার সুখ-শান্তি খুব বেশী? ইন্দু তার পরিশ্রমের বিনিময়ে পায়—আমার প্রাণ, আমার

অকৃত্রিম ভালবাসা। আর আপনি পান দুটো টাকা! আমার টাকার চেয়ে আমার প্রাণটা অনেক বড় জিনিষ! নারীকে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাবে শ্রমিক গড়ে তুল্‌বার পক্ষপাতী আমি নই।

সুলতা। নারীজাতির দুর্গতির মূলে যে পুরুষের কাছে তাদের এই অর্থনৈতিক অধীনতা-স্বীকার, একথাটা কি আপনি বিশ্বাস করেন না?

সুনীল। কখ্‌খনো না। দুটো টাকার জন্যে ইন্দু আমার অধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হয় বটে—কিন্তু ইন্দুর একটা সস্নেহ দৃষ্টি বা একটু সহানুভূতির হাসি আমাকে বাধ্য করে—তার বশ্যতা স্বীকার করতে'—বাইরের চাপে নয়—অন্তরের আগ্রহে। নারীর কাছে পুরুষের অধীনতাও তো এ হিসাবে খুব কম নয়!

সুলতা। (হাসিল)

সুনীল। হাস্‌বেন না, শুনুন। আজ আমার একটা ঘটনা মনে পড়্‌ছে। অনেকদিনের কথা—একটি তরুণী ভদ্রমহিলা একদিন একট লাইট-পোষ্টের ধারে দাঁড়িয়ে বৃষ্টিতে ভিজ্‌ছিলেন। কারণ, জিজ্ঞাসা করে জান্‌লাম—তিনি শীগ্‌গীর একটা ট্যাক্সি চান।

সুলতা। তারপর?

সুনীল। আমি আমার ছাতাটা তাঁর হাতে দিয়ে ষ্ট্যাণ্ড্‌ থেকে একটা ট্যাক্সি ডেকে আন্‌লাম। ট্যাক্সিতে উঠ্‌বার সময় তিনি আমাকে কৃতজ্ঞতা ও সাধুবাদ জানালেন—আমি অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলাম।

সুলতা। (হাসিয়া) তাই নাকি? তারপর?

সুনীল। হাস্‌বেন না, আচ্ছা এখন আপনি বলুন তো—তিনি যদি আমাকে চারগণ্ডা পয়সা দিয়ে বল্‌তেন এই নিন্‌ আপনার পারিশ্রমিক—তা'হলে কি আমি বেশী সুখী হতাম?

সুলতা। ও—তা'হলে ইন্দুর শিক্ষয়িত্রী বা আপনার শুশ্রূষাকারিণী

হিসাবে আমি যে একটা মাইনের দাবী করি এটা আমার খুব অন্যায় ? কিন্তু আমার যে কি ক'রে চল্‌বে, তাতো আপনি বল্‌ছেন না ? আমার স্বামী নেই, পুত্র নেই, সহায় নেই, সম্পদ নেই—

সুনীল। না, না, আপনি সে কথা মনে করবেন না। সত্যিই আমি আপনাকে লক্ষ্য ক'রে কিছুই বলিনি। আমার বক্তব্য হচ্ছে—মানুষ যতই শুভঙ্করের আর্য্যার ভেতর তার দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে টেনে নিচ্ছে —এবং স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিগুলিকে বিনিময়ের বাজারে ফেলে মূল্য নিরূপণ করছে—ততই তার দুঃখ ও দারিদ্র বেড়ে যাচ্ছে !

সুলতা। কিন্তু আমার উপায় কি ? সে কথাটা তো বল্‌লেন না ? আমি কি করবো—তা' বলুন।

সুনীল। সত্যই যদি আপনি একজন বালবিধবা হন—তা'হলে আপনার উচিত পুনরায় বিবাহিত হওয়া। নিজের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিজের হাতে রেখে—আপনি আর যা-ই হ'ন, সুখী হতে পারবেন না— এটা আমার বিশ্বাস। নারীকে আমি পুরুষের পাশেই দেখ্‌তে চাই। তার পৃথক অস্তিত্ব কল্পনা কর্‌লে আমার মন অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে ওঠে।

সুলতা। কিন্তু, আমি যদি আমার স্বর্গীয় স্বামীকে ভুল্‌তে না পারি— তা'হলে আমার উপায় কি ?

সুনীল। আপনি বিধবা হয়েছেন কতদিন ?

সুলতা। বহুদিন। (চোখ মুছিল)

সুনীল। তবু তাঁকে ভুলতে পারেন নি ?

সুলতা। না।

সুনীল। তিনি আপনাকে খুব ভালবাস্‌তেন বুঝি ?

সুলতা। মোটেই না— (হাসিল)

সুনীল। তবে ?

সুলতা। ওই খানেই তো আমার একটা মস্ত ভুল হয়ে গেছে ! দেনা-পাওনার হিসাব খতিয়ে যদি ভালবাস্‌তে পারতাম তা'হলে আজ আমার এত লোকসান হ'ত না। বিবাহিতের জীবনে যে গণিতশাস্ত্রের হিসাবকে আপনি এত নিন্দা করলেন—সে দিকে দৃষ্টি ছিল না বলেই তো আমি আজ বেজায় ঠ'কে গেছি।

সুনীল। এ অবস্থায় আপনার পুনরায় বিবাহ হওয়াই উচিত—

সুলতা। আমার স্বর্গীয় স্বামীকে ভুল্‌তে না পারলেও ? কী আশ্চর্য্য !

সুনীল। ভুল্‌তে চেষ্টা করুন।

সুলতা। (হাসিয়া) সুনীল বাবু ! এবার আপনিও যে এলেন সেই সূক্ষ্ম গণিতশাস্ত্রের গণ্ডীতে ? বল্‌তে পারেন, আমি তাকে কেন ভুল্‌বো ? যেহেতু তিনি আমাকে বঞ্চিত করেছেন—এই তো ? কোথায় রইলো আপনার হৃদয়বৃত্তির সে স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস ?

সুনীল। না, না, বুঝে দেখুন—

সুলতা। খুব বুঝে দেখিছি। আপনারা যে কত স্বার্থপর, তা' বুঝ্‌তে আমার একটুও ভুল হয়নি। আপনাদের ভালবাসার অর্থ—দুধের জন্য গরুকে ভালবাসা ! মাংসের জন্য ছাগশিশুকে ভালবাসা ! নারী জগতে আজ এই বিক্ষোভের মূলে রয়েছে—আপনাদেরই স্বার্থপরতা আর স্বেচ্ছাচার ! নারী আজ কেন পুরুষের সকল অধিকার দাবী করছে তা' জানেন ? পুরুষের অত্যাচার অবিচারই হচ্ছে—তার একমাত্র কারণ !

সুনীল। আপনি ভুল বুঝেছেন—

সুলতা। কখ্‌খনো না। সত্যিই যদি ভুল বুঝে থাকি, তা'হলে বলুন —আমি কি করবো ? আমি আমার স্বর্গীয় স্বামীকে ভুলে পত্যন্তর গ্রহণ করতে পারবো না—বলুন, এ অবস্থায় আমার উপায় কি ?

সুনীল। আপনার এ প্রশ্নের একটা জবাব আপনাকে আমি দিতে পারি—কিন্তু সে বড় অপ্রিয় হবে—

সুলতা। কি? বলুন না?

সুনীল। না না—এ প্রসঙ্গটা এখন এই পর্য্যন্তই থাক্। আপনি ইন্দুকে একবারটি ডেকে দিন—আমার প্রয়োজন আছে।

সুলতা। আপনি তো বল্‌তে চান—তবু আমি বেঁচে থাকি কেন? শুন্‌বেন, কেন বেঁচে থাকি? আমি সহমৃতা হ'তে চাই,—আমি একা কেন মরবো? আমি চাই আমার স্বামীর সঙ্গে সহমরণ—সহমরণ—

[বস্ত্রাঞ্চলে চোখ ঢাকিয়া প্রস্থান।

সুনীল। বহুদিন যার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে, তার আবার সহমরণ কি? ইন্দু! ইন্দু!

(হাসিতে হাসিতে ইন্দুর প্রবেশ)

সুনীল। সত্যি বলো ইন্দু! তোমার এই দিদিটি কে?

ইন্দু। কে? বল্‌বো? (খুব হাসিল) শোনো বল্‌ছি—দিদিটি হচ্ছে আমার বাবার শালীর ভগ্নিপতির মেয়ে। আমার মাসী কিন্তু একটি ছাড়া দুটি নেই। অতএব বুঝে দেখো—আমার দিদি হচ্ছে, আমার দিদি!

সুনীল। ইন্দু!

ইন্দু। অমন ক'রে চোখ রাঙাচ্ছ কেন? মারবে নাকি? আর কি তুমি আমার সঙ্গে পার? আমি যখন ছোট ছিলাম, তুমি আমাকে যখন-তখন কিল মেরে পালিয়ে যেতে। আজ যদি আমিও তোমাকে ঠিক তেম্‌নি একটি কিল মেরে পালিয়ে যাই—তুমি কি করতে পার আমার? মারবো একটা কিল—মার্‌বো?

(আদর করিয়া একটা কিল মারিল।)

সুনীল। ইন্দু! আমার মাথা ঘুরছে, শরীর অবসন্ন বোধ হচ্ছে—উঃ।

ইন্দু। ওমা! একি হ'ল? আমি তো জোরে মারিনি? (কাঁদিয়া উঠিল) দিদি, দিদি!

(ব্যস্তভাবে সুলতার প্রবেশ)

সুলতা। কি ইন্দু?

ইন্দু। ওই দেখো উনি কেমন ক'রছেন। ওঁর শরীর নাকি ভারি অবসন্ন বোধ হচ্ছে—

সুলতা। কেন?

ইন্দু। আমি আদর করে খুব আস্তে একটা কিল মেরেছিলাম—

সুলতা। (হাসিল) তাই নাকি?

সুনীল। ইন্দু! একটু জল দাও—　　(ইন্দু জল দিল)

সুনীল। আঃ।

ইন্দু। (অত্যন্ত রাগিয়া) দিদি, তুমি কেন এঘর ছেড়ে চলে যাও? আমি কতদিন তোমাকে নিষেধ করিছি—তবুও তুমি শুনবে না? তোমরা সবাই মিলে আমাকে কেবল ভয় দেবে, আর কাঁদাবে।

(কাঁদিতে লাগিল—সুলতা সুনীলকে পাখা করিতেছিল।)

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কলিকাতার কোনো গৃহস্থ পল্লীতে পতিতালয়।

কাল—রাত্রি বারোটা।

দৃশ্য। একটি পতিতা—নাম মানিনী। আয়নার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছিল—মেজের ফরাসে বায়াতবলা হারমোনিয়াম ও মদের গ্লাস। মৃণ্ময় মদ খাইতেছিল—

মৃণ্ময়। মানু! আর একটা গান গাও—

মানী। তুমি এখুনি এখান থেকে চলে যাও বল্‌ছি—নইলে মা কিন্তু বেজায় বক্‌বে!

মৃণ্ময়। তা' বকুক্—পায় পড়ি—আর একটা গান গাও—

মানী। তোর কপালে আজ অনেক দুঃখ আছে—

মৃণ্ময়। মাত্তর আর একটা গান—

মানী। তারপর যাবে?

মৃণ্ময়। যাবো—

মানী। (গাহিল)

কেন চেয়ে চেয়ে চ'লে গেলে—
ব'লে গেলে না?
যেন হারায়ে ফেলেছ কথা,
খুঁজে পেলে না।
নত দু'টি আঁখি-তটে সরম লেগে
দেখেছি যে বারি-রেখা উঠেছে জেগে!

আমি আঁচলে মুছাব, কেন
ফিরে এলে না ?
যে কথা কহিতে লাজে উঠেছ ঘামি'
জানি জানি জানি, সখা, জানি তা' আমি !
ওগো, আঁখিতে যে কথা মেলে—
সুরে মেলে না।

মৃণ্ময়। মানু, তুমি আমায় পাগল করেছ না, না, আমি কিছুতেই যাবনা, সারারাত তুমি গাইবে, আমি শুন্‌বো।

মানী। আর আমার মা তোমায় ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌বে—

মৃণ্ময়। আচ্ছা, তা' হলে তোমার মাকেই ডাকো—তার ঝাঁটার পালাটা আগেই শেষ হোক্—তারপর সারা রাত্তির তোমার নাচ আর গান।

(মদ্যপান)

মানী। পাগ্‌লামো ক'রো না—যাও, এখন এখান থেকে সরে পড়—

মৃণ্ময়। কেন ওরকম কর্‌ছ মানু! আজ আমি খুব গরীব, কিন্তু কাল তো খুব বড়লোক হব। কত টাকার যে মালিক হব—সে কথা তো বুঝিয়েই বলিছি তোমায় !

মানী। তোমার বাপ মরে গেলে তবে তো ?

মৃণ্ময়। না ম'র্‌লে এখন আমি টাকা পাচ্ছি কোথায় ? এ সামান্য কথাটা বুঝতে পার না ?

মানী। কালকের হার ছড়াটা কোথায় পেলে ?

মৃণ্ময়। আমার বোন ইন্দু দিয়েছে।

মানী। আর টাকা পাঁচটা ?

মৃণ্ময়। ট্রামে এক ভদ্রলোকের পকেট মেরেছিলাম—

মানী। ছিঃ, তুমি পকেট্ মার।

মৃণ্ময়। (হাসিয়া) পকেট তো দূরের কথা মানু, তোমার জন্যে মানুষও মারতে পারি। পয়সার খোঁজে আমি সে চেষ্টাও যে না কর্‌ছি—তা'তো নয়? এই দেখো—

(একখানা ছোরা দেখাইল)

মানী। ওরে বাবা, আমার ভয় করে —আমি মাকে ডাকি—মা—মা

(যাইতেছিল)

মৃণ্ময়। (হঠাৎ হাতখানা চাপিয়া ধরিল) চুপ্—শোনো মানু! তোমার জন্যে আমি শুধু পরের বুকেই ছুরি বসাতে পারি না—নিজের বুকেও পারি—দেখতে চাও? দেখবে?

মানী। আমার হাত ছাড়ো।

মৃণ্ময়। তোমরা এত প্রাণহীন কেন? (কাঁদিয়া) আজ তিনদিন আমার পেটে একমুঠো ভাত নেই। কাল পকেট মেরে যে পাঁচটা টাকা পেয়েছিলাম—তাও তোমায় দিইছি, একটা পয়সাও দাঁতে কাটিনি। খিদেয় গা-হাত-পা কাঁপ্‌ছে। তবু আমি অন্ন চাই না। আমি শুধু তোমায় চাই, তোমায় চাই। ওকি! তোমার চোখ দুটো যে ছল্‌ছল্ করছে—তা'হলে, তোমার প্রাণ আছে? তাই বল—নাঃ! তা' হলে আর হ'ল না—

(ছোরা খানা নাড়িয়া চাড়িয়া লুকাইয়া রাখিল)

মানী। (চোখ মুছিয়া) শোনো, তোমাকে একটা কথা বলি। সত্যিই আমাদের প্রাণ নেই। তবে যে আমার চোখে আজ জল দেখলে, সে কিছুই নয়। মুছ্‌লেই আর থাকে না। মিছিমিছি কেন বিপাকে পড়বে? ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। তোমার যে অবস্থা, তা'তে, হয় তুমি মরবে—না হয় আমাকে মার্‌বে—

মৃণ্ময়। কিন্তু, তোমার অবস্থাটা কি আমায় বলতো—

মানী। আমার অবস্থার কথা শুন্‌বে? সত্যিই বল্‌বো? বিশ্বাস করবে? শোন তা'হলে—আমি তোমাকেও ঘৃণা করি, তোমার পয়সাকেও ঘৃণা করি, আমার মাকেও ঘৃণা করি—আমার রূপ-যৌবনকেও ঘৃণা করি। এ দুনিয়ায় শিখেছি শুধু ঘৃণা কর্‌তে—ভালবাস্‌তে তো শিখিনি!

(কাঁদিয়া ফেলিল)

মৃণ্ময়। তা' হলে কাঁদ্‌ছ কেন মানু?

মানী। যাও, যাও, আমাকে আর কাঁদিয়ো না। আমিও একদিন তোমারই মতো ভালবাস্‌তে জান্‌তুম। তোমারি মতো একজনকে ভালও বেসেছিলাম—প্রাণ দিয়ে। কত অনাহারে আর অনিদ্রায় দিন কেটেছে—চোখের জলে বুক ভেসেছে—

মৃণ্ময়। তারপর?

মানী। সেও ছিল তোমারই মত নিঃসম্বল, পথের ভিখারী—(কাঁদিল)

মৃণ্ময়। বাঃ বাঃ, বেশ উপখ্যান তো! বল বল তারপর?

মানী। তারপর আর কি? আমার মা চায় পয়সা—আমি চাই তাকে। মাঝখানে পড়ে সে বেচারা মারা গেল বিষ খেয়ে!

মৃণ্ময়। তাই নাকি? আচ্ছা, তা' হলে এক কাজ ক'রে যাই—তোমার মাকেই খুন করি। আমার ফাঁসি হয় হোক—তবু তোমাকে মুক্তি দিয়ে যাই—কি বল?

মানী। রক্ষে কর—আর আমাকে জ্বালিয়ো না। তিন দিন কিছু খাওনি—লক্ষ্মীটি আমার! কিছু খাবার আনিয়ে দি'—খেয়ে দেয়ে, ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও—

মৃণ্ময়। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিল) আচ্ছা, তা'হলে তাই যাই—তোমার

কথাই থাক্। (মদ্যপান) কিন্তু মানু, আর একটা—মাত্র আর একটা গান !

মানী। (গাহিল)

আজ্‌কে তারে বল্‌বো আমি
আর যেন সে গান গাহে না
সব চালাকি সব ফাঁকি তার,—
গান দিয়ে প্রাণ যায় না চেনা !
ছল্ চাতুরি অঙ্গ ছাওয়া,
দাদ্‌রা তালে গজল গাওয়া,
গান-পাগলে টান্‌বে কোলে—
সুদ-আস্‌লে থাক্‌বে দেনা।
পড়বো না আর সুরের মোহে
চিন্‌বো তোমায় আজ্‌কে ওহে !
মূর্চ্ছনা আর গমক্ বাহার—
কান চাহে মোর প্রাণ চাহে না।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ—এই রঙ্গিনীই স্নলতার গৃহত্যাগিনী মা)

রঙ্গিনী। মানী ! তুই এখনো ওকে ঘরে রেখেছিস্ ?

মৃণ্ময়। মানী রাখে নি, আমি নিজেই আছি।

রঙ্গিনী। বেরিয়ে যা বল্‌ছি—নইলে ঝেঁটিয়ে বিষ ঝাড়্‌বো —

মৃণ্ময়। সে প্রয়োজন হবে না। আমি নিজেই যাচ্ছি। তবে যাবার আগে তোমার কাছে একটা শেষ কথা জান্‌তে চাই।

রঙ্গিনী। শেষ-কথা আবার কি ?

মৃণ্ময়। কি হ'লে তুমি মানীকে মুক্তি দাও ?

রঙ্গিনী। তার মানে ?

মৃণ্ময়। মানী তো তোমার নিজের মেয়ে নয়—তাই তার সুখ-দুঃখ তুমি বোঝ না—

রঙ্গিনী। কে বল্‌লে ?

মানী। না, না, না—আমি তো এমন কথা মুখেও আনিনি মা ! কে তোমাকে বল্‌লে যে—আমার মা, আমার মা নয় ?

মৃণ্ময়। কেউ বলেনি—আমি নিজেই বল্‌ছি—

রঙ্গিনী। মানী আমার ঝাঁটা-গাছটা আন্‌তো ! দাঁড়িয়ে রইলি কেন, মা—

মৃণ্ময়। তোমার ঝাঁটা অনেক সহ্য করেছি—কিন্তু আজ আর করবো না—ঝাঁটার জবাব দেবে আমার এই বাঁকা ছুরি—

রঙ্গিনী। (স্বগত হাসিয়া) তোমার হাতে আজ ছুরিও উঠেছে মৃণ্ময় ! আমার এতদিনের ঝাঁটা তা'হলে সার্থক হয়েছে ! বেশ !

মৃণ্ময়। বলো—মানীকে তুমি মুক্তি দেবে কি না ?

রঙ্গিনী। মানীকে আমি তোমার হাতে একেবারেই স'পে দেব। কিন্তু তার আগে আমি জান্‌তে চাই, তুমি কি চিরদিন তাকে ভরণ-পোষণ করতে পারবে ?

মৃণ্ময়। কেন পারবো না ? তুমিত জান—আমার বাবার মৃত্যুর পর-মুহূর্ত্তেই আমি লাখোপতি !

রঙ্গিনী। ভুল বুঝে ব'সে আছ। তুমি তো আর কোনো খোঁজ রাখো না ! তোমার বাবা তাঁর যথাসর্ব্বস্ব দান করবেন—তাঁর মেয়েকে।

মৃণ্ময়। কে বল্‌লে ?

রঙ্গিনী। আমার মানীর ভবিষ্যৎ চিন্তা ক'রে আমি তো নিশ্চিন্ত নেই,—রোজই তোমার বাবার খোঁজ রাখছি। চুপ করে রইলে যে—

মৃণ্ময়। হ্যাঁ, বিশ্বাস করি—বাবা একাজ করতে পারেন।

রঙ্গিনী। তবে? (হাসিলেন) কিগো এই যে বলছিলে—মানী আমার মেয়ে নয়—তার সুখ-দুঃখ আমি বুঝি না, বোঝো তুমি। তুমি তার অতিবড় অন্তরঙ্গ! এখন তোমার কি বল্‌বার আছে—বলো। শোন্ মানী, তুইও শোন্—

মৃণ্ময়। নাঃ, আমার আর কিছু বলবার নেই। আমি আত্মহত্যাই করবো—

রঙ্গিনী। ছিঃ তা' কেন করবে? আমি তো তোমাকে ভাল কথাই বল্‌ছি বাছা! লক্ষ্মী-ছেলেটির মতো সুবুদ্ধি নিয়ে ঘরে ফিরে যাও—বে'থা ক'রে সুখী হও। বিয়ের বৌ—একবেলা খেয়ে আর একবেলা না-খেয়েও তোমার ঘর নিকোবে, বাসন মাজ্‌বে, বাটনা বাটবে, কুটনো কুটবে—এমন কি ছেঁড়া ন্যাকড়া প'রেও লজ্জা নিবারণ করবে। কিন্তু আমার মানী তো তা' পারবে না!

মানী। কেন পারবো না মা! আমিও যদি তা' পারি? আমারও যদি ইচ্ছে হয়—

রঙ্গিনী। চুপ্। তুই তা' পারলেও, সমাজে তোর ঠাঁই আস্তাকুঁড়ে! মৃণ্ময় যদি সারাটা জীবন মদের বোতলে মুখ দিয়েই তোর দরজাতে পড়ে থাকে—তবু সে সমাজপতি! তার মেয়ের বিয়ে হবে—কিন্তু তোর মেয়ের বিয়ে হবে না। সমাজের চোখে পুরুষের সহস্র অপরাধেরও মার্জ্জনা আছে—কিন্তু নারীর একটিরও মার্জ্জনা নেই।

(সুলতার প্রবেশ)

সুলতা। সেই কারণেই তো নারীত্বের গৌরব এত বেশী! নারী যে

মা,—সে যে গর্ভধারণ করে—তাই সমাজ তার কাছে চায় এমন পবিত্রতা, যার তুলনা এ জগতে আর কোনো ক্ষেত্রেই নেই! তাই নারীর কাছে সমাজের দাবীও এত বেশী, আর তার শাসনও এত কঠোর!

রঙ্গিনী। পোড়ারমুখী! তুই কেন আমাকে অমন করে' জ্বালাতে আসিস্? কে তোকে ডাকে?

সুলতা। কেউ ডাকে না। তবু আমি মাঝে মাঝে তোমার কাছে কেন ছুটে আসি—শুনবে? সমাজের অবিচারের বিরুদ্ধে তুমি যতখানি বিদ্রোহী হ'য়ে উঠেছ—কেন তোমার নিজের হীনতা ও নীচতার দিকে চেয়ে ঠিক ততখানি লজ্জিত হয়ে প'ড়ছ না? তোমার মনে একটুও ঘৃণা হয় না?

রঙ্গিনী। না, না, আমি তোর কোনো কথা শুন্‌বো না—আমি ক্ষমা করবো না—আমি প্রতিশোধ চাই—আমি প্রতিশোধ চাই—

মানা। ও কে মা? ওকে তো আমি মাঝে মাঝে দেখতে পাই—ঝড়ের মতো এসে, তোমাকে খানিকটা গালাগালি করে' আবার ঝড়ের মতোই পালিয়ে যায়। ও কে?

রঙ্গিনী। ও আমার কেউ নয়—ও আমার কেউ নয়!

[প্রস্থান।

সুলতা। ফিরে চলো মৃণ্ময়! পতনের শেষ-ধাপে এসে পা দিয়েছ—আর কেন? ফিরে চলো।

মানা। কে তুমি? ওকে আবার কেন ডাক্‌ছ?

সুলতা। আমার পরিচয় চাও? শোন, আমি পতিতার মেয়ে—আর তুমি নিজেই পতিতা। তোমাতে-আমাতে মাত্র এইটুকুই তফাৎ। মৃণ্ময়, যাবে কি না বলো, দেরি কর' না।

(ক্রুদ্ধভাবে রঙ্গিনীর প্রবেশ)

রঙ্গিনী। না, মৃণ্ময় যাবে না। তুই শীগ্‌গীর এখান থেকে বেরিয়ে যা বল্‌ছি। শোনো মৃণ্ময়! তুমি একটা পথের ভিখারী হলেও এই মানীকে আমি তোমার হাতেই সমর্পণ কর্‌বো। শুধু যদি তুমি একটা প্রতিজ্ঞা কর্‌তে পার।

মৃণ্ময়। কি?

রঙ্গিনী। তুমি চিরদিন এখানেই থাকবে—আর নির্ব্বিচারে আমি যা বল্‌ব, তাই কর্‌বে।

সুলতা। প্রতিজ্ঞা করবার পূর্ব্বে আমার একটা কথা শোন মৃণ্ময়! এখনো যদি তুমি তোমার বাবার কাছে ফিরে না যাও—তা'হলে তোমার পৈত্রিক যা-কিছু, সব থেকেই তুমি বঞ্চিত হবে।

মৃণ্ময়। তা' হই হব—তবু আমি মানীকে চাই। (রঙ্গিনীর পা ধরিয়া) তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা কচ্ছি—আমি চিরদিনই এখানে থেকে নির্ব্বিচারে তোমার আজ্ঞা পালন কর্‌বো।

সুলতা। উঃ কী ভয়ানক!

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কলিকাতায় সুনীলের বাড়ী।

কাল—অপরাহ্ন।

দৃশ্য—ইন্দুর কক্ষ—অতি সাদাসিদে দরিদ্রভাবের। মেজেয় বসিয়া ইন্দু একটা ব্লাউজের উপর সূচের কাজ করিতেছিল। পিছনে অমল তাহার সূতার বাক্সটা উল্টাইয়া সমস্ত সূতাগুলি তাল পাকাইয়া ও ছড়াইয়া নষ্ট করিতেছিল।

ইন্দু। (হঠাৎ দেখিয়া) আ-হা, করেছিস্ কি? ওরে দস্যু ছেলে, তোর সঙ্গে তো আর পেরে উঠিনে আমি—

(মারিয়া সূতা কাড়িয়া লইল, অমল নিঃশব্দে কাঁদিতে লাগিল।)

আঃ দিদি যে কোথায় গেল!

(সুনীলের প্রবেশ)

সুনীল। তোমার দিদি তো চিরদিন এখানে থাক্‌বে না ইন্দু!

ইন্দু। কেন থাক্‌বে না, নিশ্চয়ই থাক্‌বে।

সুনীল। (হাসিয়া) আজিই যে বিদায় নিচ্ছেন—

ইন্দু। (বিস্মিতভাবে) কে বল্‌লে?

সুনীল। আজ সকালেই আমার সঙ্গে কথা হ'য়ে গেছে। আমি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়েছি কিনা, তাই তিনি চলে যেতে চান।

ইন্দু। সত্যি ব'লছ ?

সুনীল। তুমি তো আর আদালত নও, যে তোমার কাছে হলপ ক'রে মিথ্যা কথা বলতেই হবে ? ওকি, চোখে জল ? আচ্ছা ইন্দু ! এই দিদিটি তোমার কে ?

ইন্দু। জানিনে, যাও আমাকে বিরক্ত ক'র না।

সুনীল। পরিচয়টা তো দাও শিক্ষয়িত্রী বলে'—কিন্তু আমরাও তো ইস্কুলে শিক্ষকতা করি—কই, ছাত্রদের সঙ্গে তো এত ঘনিষ্ঠতা জন্মায় না আমাদের !

ইন্দু। ব'কো না। (অত্যন্ত রাগিয়া) বলি, সে কি আমার সঙ্গে একবার দেখা না করেই চলে যাবে ?

সুনীল। বাঃ, আমার ওপর চট্‌ছ কেন ? তিনি যদি দেখা না করেই চ'লে যান্—তবে সে অপরাধটা কি হবে আমার ?

ইন্দু। (হঠাৎ অমলকে মারিয়া) পাজি ! আবার আমার সুতোগুলো নাড়্‌ছিস্ ?

(অমল এবার চীৎকার করিয়া কাঁদিল)

সুনীল। আঃ ছেলেটাকে অত মার্‌ছ কেন ?

ইন্দু। (কাঁদিয়া) তুমি তো এখন সুস্থ হয়েছ। দাও না তা'হলে আমাকেও পাঠিয়ে দাও বাবার কাছে।

সুনীল। (হাসিয়া) কেন ? দিদির বিরহটা কি এতই অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌বে ইন্দু ?

ইন্দু। তুমি তো সারাদিন ইস্কুলে থাক্‌বে—কিন্তু আমি কি করবো ? ও দুরন্ত ছেলেকে আমি যে সাম্‌লাইতেই পারিনে !

সুনীল। তুমি এখানে এসেছিলে—তোমার সেই দিদির সঙ্গে—আবার যেতেও চাচ্ছ তাঁরই সঙ্গে—অতএব এ বিষয়ে আমার কোন মতা-

মতের অপেক্ষা তো তুমি রাখো না। কিন্তু বুঝ্‌তে পারছি না, যে এ দিদিটি তোমার এত অন্তরঙ্গ কেন?

ইন্দু। কেন তা' জানো না? কে তার শরীরের রক্ত দিয়েছিল, তোমাকে ইন্‌জেক্‌শান ক'রে বাঁচাতে?

সুনীল। তা' জানি।

ইন্দু। লজ্জা ও ঘৃণার অতীত হয়ে কে তোমাকে দিবারাত্রি সেবা করেছিল?

সুনীল। জানি, সেও তোমার ওই দিদি!

ইন্দু। তবে?

সুনীল। তবে আবার কি? সেই কথাটাই তো আমার জানা নেই যে, কেন তিনি এত করেছেন? তোমার সিঁথির সিঁদুর বজায় রাখবার জন্যে একটা নিঃসম্পর্কিতা বিধবা মেয়ের এত আগ্রহ কেন?

ইন্দু। কে বিধবা? আমার দিদি? (হাসিলেন)

সুনীল। বিধবা নয়? কিন্তু সিঁথিতে তো সিঁদুর নেই—

ইন্দু। যাক্ সে কথা। আমার দিদির বিষয় নিয়ে তোমার অত মাথা ঘামাবার প্রয়োজন কি?

সুনীল। প্রয়োজন একটু হয়েছে। আমি তাঁর কাছে কিছু দেনদার হয়ে পড়েছি যে। তোমার শিক্ষয়িত্রী হিসাবে—পুরো একটি মাসের মাইনে পাওনা হয়েছে তাঁর।

ইন্দু। সে তো আমার বাবা দিচ্ছেন।

সুনীল। তবুও সেই রোগ-শয্যায় তিনি আমাকে যেরূপ সেবা ও শুশ্রূষা করেছেন, তা'তে তাঁকে কিছু না দিলে নেহাৎ ভালো দেখায় না।

ইন্দু। কি দিতে চাও তুমি?

সুনীল। আমি দেব? তোমার শিক্ষয়িত্রী,—যাবার বেলায় তুমি

তাকে একখানা ভাল কাপড় আর গোটা দুই টাকা দিয়ে প্রণাম করলেই হবে।

ইন্দু। ছিঃ

সুনীল। কেন?

ইন্দু। অত্যন্ত অপমান করা হবে—

সুনীল। অভাবগ্রস্ত ব'লেই তো চাকরী ক'রতে বেরিয়েছেন?

ইন্দু। না, তার কোন অভাব নেই।

সুনীল। নিশ্চয়ই আছে।

ইন্দু। আমি বল্‌ছি, নেই।

সুনীল। তা না থাক্‌লে কোনো স্ত্রীলোক অপরিচিতের কাছে এসে দাঁড়ায় না।

ইন্দু। যদি থাকেই—তোমার দুটো টাকা আর একখানা কাপড়ে—তার সে অভাব দূর করবে না।

সুনীল। কিছু সাহায্য করা হবে তো?

ইন্দু। থাক্ থাক্—তুমি যে কত বড় দাতা, তা তিনি জানেন।

(সুলতার প্রবেশ)

এই যে দিদি! তুমি নাকি আজই চলে যাবে? (হাত ধরিল)

অমল। মাসী! মা আমাকে মেরেছে—

(কোলে লইলেন)

সুলতা। কি নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল ইন্দু!

সুনীল। ইন্দু বল্‌ছিল—বেচারা অমল যে তার মার চেয়েও মাসীকে বেশী ভালবাসে, এটা অমলের ভারী অন্যায়।

ইন্দু। দেখো, ভালো হবে না কিন্তু—

সুনীল। আমার কিছু মন্দ হলেও, অমল যে তার মাসীর কোল ছেড়ে তোমার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়বে না, এটা সত্যি।

ইন্দু। কে চায় তোমার ও দস্যি ছেলেকে?

সুনীল। চাওনা? তা'হলে তোমার দিদির ওপর এত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছ কেন? কেনই বা এত নিন্দা করছ ওঁর?

সুলতা। মিছিমিছি ইন্দুকে চটাচ্ছেন কেন সুনীল বাবু! ইন্দু যে আমার ওপর বিরক্ত হ'তে পারে না, তা আমি জানি। বিরক্ত হয়েছেন আপনি। সেই কারণেই তো আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি।

ইন্দু। দিদি সত্যিই যদি তুমি যাও—তা'হলে আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

সুলতা। তা' কি হ'তে পারে ইন্দু! সুনীলবাবু যে এখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হন নি—

ইন্দু। তা'হলে তুমিই বা যেতে চাও কেন?

সুলতা। বলেছি তো, সুনীল বাবু আমার ওপর অত্যন্ত বিরক্ত হ'য়ে উঠেছেন। তিনি আর আমার সেবা চান্ না—এখন তুমিই পারবে।

ইন্দু। তা আমি পারবো না। ওই দুরন্ত ছেলেকে নিয়ে আমি কি করবো? (কাঁদিয়া) বাবা যে আমার কত বড় শত্রু তা' আমি আজ বেশ বুঝতে পারছি। চিরদিন আমাকে শুধু আদরই দিয়েছেন। নিজের হাতে কোনো কাজটি করতে শেখান নি। আমি যে তোমার মতো কষ্ট সইতেও পারি না—গেরস্তালি করতেও জানি না। এই দেখো—কাল দুটো ভাত রাঁধতে গিয়ে হাতখানা পুড়িয়ে ফেলেছি।

সুনীল। (সাগ্রহে দেখিয়া) কী সর্ব্বনাশ! আমাকে বলোনি কেন ইন্দু!

ইন্দু। বল্‌লে কি কর্‌বে তুমি? তুমি তো জিদ্‌ ধ'রে বসে আছ, বাবার কোনো সাহায্যই গ্রহণ কর্‌বে না। তোমার সামান্য আয়ে একজন বামুন রাখা চল্‌বে কি ক'রে? তোমার পায়ে পড়ি দিদি! শুধু আমারি অনুরোধে তুমি আরো কিছু দিন থাকো এখানে—

সুনীল। কী অন্যায় অনুরোধ! তুমি কি শুধু নিজের স্বার্থটাই দেখ্‌বে ইন্দু!

ইন্দু। হ্যাঁ দেখ্‌বো। আমি তো তোমাকে কোন অনুরোধ করিনি? তুমি কেন বাজে বক্‌ছো? না দিদি, তুমি যেতে পাবে না। আমি তোমাকে কিছুতেই যেতে দেবো না। তুমি আমার শিক্ষয়িত্রী! তোমার কাছে আমি আজ আর কিছুই শিখ্‌তে চাইনে—শিখ্‌তে চাই তোমারি মতো কষ্ট সইতে—আর অতি নিপুণ হাতে গেরস্থালির কাজকর্ম্ম কর্‌তে। (কাঁদিল) দিদি! আমি যে তোমার ছোট বোন্‌!

সুলতা। ছিঃ ইন্দু কেঁদ না। (চোখ মুছাইলেন)

ইন্দু। আমি তো আমার জন্যে কিছুই ভাব্‌ছি না দিদি! আমি বেশ বুঝ্‌তে পারছি—তুমি চলে গেলে ওঁর ভারি কষ্ট হবে। হয়তো আবার অসুস্থ হ'য়ে পড়্‌বেন। কাল আমি রেঁধেছিলাম—উনি পেটভরে দুটো খেতে পারেননি। আমার রান্না যে কি বিশ্রী, কি অখাদ্যি—তা'তো আমি জানি? কিন্তু দিদি, তুমি যেদিন রাঁধো—উনি যেন সে-দিন থালা খানা অবধি চেটে খান! মুখে যাই বলুন, ভিতরে-ভিতরে উনি যে তোমার কাছে কতখানি কৃতজ্ঞ তা' তুমিও জানো—

সুনীল। না ইন্দু! তুমিও যাও—আমি বাসা তুলে দেব। মেসে গিয়েই থাক্‌ব। আমার স্বাস্থ্যের ওজুহাতে তোমার দিদিকে আর বিব্রত ক'রো না।

সুলতা। আমার এই অবুঝ বোন্‌টির দুঃখ দেখে, আমি যদি স্বেচ্ছায়

আরো কিছুদিন বিব্রত হ'তে চাই—তা'তে কি আপনার খুব বেশী অসুবিধা হবে?

ইন্দু। (সুনীলকে বাধা দিয়া) সে কথার জবাব আমি দিচ্ছি।

সুলতা। (বাধা দিয়া) ওঁর মতটাই শুনি।

সুনীল। হ্যাঁ, তা' অসুবিধা একটু হবে বৈকি। আমি দরিদ্র। সামান্য বেতনে ইস্কুলের শিক্ষকতা করি। এই অসুখের সময় বেশ-কিছু দেনদার হ'য়ে পড়িছি—এখন একটা বাসা-খরচ চালানো আমার পক্ষে কষ্টকর।

সুলতা। কেন সুনীল বাবু? আজ আবার এত টাকা পয়সার হিসাব করছেন কেন? সে দিন যে বল্লেন—

সুনীল। সংসার-ধর্ম্ম করতে হ'লে, টাকা পয়সার যে কোনো প্রয়োজন নেই একথা তো আমি বলিনি। আমি বলিছি স্ত্রীলোকের অর্থোপার্জ্জন প্রবৃত্তিকে আমি ঘৃণা করি।

সুলতা। কিন্তু আমার মতো অনাথার কি ক'রে গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা হবে—সে কথাটাতো বল্‌ছেন না আপনি—

সুনীল। কেন বল্‌বো না, আপনি তো আমার উপদেশ মেনে নিতে রাজি নন।

সুলতা। দেখুন, এই কলিকাতাতেই আমি একটা চাকরী পেয়েছি সুনীল বাবু। মাইনেও কিছু বেশী। সে কারণে আমাকেও বোধ হয় কোনো একটা মেসে বা বোর্ডিংয়ে গিয়ে উঠ্‌তে হবে। কিন্তু এখানেই যদি আপনাদের বন্ধুভাবে থাকতে একটু অনুমতি পাই—তা'হলে তো কিছু অর্থ-সাহায্যও করতে পারি আমি?

সুনীল। আমি আপনার অর্থসাহায্য গ্রহণ করতে পারি না।

ইন্দু। আমি পারি। হ্যাঁ দিদি, তুমি তোমার মাইনের টাকাটা আমার কাছেই এনে দিও—

সুনীল। (রাগিয়া) ইন্দু! আমি দরিদ্র ব'লে, তুমি কি মনে ভেবেছ—

সুলতা। (বাধা দিয়া) চট্‌বেন না সুনীলবাবু—ইন্দু যে নেহাৎ ছেলেমানুষ! ছি, ইন্দু! ওভাবে স্বামীর কোনো কথায় প্রতিবাদ কর্‌তে যাওয়া তোমার ভারি অন্যায়। তবে আমি বল্‌ছি—কথাটা একটু ভাল ক'রে চিন্তা করুন আপনি। আপনার শরীরটা এখনো শোধরায়নি—মেসের কষ্ট আপনার সহ্য পাবে কি? দেখুন্ চিন্তা করে—আমি একটু ঘুরে আসি। দুষ্টুমি ক'রনা অমল! তোমার জন্যে একটা ভালো খেল্‌না কিনে আন্‌বো— [প্রস্থান।

সুনীল। ইন্দু! তোমার মতলবটা কি?

ইন্দু। মতলব আবার কি? দিদি এখানেই থাক্‌বে—আমি তাকে যেতে দেব না।

সুনীল। জানো, এরূপ নির্ব্বুদ্ধিতার পরিণাম কত ভয়ানক হ'তে পারে?

ইন্দু। জানি, তুমি সুলতা দিদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়তে পারো—কারণ তার রূপ আছে, গুণ আছে, আমার কিছুই নেই।

সুনীল। না, না, আমি সে কথা বলছিনে। আমি বল্‌ছি যে তার কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করা কি উচিত হবে?

ইন্দু। কেন হবে না, সে যে আমার দিদি!

সুনীল। ভারি ছেলেমানুষী ক'র্‌ছ ইন্দু! আচ্ছা, সত্যিই যদি আমি তোমার দিদির প্রতি অত্যন্ত আকৃষ্ট হ'য়ে পড়ি?

ইন্দু। পড়েছ, তা' কি আর আমি জানি নে? শুধু সেই কারণেই তো তাকে তাড়াবার জন্যে অত অস্থির হ'য়ে উঠেছ। সত্যি নয় কি? ব'লতো?

সুনীল। ইন্দু!

ইন্দু। ছিঃ তোমরা এত অপদার্থ? পরস্ত্রী সুন্দরী হোক্‌, সুশিক্ষিতা হোক, তাতে তোমার কি? কই, আমি তো স্বপ্নেও দেখি না এমন একটি পরপুরুষ যে তোমার চেয়েও সুন্দর! আমার চোখে একমাত্র তুমিই যেন কী পরম বস্তু, বিধাতার কী চরম সৃষ্টি! এমন যেন আরে হ'তেই পারে না।

সুনীল। (লজ্জায় অধোবদন হইলেন।

ইন্দু। ওকি! লজ্জা পেয়েছ? কেন? আমার দিদিকে ভালবেসে ফেলেছ ব'লে? না, না, তা'তে তোমার লজ্জিত হবার কিছুই নেই। সে যে আমার দিদি। আমি যাকে ভালবাসি, তাকে তুমি ভাল না বাস্‌লেই যে আমার দুঃখ হোত।

(সুনীল কিছু না বলিয়াই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন)

ইন্দু। (বাধা দিয়া) চ'লে যাচ্ছ যে? ব'লে যাও দিদি তা'হলে থাক্‌বে এখানে?

সুনীল। সে তার ইচ্ছে—

ইন্দু। তোমার? (সুনীলের হাতখানা ধরিয়া জিজ্ঞাসু ভাবে মুখের দিখে চাহিয়া রহিল। তারপর সুনীলের অপ্রস্তুত অবস্থা লক্ষ্য করিয়া হাসিয়া ফেলিল।)

সুনীল। (বিরক্ত ভাবে) আজ হাস্‌ছ ইন্দু! কিন্তু কাল হয়তো কেঁদেই ভাসাবে। ছিঃ অত বাহাদুরী দেখাবার প্রবৃত্তিটাও ভালো নয়। আমি অপদার্থ হ'তে পারি—কিন্তু তুমিও অত্যন্ত অবুঝ্‌— অপরিণামদর্শী!

[প্রস্থান।

ইন্দু। (বেজায় হাসিতে হাসিতে অমলকে কোলে লইয়া মুখ-চুম্বন করিতে লাগিল) আচ্ছা অমল! আমি যদি ম'রে যাই—তুই তোর মাসীর কাছে থাক্‌তে পার্‌বি তো?

অমল। হ্যাঁ পারবো —

ইন্দু। আয়, তা'হলে তোকে একটু লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ ক'রে রেখে যাই। (একখানা প্রথম ভাগ আনিয়া অমলকে টানিয়া লইয়া বসিল) পড়— অচল—অ—চ—আর—ল।

অমল। না, আমি তোমার কাছে পড়বো না, আমি মাসীর কাছে পড়বো।

ইন্দু। কেন ?

অমল। তুমি আমাকে মারো কেন ?

(সুলতার প্রবেশ)

সুলতা। অমল ! (অমল ছুটিয়া কাছে গেল—সুলতা একটা খেল্‌না দিয়া তাহার মুখ-চোখের আনন্দ উপভোগ করিলেন—কোলে লইয়া মুখ চুম্বন করিলেন।) আজ কিন্তু আর একটা বানানও ভুল করতে পারবে না। যাও—ও ঘরে ব'সে পড়গে—

(অমল সন্তুষ্টচিত্তে খেল্‌না ও বই লইয়া চলিয়া গেল।)

কি হ'ল তোমাদের ঝগড়ার শেষ মীমাংসা ? আমি কি এখানে থাক্‌বার অনুমতি পাবো ?

ইন্দু। থাক্ থাক্ আর ছলনা কেন ক'র্‌ছ দিদি ? ওঁর শরীর যখন এখনো শোধ্‌রায়নি—তখন বাসা তুলে দেওয়া কিছুতেই চল্‌বে না।

সুলতা। কিন্তু আমি কি কর্‌বো ? বিদায় ক'রে দিলেও কি—

ইন্দু। হ্যাঁ, আমিও যা' কর্‌বো—তুমিও তাই করবে। বিদায় ক'রে দিলেও যাবে না।

সুলতা। তাইতো ইন্দু ! তুই তা পারিস্—

ইন্দু। আর তুমি বুঝি পার না? কেন তা'হলে এমন প্রাণপাত সেবা ও সুশ্রূষা ক'রে বাঁচিয়ে তুল্‌লে তাকে?

সুলতা। সে তো তোর জন্যে ইন্দু!

ইন্দু। দিদি! তুমি কি? আমি শুধু অবাক্ হ'য়ে তোমার মুখের দিকে চাই—আর ভাবি তুমি কি?

সুলতা। আচ্ছা ইন্দু! সত্যিই যদি আমি তোর সতীন হ'য়ে দাড়াই?

ইন্দু। এত দয়া কি তোমার হবে দিদি? আমি তো তখন ওঁর শরীরের দুর্ভাবনা আর অমলের দুরন্তপনার হাত থেকে—একেবারেই উদ্ধার পাবো। আমাকে তুমি তাড়িয়ে দিতে পারবে না, তা' আমি জানি।

সুলতা। যদি দিই?

ইন্দু। ইস্—তা' তুমি কিছুতেই পারবে না!

সুলতা। যদি পারি?

ইন্দু। আচ্ছা, সে কথা তখন হবে। দিদি, তুমি একটু ব'সো—আমি আস্‌ছি—

সুলতা। কোথায় যাচ্ছিস্?

ইন্দু। তাড়াতাড়ি ভাতটা চড়িয়ে দিয়ে আসি, নইলে অমল আবার কান্না ধরবে।

সুলতা। থাক্ থাক্ তোর আর হাত পুড়িয়ে কাজ নেই—আমিই যাচ্ছি—

ইন্দু। না, না, তুমি ব'সো, আজ শুধু ভাতে-ভাত—আমি এক্ষুনি আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

সুলতা। (চাপাস্বরে হারমোনিয়ামের সঙ্গে একটা গান মিলাইতেছিল।)

(সুনীলের প্রবেশ)

সুনীল। আপনার সঙ্গে একটা কথা আছে।

সুলতা। বলুন!

সুনীল। আপনি তো ইন্দুর মতো অবুঝ নন্?

সুলতা। না।

সুনীল। আপনি যখন অন্যত্র একটা ভালো চাকরী পেয়েছেন, তখন এখানে পড়ে থেকে কেন ভবিষ্যৎটা নষ্ট করছেন?

সুলতা। কি করবো বলুন, অবুঝ বোন্‌টিকে তো আর বোঝাতে পারছিনে। আমি যে নিরুপায়!

সুলতা। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, আমি আপনার অর্থসাহায্য গ্রহণ করবো না। অথচ আমার সামান্য আয়ে, এত খরচ চালানোও আমার পক্ষে অসাধ্য হয়ে উঠেছে। আমিও তো কোনো উপায় দেখছি না?

(ইন্দু আসিয়া আঁড়ি পাতিল)

সুলতা। তা'হলে নিরুপায়ের উপায় নেই ভগবানকেই ডাকুন। লোকে তো এ অবস্থায় তাইই করে—

সুনীল। আপনার সত্যি পরিচয়টা আমাকে বল্‌বেন? ইন্দু বল্‌ছিল আপনি সধবা। অথচ আপনার সিঁতেয় সিদুর নেই কেন?

সুলতা। না আমি বিধবা, বিয়ের রাত্রেই আমার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে—সে কথা তো আপনাকে বলেছি।

সুনীল। আপনার মত পুত্রহীনা বালবিধবার তো আজকাল বিবাহ হচ্ছে—আপনিও তাই করুন, আমার অনুরোধ রাখুন। এ ভাবে নিঃসম্পর্কিতের আশ্রয়ে এসে পড়ে থাকা, আপনার উচিত হচ্ছে না।

সুলতা। বেশতো, আমি রাজি আছি। একটি পাত্তর ঠিক ক'রে দিন না আপনি।

সুনাল। আমার এক বন্ধু আছেন, সম্প্রতি তার স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। তিনি বিধবা-বিবাহ করতেও প্রস্তুত। বলেন তো—তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দি' আপনাকে।

সুলতা। আমাকে তাড়াবার জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে প'ড়েছেন কেন বলুন তো?

সুনাল। আপনি এখানে থাকলে ইন্দুর সর্ব্বনাশ হবে।

সুলতা। সেকি, কেন?

সুনাল। আমি নিজেকে অত্যন্ত দুর্ব্বল মনে করছি।

সুলতা। কী অন্যায়! কিন্তু, আমি তো নিজেকে খুব সুস্থ ও সবল মনে করি—(হাসিলেন)

সুনাল। আত্মপ্রতারণায় ও নিঃস্বার্থতার অভিনয়ে আপনার দক্ষতা যে অসাধারণ, তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

সুলতা। (লজ্জিত ভাবে) এ সব কথা আপনি ইন্দুকেই বুঝিয়ে বলুন না। সে আমাকে তাড়িয়ে দিক—

সুনাল। আপনার অসদভিপ্রায় বুঝ্‌বার মত বুদ্ধি তার নেই—

সুলতা। (চমকিয়া) আমার অভিপ্রায় অসৎ?

সুনাল। নিশ্চয়ই।

(সুলতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সুনালের মুখের দিকে চাহিল ;

সুনাল। ইন্দুকে ভালবাসা আপনার কার্য্যসিদ্ধির উপায় মাত্র। সে যে সরল—সংসারের কোনও কুটিলতাই সে বোঝে না।

সুলতা। এ জগতে সরলতার এ সুবিধা কে না নিয়ে থাকে? নির্ব্বোধকে কে না ঠকায়? আপনি আমার কার্য্যসিদ্ধির একটু সহায়তা

করুন না? ইন্দু কুৎসিং—আমি সুন্দরী! ইন্দু মুর্খ, আমি শিক্ষিতা! আপনার চোখ আছে—আমার রূপ আছে—

সুনীল। সুলতা! আজ আমার মনে একটা সন্দেহ জেগেছে—তুমিই আমার সেই পূর্ব্ব স্ত্রী কমলা! বলো সত্য কি না?

সুলতা। না, না, আমি সুলতা! আমি সুলতা।

সুনীল! তুমি পতিতার মেয়ে বলে—আমি কখনই তোমাকে ঘৃণার চোখে দেখিনি! কিন্তু আমি শুনিছি—তুমি নিজেও চরিত্রহীনা!

সুলতা। (ক্রোধে ক্ষোভে ও লজ্জায় কাঁপিতেছিল) কমলা চরিত্র-হীনা আর তুমি চরিত্রবান্?

সুনীল। আমি শুনিছি তোমার মার সঙ্গে এখনো তোমার সম্বন্ধ আছে?

সুলতা। হ্যাঁ আছে। আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো? তোমার জিবটা টেনে ছিড়ে ফেলি—উঃ আমি চরিত্রহীনা! না, এখানে আর বেশী সময় থাক্‌বো না। আমি—আমি--চরীত্রহীনা—

সুনীল কমলা! দাঁড়াও—যেওনা—শোন—

সুলতা। না, না, আমি সুলতা, আমি চরিত্রহীনা! আমি চরিত্র হীনা! পরিণীতা পত্নীকে পরিত্যাগ ক'রে হাসিমুখে যখন আর একটি তরুণীর পাণিগ্রহণ করেছিলে—তখন কি একবারটিও মনে পড়েনি--কত বড় লাম্পট্যের পরিচয় দিয়েছ তুমি নিজে? ওগো চরিত্রবান মহাপুরুষ! আমার কি ইচ্ছে হচ্ছে জানো? আমার ইচ্ছে হচ্ছে—তোমার ওই নির্লজ্জ জিব্‌টাকে টেনে ছিড়ে ফেলি—যাতে এত বড় মিথ্যা কথা তুমি আর মুখেও না আন্‌তে পারো! উঃ আমি চরিত্রহীনা!

(চলিয়া যাইতেছিল—ইন্দু আসিয়া সম্মখে দাঁড়াল—সুলতা যেন তাহার উপরেও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল—ইন্দু ভয় পাইয়া কাদিয়া উঠিল)

ইন্দু। (কাদিয়া) দিদি !

সুলতা। যাবার বেলায় আশীর্ব্বাদ করে যাই ইন্দু ! তুই যেন শীগ্‌গীর বিধবা হোস্‌। আমার মতো তোর কপালেও যেন সিঁদুর থাকে না—উঃ আমি চরিত্রহীনা—

[প্রস্থান।

ইন্দু। (চিৎকার করিয়া কাদিয়া উঠিল) কি করলে তুমি ? আমার মাথা ঘুরছে—চোখে অন্ধকার দেখ্‌ছি—আমায় ধরো—আমায় ধরো—

(সুনিলের কোলে মূর্চ্ছিত হইল)

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মানিনীর কক্ষ।

কাল—সন্ধ্যা

দৃশ্য—রঙ্গিনী একখানা ছোরা সানাইতেছিলেন। ঘরের বিছানাপত্র ঝাড়িয়া বিছানার উপর মদের বোতল গ্লাস প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিতেছিলেন এবং মানিনীর সঙ্গে কথা বলিতেছিলেন—

মানী। মা! তোমার পায় পড়ি মা, ওসব কুবুদ্ধি তুমি ত্যাগ করো। আমি ধন-দৌলত কিছুই চাইনা। আমি চাই এমন একটা মানুষ—সত্যিই যার প্রাণ আছে—সত্যিই যার ভালবাসা পেলে, আর যাকে ভাল বাস্‌লে আমি সুখী হ'তে পারবো। মৃণ্ময়কে তুমি একটা দানব করে গড়ে তুলোনা মা—তা'হলে আমি তাকে চিরদিন ঘৃণা করবো—ভালবাস্‌তে পারবো না।

রঙ্গিনী। মানি! চুপ কর বলছি—আর বাজে বকিস্‌ নে।

মানী। আমাকে একটা কথা বুঝিয়ে দাও মা! যে—ছেলে তার বাপকে খুন করে টাকাপয়সা এনে আজ আমাকে সুখী করবে, কাল যে, সে আমাকে খুন করে আর একজনকে সুখী করতে চাইবে না, তার প্রমাণ কি?

রঙ্গিনী। আঃ! ভেনর ভেনর করে মাথা ধরালি যে—কী আপদ!

মানী। তুমি ছেলের হাতে ওই ছোরা তুলে দিয়ে বাপকে খুন করাবে—কিন্তু নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সে দৃশ্যটা দেখ্‌তে পারবে তো?

রঙ্গিনী। কেন পারবো না? আমি তোর মত ব্রহ্মজ্ঞানও লাভ করিনি—বা ধর্ম্মকথা কপ্চাতেও শিখিনি। আমি শিখিছি—মানুষ কি করে মানুষকে ঠকাতে পারে—নিজের সুখ আর সৌভাগ্য লাভ করতে পারে, অপরের বুকে ছুরি বসিয়ে—

মানী। মা, তুমি যাকে সুখ-সৌভাগ্য বল্ছ—সত্যিই আমি তা চাই না। সুখ-শান্তি তো মনের জিনিষ? গা-ভরা গহনা পরেও যদি কারো বুকের ভেতরটা সারাদিন হুহু করে জ্বলে—তবে কি সে সুখী হতে পারে মা? তোমার মুখেই শুনিছি—গেরস্থর বৌরা ছেঁড়া কাপড় পরেও স্বামীর সেবা করে—স্বামীর ভালবাসা পায়। আমার প্রাণটাও যে তাই চায় মা!

রঙ্গিনী। (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মানীকে লক্ষ্য করিলেন) বলি, আজ তোকে এত লম্বা-লম্বা কথা শেখালে কে? কোন্ ভট্‌চায্যির টোলে পড়ে আজ এত ধর্ম্মবুদ্ধি গজিয়ে উঠ্‌ল তোর? গঙ্গার ঘাটে গিয়ে আজ আবার সুলতার সঙ্গে দেখা হয়েছিল বুঝি?

মানী। (নিরুত্তর)

রঙ্গিনী। কথা বল্‌ছিস্ না যে? বলি, তোর গলার সে হার ছড়া কই—?

মানী। সুলতাকে দিয়ে দিইছি।

রঙ্গিনী। কেন?

মানী। মৃণ্ময় তার সতীলক্ষ্মী বোনের গলা থেকে যে হার ছিনিয়ে এনেছে—তা' পরলে, আমার বুকটা ভারি জ্বালা করে মা—তাই আমি সে হার পাঠিয়ে দিইছি—তাকেই ফিরিয়ে দিতে।

রঙ্গিনী। হুঁ। সুলতার সঙ্গে কি কথা হল?

মানী। কি আর কথা হবে? সে আমাকে মাত্র কয়েকটি প্রশ্ন

করেছিল—সত্যই আমি মৃণ্ময়কে ভালবাসি কিনা? আর যদি ভালবাসি—তা হলে তার সর্ব্বনাশ করতে পারি কি না—আর কেনই বা সে মদ্ খায়?

রঙ্গিনী। হুঁ। বুঝিছি সেই গুলতাই তোর কপালে আগুন লাগিয়েছে—না, তুই আর পারবিনে তোকে দিয়ে হবে না—নিজেই দেখি—ওই যে মৃণ্ময় আস্‌ছে। আচ্ছা, তা হলে তুই এখন যা · গা ধুয়ে, চুল বেঁধে সেজে-গুজে আয়—আমি ততক্ষণ মৃণ্ময়ের সঙ্গে দুটো কথা বলি—তার মতটা কি তাও একবার শুনি!

মানী। কিন্তু, তোমার পায়ে পড়ি মা! ওঁকে তুমি মদ খাইও না, মদ খেলেই ওর বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়ে যায়।

রঙ্গিনী। আচ্ছা, আচ্ছা, তুই এখন যা—

[মানীর প্রস্থান।

(মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

বসো মৃণ্ময়। আজ একটা গুরুতর সংবাদ আছে।

মৃণ্ময়। কি?

রঙ্গিনী। তোমার বাবা তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করছেন। তার যা কিছু সব উইল করে দিচ্ছেন—তার মেয়ে ইন্দুকে।

মৃণ্ময়। উইল হয়ে গেছে?

রঙ্গিনী। মুসাবিদা হয়েছে—এখনো দস্তখৎ হয়নি—বোধ হয় কাল হবে।

মৃণ্ময়। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিল)

রঙ্গিনী। (তীক্ষ্ণভাবে লক্ষ্য করিয়া একটু হাসিলেন। তারপর গ্লাসে মদ ঢালিতে ঢালিতে) মুস্‌ড়ে যেয়ো না মৃণ্ময়! এখনো উপায় আছে। মানিনীকে যদি সত্যিই চাও—(গ্লাস দিয়া) বুক বাঁধো—শেষ-চেষ্টার জন্যে ; হও—

মৃণ্ময়। শেষ-চেষ্টা আর কিই বা করতে পারি? বাবাকে তো চিনি, আজ তার সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবার সাহসও আমার নেই—

রঙ্গিনী। তোমার বাবা খুব রাসভারি লোক—না?

মৃণ্ময়। পাথরের মত শক্ত, আবার কাদার মত কোমল—কিন্তু—কিন্তু আমি সুযোগ হারিয়েছি—এখন আর উপায় নেই—

(রঙ্গিনী আবার মৃণ্ময়ের পাশে মদ রাখিলেন)

রঙ্গিনী। দেখো মৃণ্ময়! এই দুনিয়ায় মানুষ মাত্র দুটি উপায়ে হঠাৎ বড়লোক হতে পারে—এক ছোরা চালিয়ে—আর এক বুদ্ধি চালিয়ে। বুদ্ধি যেখানে হার মানে—সেখানে ছোরা চালানো ছাড়া উপায় নেই।

মৃণ্ময়। ছোরা নিয়ে তো দু'চার দিন ঘুরিছি—কিন্তু তেমন একটা দাঁও তো খুঁজে পেলাম না। দু'দশ টাকার জন্যে কারো বুকে ছোরা মারলে লাভের চেয়ে লোকসানটাই হয় বেশী! অনুতাপ ছাড়া মূলে আর কিছুই থাকে না—

(রঙ্গিনী আবার কাছে মদ রাখিলেন)

রঙ্গিনী। দু'দশ টাকার জন্যে ছোরা মারলে অনুতাপ হবে বৈকি—কিন্তু যদি একটা খোঁচায় দু'দশ হাজার মিলে যায়, তাহলে আর অনুতাপ কি?

মৃণ্ময়। দু'দশ হাজারের তেমন কোন সন্ধানও মিল্‌ছে না, সুযোগ-সুবিধাও জুটছে না—

রঙ্গিনী। চেষ্টা কর—চেষ্টা কর—

(আবার মদ কাছে রাখিলেন)

মৃণ্ময়। (চিন্তিত ভাবে) চেষ্টা—চেষ্টা—

রঙ্গিনী। এমন একটি ক্ষেত্র দেখ, যেখানে একটি খোঁচায় দু'চার লাখ বেরিয়ে আস্‌বে—এই ধর—যদি আজ তোমার বাবাকে কেউ খুন করে—

মৃণ্ময়। (চমকিয়া) বাবাকে?

রঙ্গিনী। (হাসিয়া) একটা কথার কথা বল্‌ছি—ধরই না—তোমার বাবাকেই যদি তুমি খুন করতে পার—তা'হলে তার সমস্ত সম্পত্তি—এক দিনেই তুমি পেতে পার।

মৃন্ময়। (বহুক্ষণ রঙ্গিনীর মুখের দিকে চাহিয়া রহিল) কি ব'ল্‌ছ তুমি—

রঙ্গিনী। কেন—অন্যায় কথাটাই বা কি বলেছি? যে বাবা পুত্রকে হত্যা করতে পারে—সে বাবাকে পুত্র কেন হত্যা ক'রতে পারবে না? পুত্রকে ত্যজ্য করা মানে—তাকে হত্যা করা বই আর কি?

(মদ দিলেন)

[মানীকে আসিতে দেখিয়াই—রঙ্গিনীর প্রস্থান।

(মানিনীর প্রবেশ)

মানী। আবার মদ খাচ্ছ? এই যে কাল বল্‌লে আর মদ খাবে না!

মৃণ্ময়। মানু! একটা গান গাও শুনি—

মানী। তুমি মদ খেলে আমি আর কখ্‌খনো গান গাইব না।

মৃণ্ময়। আচ্ছা আর মদ খাব না, তুমি এখন একটা গান গাও—

(মানিনী মদের বোতল ও গ্লাস আল্‌মারীতে তুলিয়া রাখিয়া হারমোনিয়াম লইয়া গাহিল—

এই নিঝুম রাতে—
কেউ কোথা নাই জাগি আমি, সখা!
একলা তোমার সাথে।
নাই জোছনা অন্ধকারে—
আমার গাঁথা ফুলমালারে
দেখেও তুমি দেখ্‌বে নাকি, সখা!

পরবেনা মোর হাতে ?
সবহারা ঘরছাড়া আমি
তোমায় ভালবেসে স্বামী !
ভাব্‌ছ বুঝি—ওগো নিলাজ সখা !
লজ্জা দেবে প্রাতে।

(গান অন্তে রঙ্গিনীর প্রবেশ)

রঙ্গিনী। মানী মৃণ্ময়কে খাবার এনে দে—

মানী। যাই—

রঙ্গিনী। যাই কি ? যা—

[মানীর প্রস্থান।

রঙ্গিনী। (মদের বোতল প্রভৃতি আবার সুমুখে রাখিয়া) মৃণ্ময় ! কি ঠিক করলে ? তোমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একটা কিছু নিশ্চয় বুঝ্‌তে না পারলে তো, আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি নে।

মৃণ্ময়। (জড়িতকণ্ঠে) আমি তো তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করেছি ! আমি নির্ব্বিচারে তোমার আদেশ-পালন করবো—তুমিই বলো আমায় কি ক'র্‌তে হবে ?

রঙ্গিনী। আদেশ পালন ক'র্‌বে ? নির্ব্বিচারে ?

মৃণ্ময়। হ্যাঁ—

রঙ্গিনী। (আলমারী হইতে ছোরা আনিয়া মৃণ্ময়ের হাতে দিল) তোমার বাবাকে হত্যা ক'র্‌তে হবে—

মৃণ্ময়। (চমকিয়া) বাবাকে ?

রঙ্গিনী। তোমার বাবার টাকায় আর তাঁর কলিয়ারীতে তোমার একটা ন্যায্য দাবী আছে—স্বীকার কর ?

মৃণ্ময়। হ্যাঁ—তা—আছে—

রঙ্গিনী। তা'হলে চলো, এখুনি—আমিও তোমার সঙ্গে যাবো।

মৃণ্ময়। (নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া রহিল)

রঙ্গিনী। তা হ'লে 'ওঠো—দেরি ক'রনা।

মৃণ্ময়। এখুনি ?

রঙ্গিনী। হ্যাঁ এখুনি – দেরি করলে ঠিক সময়ে গিয়ে অতদূর পৌছান যাবে না। (হাত ধরিয়া) ওঠো—শীগ্‌গীর চলো মানিনীর সঙ্গে আর দেখা না হয়—

(উভয়ে যাইতেছিল – খাবার লইয়া বাধা দিয়া মানীর প্রবেশ)

মানী। একি! কোথায় যাচ্ছ—তোমরা ? মা! না, না, মৃণ্ময়কে আমি আজ কিছুতেই যেতে দেব না তোমার সঙ্গে।

রঙ্গিনী। মৃণ্ময় ? মানী আজ কি করেছে জানো ?

মৃণ্ময়। কি ?

রঙ্গিনী। তোমার দেওয়া সেই হারছড়া স্থলতার সঙ্গে পাঠিয়ে দিয়েছে, তোমার বোনকে ফিরিয়ে দিতে।

মৃণ্ময়। কেন ? কেন ? মানী!

মানী। কেন তুমি তোমার বোনের গলার হার কেড়ে এনে আমাকে দেবে ? আমি সে হার পরবো না—

মৃণ্ময়। বটে ? আমার বোন্‌কে সে হারছড়া দিয়েছে কে ? আমার বাবা তো ? আমাব বাবার যা-কিছু সবই আমার বোন পাবে—আর আমি কিছুই পাব না—না ? চলো—

মানী। (মৃণ্ময়কে ধরিয়া) না, না, যেওনা যেওনা—

মৃণ্ময়! (মানীকে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়া দিয়া) আলবৎ যাবো—আমার

পৈতৃক সম্পত্তি আমি পাবনা—পাবে ইন্দু? কখ্খনো না—আমিই বাপ —আমিই পাব—

[প্রস্থান।

[হাসিতে হাসিতে সেই সঙ্গে রঙ্গিনীর প্রস্থান।

মানিনী। (উঠিয়া) কি করি? সত্যিই যে মৃণ্ময় তার বাবাকে খুন করতে চলে গেল। না, না, তা' কিছুতেই হবে না—আমি তাকে মানুষ খুন করতে দেব না—আমিও যাবো—(মানী আল্মারী খুলিয়া কিছু টাকা-পয়সা সঙ্গে লইয়া, ঘরের একখানা ছবিকে ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া রওনা হইতেই বাধা পাইল)

(সুনীলের প্রবেশ)

সুনীল। মৃণ্ময় কি এই বাড়ীতেই থাকে?

মানী। কে আপনি?

সুনীল। আমাকে আপনি চিন্বেন না, চিন্বার বিশেষ প্রয়োজনও কিছু নেই—শুধু এইটুকু জেনে রাখুন যে আমি মৃণ্ময়ের আত্মীয়। বড় বিপদে পড়েই আমি মৃণ্ময়ের খোঁজে ছুটে এসেছি। দয়া করে বলুন—মৃণ্ময় কি সত্যিই এখানে থাকে?

মানী। হ্যাঁ থাকে—তবে এখন নেই—বলুন না কি বিপদ আপনার? আমিই যদি—

সুনীল। না, না, সে বিপদ থেকে মৃণ্ময় ছাড়া কেউ আমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। আমি আপনাকে চিনিনা। তবু আপনি যেই হ'ন —মৃণ্ময় এলে দয়া করে বল্বেন—তার বোন ইন্দুর মৃত্যু হয়েছে—

মানী। সেকি? কি হয়েছিল তার?

সুনীল। বেশী কিছু হয়নি—মাত্র দু'দিনের জ্বরেই সে মারা গেছে।

বহু চেষ্টা করেও বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি। এখনও তার সৎকার হয়নি। কে অমলের হাতখানা ধরে তার মুখে একটু আগুন দেবে? আমি তো পারবো না! মৃণ্ময় পারবে। সে মদ খায়—হ্যাঁ তাকে বল্‌বেন—সে যতটুকু মদ খেতে পারে, তা' আজ আমিই তাকে দেবো। সে শুধু অমলের হাতখানা ধরে—ইন্দুর মুখে একটু আগুন দেবে আমি পারবো না—, কাঁদিল)।

মানা। আপনিই কি সুনীল বাবু?

সুনীল। না, না, আমায় পরিচয়ের কোনো আবশ্যক নেই—শুধু এই কথাটাই তাকে বলবেন - সে যেন এখুনি একবার আমার ওখানে যায়। মৃত্যুকালে ইন্দু তার দাদাকে একবার দেখ্‌তে চেয়েছিল--'দাদা' 'দাদা' ব'লে অনেক কেঁদেছিল, কিন্তু তার সে সাধও পূর্ণ হয়নি—মৃণ্ময়কে এ কথাটাও বল্‌বেন— [প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—রায়সাহেবের কক্ষ।

কাল—সন্ধ্যার পর।

দৃশ্য —অসুস্থ রায়সাহেব একটা তক্তপোষের উপর বসিয়াছিলেন। পার্শ্বে টেবিলের উপর নানাবিধ ঔষধ—সোডার বোতল—আইস ব্যাগ প্রভৃতি। মেঝের উপর হুইরিন্যাল, বেড-প্যান ডুস্ প্রভৃতি। সুমুখে একটা টুলের উপর শান্তিরাম—তাহার এক হাতে খানিকটা আদাপান এবং অপর হাতে কতকগুলি গাছ-গাছড়া।

শান্তি। ওই সব ডাক্তারি ওষুধ ব্যবহার ক'রেই তো, আপনার স্বাস্থ্যটা

খারাপ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশী গাছগাছড়ার যে কী আশ্চর্য্য শক্তি —তা' আপনি একবার পরীক্ষা করলেই বুঝ্‌তে পারবেন।

রায়। তাইতো শান্তিরাম! দিন যখন ফুরিয়ে আসে, শরীর তখন একেবারেই জবাব দেয়। কিছুতেই আর কুলোয় না।

শান্তি। আপনি এই লতাটা অঙ্গে ধারণ করুন—একদিনেই জ্বর বন্ধ হবে। তারপর ওই গাছ-গাছড়া দিয়ে একটা পাঁচন তৈরি ক'রে খেলে—পনর দিনের মধ্যেই দেখতে পাবেন—ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়েছে। যকৃতের দোষ, প্লীহার দোষ, ফুস্‌ফুসের দোষ প্রভৃতি যা-কিছু দোষ—দেখ্‌বেন তখন —একেবারে নির্দ্দোষভাবেই সেরে গেছে!

রায়। হুঁ!

(সুদেবীর প্রবেশ)

সুদেবী। না। ও সব গাছগাছড়া এখন থাক্। আমি মার্কণ্ডকে পাঠিয়েছি নবীন ডাক্তারকে ডাক্‌তে—এখুনি আস্‌বে সে। শুনেছি তার এক ফোঁটা ওষুধে সব রোগ সারে।

রায়। তাই তো, নবীনকে ডেকেছ—সেতো শুনেছি—এসে একফোঁটা ওষুধ দিয়েই চোখ বুজে বস্‌বে! এদিকে আমার মাথার যন্ত্রণা যে অসহ্য! শান্তিরাম, তুমি যাও ডাক্তার আতঙ্ককে একবারটি খবর দাও—

শান্তি। আচ্ছা যাচ্ছি। ততক্ষণ আপনি এই সামান্য মুষ্টিযোগ—আদাপান—মাথায় দিয়ে রাখুন দেখি—মাথার যন্ত্রণা কেমন না সারে—

রায়। দাও—

[রায়ের মাথায় আদাপান দিয়া শান্তিরামের প্রস্থান।

সুদেবী! ইন্দুকে একখানা তার ক'রে দাও। আমার অবস্থা ভালো নয়।

সুদেবী। সুলতা এসেছে ---

রায়। (ব্যগ্রভাবে) কই ?

সুদেবী। সে আজ দু'দিন কিছু খায়নি। চেহারাও বিশ্রী হ'য়ে গেছে—

রায়। কেন ?

সুদেবী। বোধ হয় ইন্দুর সঙ্গে ঝগড়া করেই সে চলে এসেছে। এসেছে আজ দিন-পনর—আজ এল দেখা করতে - বলছে আজই আবার চলে যাবে। কিছুতেই থাক্‌বে না।

রায়। কেন ?

সুদেবী। কি ক'রে বল্‌বো ?

রায়। তারা সব ভাল আছে ?

সুদেবী। বল্‌ছে তো ভাল আছে, এখন সত্যি-মিথ্যে ভগবান জানেন।

রায়। তাকে ডেকে আনো এখানে ?

সুদেবী। আমি কিছু খাবার দিয়ে এসেছি—খেয়েই আস্‌ছে। আমি যাই—হয়তো আবার না-খেয়েই উঠে পড়বে। ওই যে নবীন ডাক্তার আস্‌ছে- [প্রস্থান।

(নবীনের প্রবেশ)

রায়। আসুন ডাক্তারবাবু! বসুন, আপনি তো হোমিওপ্যাথ ?

নবীন। আজ্ঞে হ্যাঁ। চিকিৎসাজগতে হোমিওপ্যাথী একটা যুগান্তর আনয়ন করেছে—তা বোধ হয় আপনি জানেন ?

রায়। তাই নাকি—বটে ?

নবীন। আপনি কি জানেন না ? মহাত্মা হ্যানিম্যান নামে জার্ম্মান দেশীয় একজন ভৈষজ্যবিৎ পণ্ডিত—আপনাদের প্রচলিত এ্যালোপ্যাথিক

চিকিৎসার অসারত্ব ও অনিষ্টকারিত্ব প্রতিপন্ন ক'রে হোমিওপ্যাথী নামে অতি বিশুদ্ধ ও অভ্রান্ত এক স্থায়ী চিকিৎসা-প্রণালী প্রবর্ত্তন করেছেন। তিনি বলেন—"বিষস্য বিষমৌষধম্।" "সমং সমং শাময়তি" "Similia Similibus Curianter"

রায়। (করজোড়ে) রক্ষে করুন। আমি একজন রোগী—আমার মাথার যন্ত্রণা অসহ্য!

নবীন। মাথার যন্ত্রণা? আচ্ছা, বলুন—আপনি কি প্রকৃতির লোক?

রায়। তার মানে?

নবীন। আপনার মেজাজ কিরূপ? খুব খিটখিটে, না শান্ত? আপনি হাস্‌তে ভালবাসেন—না কাঁদতে ভালবাসেন? আপনার অন্তঃপ্রকৃতি ও বহিঃপ্রকৃতি অভিব্যক্ত করুন।

রায়। উঃ কী যন্ত্রণা! মার্কণ্ড! ওরে ও মার্কণ্ড! এরা যে কোথায় গেল সব আমাকে একলা ফেলে!

নবীন। আমি এখানে রয়েছি—তবু আপনি একলা? কী আশ্চর্য্য, আমাকে দেখেও আপনার ভয় যাচ্ছে না? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছি, আমার ওষুধ নির্ব্বাচন হয়ে গেছে—আপনি দেখ্‌ছি একেবারেই বেলেডোনার প্রতিমূর্ত্তি—আর ভয় নেই।

(জনৈক কবিরাজকে সঙ্গে লইয়া শান্তিরামের প্রবেশ)

শান্তি। আতঙ্ক ডাক্তারের আস্‌তে একটু বিলম্ব হবে। তাই আমি এই রামদাস কবরেজকেই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। এঁর কাছেই শুনুন—আমাদের আয়ুর্ব্বেদ ভালো, না ওই জল-পড়া ভালো।

নবীন। কী! হোমিওপ্যাথী জলপড়া? মহাত্মা হানিম্যানের

যুগান্তকারী আবিষ্কার অবিশ্বাস্য ? যেরূপ জানোয়ারের মত চেহারা আপনার, আপনার উক্তিও সেইরূপ অর্ব্বাচীনের মত। আপনি বোধ হয় কোনো প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুগের বন্য মানুষ ! (রাগে কাঁপিতে লাগিলেন)

রায় ! উঃ কী যন্ত্রণা, কী যন্ত্রণা—

রামদাস। (মস্তক কম্পন রোগ আছে) চট্‌বেন না, শুনুন! আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রের মূলভিত্তি হচ্চে—বায়ু, পিত্ত, আর কফের অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারের উপর। আমি বৈদ্যের ছেলে—অতি বাল্যকাল হইতেই—নাড়ীজ্ঞানে অধিকারী হয়েছি। কাকের নাড়ী, বকের নাড়ী, বেড়ালের নাড়ী, তারপর মানুষের নাড়ী টিপেটিপে ভিষগাচার্য্য উপাধি লাভ করিছি। রোগীর হাত-খানা ধরলেই আমাদের টিপ্‌টি পড়ে বায়ুস্থানে। তখন বিচার ক'রে বুঝ্‌তে হবে—কফাশ্রিত বায়ু, না পিত্তাশ্রিত বায়ু !

রায়। আমি বুঝ্‌তে পেরেছি আমার পরমায়ু শেষ হ'য়ে এসেছে। শান্তিরাম ! দোহাই তোমার, তুমি সুদেবীকে একবার ডাকো। ঐ যে—না, না, ও আঁড়ালে দাঁড়িয়ে আর লজ্জা ক'রো না—শীগ্‌গীর টাকা নিয়ে এসো—

(ডাঃ আতঙ্কের প্রবেশ)

আতঙ্ক। হ্যালো রায়সাহেব ! কি হয়েছে আপনার ?

রায়। উঃ ! হোমিওপ্যাথী, এ্যালোপ্যাথী আর কবরেজী ! বায়ুপিত্ত আর কফ—

কবিরাজ। বায়ুপিত্ত আব কফ, ইড়া, পিঙ্গলা আর সুষুম্না—ঠিক যেন সত্ত্ব রজ আর তম।

আতঙ্ক। এই যে নবীন বাবু যে ! ভাল আছেন তো ? শুনলাম নাকি সে-দিন আপনি কি একটা হোমিওপ্যাথী ওষুধের শিশি ধুয়েছিলেন

ওই নদীর জলে—তাতেই নাকি দু'ধারের কলেরা-এপিডেমিকটা বন্ধ হয়ে গেছে?

নবীন। পরিহাস করবেন না আতঙ্কবাবু! রোগীর পেটে তো একটা ডাকঘর নেই যে আপনার চৌদ্দ দফার ফন্দটা উদরস্থ হয়ে ওষুধগুলো যথা সময়ে যথাস্থানে পৌঁছে যাবে? আপনাদের চিকিৎসা-পদ্ধতি অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক!

আতঙ্ক। Shut up, Humbug!

নবীন। কী! আমি Humbug? মহাত্মা হানিম্যানের নবাবিষ্কৃত চিকিৎসা-প্রণালী Humbugism?

রামদাস। আপনাদের দু'জনের রক্তই দেখ্‌ছি অত্যন্ত উষ্ণ—পিত্তাশ্রিত বায়ুর লক্ষণ!

রায়। সুদেবী! আর বিলম্ব ক'র না। শীগ্‌গীর টাকা নিয়ে এসো, আমার প্রাণ যায়—

(টাকা লইয়া অবগুণ্ঠিতা সুদেবীর প্রবেশ)

[ও রায়সাহেবের হাতে টাকা দিয়া প্রস্থান।

শান্তি। (যথাক্রমে টাকা দিয়া) এই নিন্ আপনার ভিজিট, এই নিন্ আপনার ভিজিট্, আর এই নিন্ আপনার ভিজিট!

রায়। এখন তা'হলে আসুন আপনারা। আমার অসুখ সেরে গেছে।

নবীন। আপনি তা'হলে হোমিওপ্যাথী মতে চিকিৎসা করবেন না?

রায়। আজ্ঞে না।

নবীন। এই থাকলো আপনার টাকা।

[টেবিলের উপর টাকা রাখিয়া প্রস্থান।

রামদাস। অ্যাঁ, টাকাটা ফেলে দিয়ে গেল ? কি আশ্চর্য্য ! (টাকাটা লইয়া নিজের ট্যাঁকে গুজিলেন।) কোনো চিকিৎসা-বিশেষের উপর যদি রোগীর আস্থা না থাকে—তা'তে অসন্তুষ্ট হবার কি আছে ? নেহাৎ বালসুলভচপলতা ! [প্রস্থান।

আতঙ্ক। আমাকেও কি বিদায় দিচ্ছেন ?

রায়। আজ্ঞে, আপাততঃ আপনিও আসুন। শান্তিরামের আদাপানে আমি একটু উপকার বোধ করছি। অসন্তুষ্ট হবেন না, আতঙ্ক বাবু! দরকার হয়তো আপনাকেই আবার ডাক্‌বো। আপনি মারতেও পারেন, বাঁচাতেও পারেন। আপনার ইনজেক্‌শানের স্থচ-বেঁধানো থেকে ওষুধ ঢোকা পর্য্যন্ত, আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে আপনি একজন চিকিৎসক আর আমি একজন রোগী ! এখন তা'হলে আসুন।

আতঙ্ক। Good Night. [প্রস্থান।

(সুলতা প্রবেশ করিতেছিল)

রায়। শান্তিরাম ! তোমার আদাপানে আমি একটু সুস্থ বোধ করছি। যাও তুমিও বিশ্রাম করগে—

[শান্তিরামের প্রস্থান।

(সুলতার প্রবেশ)

এই যে সুলতা ! ভালো আছ ? ইন্দু ভাল আছে ?

সুলতা। হ্যাঁ, তারা সবাই ভাল আছে।

রায়। ওকি ! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন ?

সুলতা। আমি আপনার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। আপনাদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হবার আর কোনো সম্ভাবনাই থাক্‌বে না। তাই মনে বড় কষ্ট হচ্ছে।

রায়। সেকি স্থলতা! তা হবে না, আর চলে যেতে পারবে না। এখানে থাকতেই হবে তোমাকে। তুমি যে আমার মা! তোমার এই মরণাপন্ন পীড়িত ছেলেকে ছেড়ে তুমি যাবে কি ক'রে?

স্থলতা। আমাকে যেতেই হবে।

রায়। কেন?

স্থলতা। আমার মানসিক অবস্থা ভালো নয়—এখানে থাকলে আমি পাগল হয়ে যাব।

রায়। তা'হলে আমার ইন্দুকে এনে দিয়ে যাও। যে কটা দিন বাঁচি – তোমাদের দুজনের একজনকে আমি চাই। তোমরা কেউ কাছে নেই ব'লেই তো আমার অসুখ বেড়ে উঠেছে।

স্থলতা। (কাঁদিয়া) ইন্দুকে আমি কাঁদিয়ে এসেছি। তার বুকে এমন আঘাত দিয়ে এসেছি—যা' সে সহ্য করতেই পারবে না। অপমানে দিগ্বিদিক্ জ্ঞান হারিয়ে তাকে আমি অভিশাপ দিয়ে এসেছি—"সে যেন শীগ্গীর বিধবা হয়।" মনে মনে আমার একটা অহঙ্কার ছিল—আমার মত সহিষ্ণুতা কারো নেই। কিন্তু—মুহূর্ত্তের উত্তেজনায়—উঃ! অনুতাপে আমার বুক জ্বলে যাচ্ছে—কেন আমি সেই অবুঝ নিরপরাধীকে—

(কাঁদিল)

রায়। স্থনীলকে যখন তুমি গ্রহণ করবেই না, তখন সেখানে তোমার এতদিন থাকা উচিত হয়নি স্থলতা! কেন তুমি আমার কাছে ফিরে এলে না?

স্থলতা। (কাঁদিয়া) ইন্দুকে যে আমি ছেড়ে থাকতে পারিনি! অমলকে বুকে চেপে না ধ'রলে যে আমার ঘুম হ'ত না—

রায়। আমার অসুখের জন্যে স্থনীলের কাছে আমি আজই তার করবো—তারা দু'একদিনের মধ্যেই চলে আসবে।

স্থলতা। তার আগেই আমি এখান থেকে চলে যাব।

রায়। ছেলেমানুষী ক'রনা স্থলতা!

স্থলতা। না, না, তা' আমি কিছুতেই পারবো না। ইন্দুকে আর এ মুখ দেখাব না। (কাঁদিল)

রায়। স্থলতা! এই মুমূর্ষুর অনুরোধ!

স্থলতা। না, না, আমাকে ক্ষমা করবেন, আমি আজই ফিরে যাব—

রায়। উঃ আমার মাথার যন্ত্রণা যে আবার অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লো। স্থলতা! শীগ্‌গীর আলোটা নিবিয়ে দাও—আমি একটু অন্ধকারে থাকি।

(স্থলতা আলো নিবাইয়া—বাহির হইতে আগত একটা অস্পষ্ট আলোকে দাঁড়াইয়া কি যেন ভাবিতেছিল)

(মানীর প্রবেশ)

(সে ধীরে ধীরে স্থলতার কাছে গিয়া তাহার হাতখানা চাপিয়া ধরিল)

মানী। চিন্‌তে পেরেছ আমাকে?

স্থলতা। তুমি এখানে কেন?

মানী। মৃণ্ময় এসেছে, তার বাবাকে হত্যা করতে! মানুষ খুন করলে যে তারও ফাঁসি হবে—একথা সে বুঝ্‌তে পারছে না। আমার নিষেধ শুন্‌ছে না—তোমার মা তাকে অত্যন্ত মদ খাইয়েছে! ওই যে আস্‌ছে! দরজাটা বন্দ করো।

রায়। (চম্‌কিয়া) কে?

(স্থলতা স্থইচ টিপিয়া ঘর আলোকিত করিল—ছোরা হাতে টলিতে টলিতে মৃণ্ময়ের প্রবেশ)

মৃণ্ময়। এই যে—

সুলতা। (ক্ষিপ্রগতিতে তাহার হাত চাপিয়া ধরিল—ছোরাখানা কাড়িয়া লইল এবং ধাক্কা দিয়া মেঝের উপর তাহাকে ফেলিয়া দিল)

রায়। না সুলতা, বাধা দিও না, মৃণ্ময় আমাকে হত্যা করুক।

(রঙ্গিনীর প্রবেশ)

ও কে?

রঙ্গিনী। চিন্‌তে পার্‌ছ না?

সুলতা। আর নীচতার পরিচয় দিও না! ফিরে যাও—

রঙ্গিনী। না, ওর বুকের রক্ত না দেখে আমি যাব না। দে কমলা, ছোরাখানা আমার হাতেই দে—

সুলতা। মা! (কাঁদিল)

রঙ্গিনা। এতদিন তো আমাকে মা বলে ডাকিস্ নি! আজ আর কেন? শুধু তোর ঘৃণা আর অবজ্ঞাই যে আমাকে পাগল ক'রে তুলেছে। আমার জন্যেই যে তুই স্বামী-সোহাগে বঞ্চিত হয়েছিস্—লোক-সমাজে মুখ দেখাতে পারিস নি।

সুলতা। মা! পায় পড়ি ফিরে যাও—

রঙ্গিনী। না, আমি যাবো না। আমি প্রতিশোধ চাই। তুই আমাকে পতিতা বলে ঘৃণা করিস্! কিন্তু জানিস্, আমার এ অধঃপতনের জন্য দায়ী কে?

সুলতা। জানি—তুমি নিজে।

রঙ্গিনী। না, ওই নৃত্যহরি! ওই আমাকে ঘরের বাইরে এনে পথে বসিয়েছে—আমার সর্ব্বনাশ করেছে।

সুলতা। মা! তোমার স্বামী ছিল, পুত্র ছিল, কন্যা ছিল। আমার তো কিছুই ছিল না। আমি অভাবের সংসারে প্রতিপালিত হয়েছি।

নিজের অক্লান্ত চেষ্টায় ও যত্নে একটু লেখাপড়াও শিখেছি—স্বাধীন ভাবে জীবিকা-নির্ব্বাহ করতেও পেরেছি। কই, আমাকে তো কেউ বিপথে টেনে নাবাতে পারেনি? কত দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন আমার সাম্‌নে এসেছে—কত অগ্নি পরীক্ষার মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েছি—কিন্তু পুড়ে মরিনি—কেউ আমার সর্ব্বনাশ করতে পারে নি? এ জগতে কা'কেও দায়ী ক'রো না মা—মানুষ তার নিজের সর্ব্বনাশ নিজেই করে!

রঙ্গিনী। তুইতো জানিস্ না কমলা! আমি—আমি কি অবস্থায় পড়েছিলাম। আমার একদিকে প্রলোভনও ছিল যেমন অসম্ভব, আর একদিকে নির্য্যাতনও ছিল তেমনি অসহ্য! না, না, আমার কোনো দোষ ছিল না—আমার সর্ব্বনাশ করেছে ওই নৃত্যহরি!

রায়। দাও সুলতা! ও ছুরিখানা তোমার মার হাতেই দাও—তার বুকের ব্যথা যে কত বড় তা' তুমি জানো না—

সুলতা। জান্‌তে চাই না। জীবনের বহু অভিজ্ঞতার ফলে আমি এ কথাটা স্পষ্টই জান্‌তে পেরেছি—এ জগতে এমন কোনো শক্তি নাই—যা কোনো নারীকে পথভ্রষ্ট করতে পারে। নারীর ইচ্ছা-শক্তি অজেয়। ইচ্ছা করলেই, মৃত্যুকে সাম্‌নে রেখে—সে তার দৈহিক পবিত্রতা রক্ষা করতে পারে। নারী ইচ্ছা করে—তাই সে পতিতা হয়।

রঙ্গিনী। (কাঁদিলেন) কমলা!

সুলতা। আজ তুমি পুত্রকে দানব সাজিয়ে এনেছো পিতাকে হত্যা করতে! সন্তানের মা তুমি—তোমার মনে এ প্রবৃত্তি জাগ্‌বার পূর্ব্বে তুমি নিজেই কেন আত্মহত্যা করনি মা? এ জগতে বেঁচে থাকাটা কি সব চেয়ে বড় স্বার্থ?

রঙ্গিনী। কী! আমি আত্মহত্যা করবো—আর বেঁচে থাক্‌বে ওই নৃত্যহরি? আমি নিস্ব—আমি সর্ব্বস্বান্ত—আর ওই নৃত্যহরির সব আছে

—সব থাকবে ? বাঃ বেশ বিচার তো তোদের ! আমার মেয়ে আমাকে তাড়না করবে—আমার স্বামী আমাকে ঘরে ঠাঁই দেবে না ! বাঃ বাঃ বাঃ হা হা হা—(উন্মাদের মত হাসিতে লাগিলেন)

(সুদেবীর প্রবেশ)

নৃত্যহরি তার ছেলের বিয়ে দিয়ে বৌ ঘরে আনবে—ওই সতী লক্ষ্মী উলু দেবে, শাঁখ বাজাবে—বৌ ঘরে নিয়ে কত আমোদ করবে, আহ্লাদ করবে, আর আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব—এই বিচার ! বারে দুনিয়া !

সুদেবী। ও কে ?

রঙ্গিনী। আমায় চিনবে না, আমার কোন পরিচয় নাই ! আমি সমাজের অস্পৃশ্যা, আমার ছায়া মাড়ালে তোমরা অপবিত্র হবে—আমার সঙ্গে কথা কইলে তোমাদের জাত যাবে—আমি সমাজের অভিশাপ—কিন্তু আমি ছাড়বো না—আমার এ দশার জন্য যে দায়ী তার রক্ত না দেখে আমি ছাড়বো না।

(ছোরা লইয়া রায় সাহেবকে আক্রমণ করিল। মৃণ্ময় বাধা দিলে ছোরার আঘাতে পড়িয়া গেল)

সুদেবী। সর্ব্বনাশী কি করলি ? (মৃণ্ময়কে ধরিলেন)

রঙ্গিনী। কাকে মারলাম ? মৃণ্ময়কে ? নৃত্যহরি তবু বেঁচে রইলো—তাকে মারতে পারলাম না ? সকলে তাকে বাঁচিয়ে রাখবেই—তবে বেঁচেই থাক্—বেঁচে থেকে পুত্রশোকে জ্ব'লে পুড়ে মরুক। মানী আর কেন, পালিয়ে আয় পালিয়ে আয়—আর এখানে নয়—আর এখানে নয়—

[মানীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান।

সুদেবী। শিগ্‌গীর ডাক্তারকে খবর দাও—

মৃণ্ময়। আর ডাক্তারকে খবর দিতে হবে না—বিষ মাখানো ছুরি—ডাক্তারের সাধ্য নেই আমায় বাঁচায়। তোমরা পারত আমায় ক্ষমা করো—

সুদেবী। মৃণ্ময়! মৃণ্ময়! (মূর্চ্ছিত হইলেন)

রায়। এ আমারই পাপের পরিণাম! সুদেবী! তুমি জানো না যে আমি কত বড় মহাপাপী! মৃণ্ময়!

মৃণ্ময়। বাবা! আমায় ক্ষমা করো, আমায় ক্ষমা করো—

(রায়সাহেব পুত্রস্নেহে অধীর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন· তাহার কোলের উপর মাথা রাখিয়া মৃণ্ময়ের মৃত্যু হইল)

রায়। মৃণ্ময়! মৃণ্ময়, মনে মনে অহংকার ছিল, ত্যজ্যপুত্র করে তোমায় আমি শাস্তি দেব। সে শাস্তি তুমিই আমায় দিয়ে গেলে।

(অমলকে কোলে লইয়া সুনীলের প্রবেশ)

রায়। কে? সুনীল? আমার ইন্দু কই, আমার ইন্দু কৈ!

(সুলতা চলিয়া যাইতেছিল)

সুনীল। আপনার একখানা চিঠি আছে।

(সুলতাকে চিঠিখানা দিলেন। সে তাহা পড়িতে লাগিল।)

রায়। কে চিঠি লিখেছে সুলতা?

সুলতা। ইন্দু।

রায়। ইন্দু আসেনি? সে কি? কেন?

(চিঠিখানা পড়িতে পড়িতে—সুলতার চোখ মুখের ভাব পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল। হঠাৎ চিঠিখানা চোখে-মুখে চাপিয়া ধরিল, "ইন্দু!" বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল।)

সুলতা। (সুনীলের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল) কেন আপনি তার অসুখের সংবাদটা আমাকে জানালেন না ?

রায়। কি হয়েছে সুলতা ?

সুলতা। ইন্দু আমার অভিশাপের ভয়ে সিঁথির সিন্দুর নিয়ে পালিয়ে গেছে—উঃ !

অমল। তুমি কাঁদছ কেন মাসী ! মা বলে গেছে—আমি তোমার কাছেই থাক্‌বো—তোমাকে 'বড়মা' বলে ডাক্‌বো।

সুলতা। অমল ! অমল !

অমল। কেঁদ না মাসী ! আমার মা আবার আসবে। আমাকে বলেছে—"অমল, বাবা ! তোর বিয়ে হলে, আমি আবার তোর কাছে ফিরে আসবো। তোর বৌকে মা ব'লে ডাক্‌বো।" তোমরা কেঁদ না তা' হলে আমার ভারি কান্না পায়।

রায়সাহেব উঠিয়া দাঁড়াইলেন—চিৎকার করিয়া কাঁদিলেন—"দাদু !"

অমল। কেঁদ না দাদু ! মা বলেছে—তুমি কাঁদ্‌লে আমিই তোমার চোখ মুছিয়ে দেব—

(রায়সাহেব মৃণ্ময়ের মুখখানি কোলে লইয়া কাঁদিতেছিলেন)

রায়। ইন্দু কি লিখেছে একবার পড়ত—সুলতা—

সুলতা। (চিঠি পড়িল) ইন্দু লিখেছে—"দিদি ! তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারলে না তাই আমি চল্লুম—কিন্তু তোমার স্বামীকে ক্ষমা করো—অমলকে বুকে নিও"—উঃ ! ইন্দু, তুমি আমাকে এতখানি শাস্তি কেন দিলে ইন্দু ! আমার মুহূর্তের ভুলটা শুধ্‌রে নিতেও দিলে না—(কাঁদিল)

রায়। ইন্দুও চলে গেছে—আমার পাপের ফলে একসঙ্গে পুত্রকন্যা দুই-ই গেল—ভগবান ! আর কেন ? আমারও মৃত্যু দাও ? আমারও মৃত্যু দাও—

সুলতা। রায়সাহেব অধীর হবেন না। ওই দেখুন অমল কাঁদছে তাকে শান্ত করুন।

রায়। না, না, আমার আর কাউকে চাইনা, আমার আর কাউকে চাইনা—আমার সব অন্ধকার—অন্ধকার! আমাকে অন্ধকারেই থাকতে দাও?

সুলতা। রায়সাহেব পুত্রকন্যা হারিয়ে আজ আপনি চারিদিক অন্ধকার দেখছেন। কিন্তু এ পৃথিবীতে কত লোক যে চিরজীবনই অন্ধকারে কাটাচ্ছে! স্থির হোন! যারা গেছে, তাদের আর ফিরে পাবেন না। অমলকে বুকে রাখুন- সেই আপনার **আঁধারে আলো**!

যবনিকা পতন।

সংগঠনকারীগণ

প্রযোজক	...	শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র গুহ।
সঙ্গীত-শিক্ষক	...	,, রাধাচরণ ভট্টাচার্য্য !
হারমোনিয়ম বাদক	...	,, চারুচন্দ্র শীল।
সঙ্গীত	...	,, বনবিহারী পান।
বংশীবাদক	...	,, তিনকড়ি দাস।
স্মারক	...	,, পাঁচকড়ি স্যান্যাল।
রঙ্গপীঠাধ্যক্ষ	...	,, মাণিকলাল দে।
সহকারী ঐ	...	,, ভানুজ্যোতি ভট্টাচার্য্য।
আলোক শিল্পী	...	,, রবীন্দ্র মোহন সরকার ও ,, সুধীরকুমার সুর।
সজ্জাকর	...	,, নৃপেন্দ্রনাথ রায়।

সুদেবী	...	,, কুসুমকুমারী।
রঙ্গিনী	...	,, নীরদাসুন্দরী।
ইন্দু	...	শ্রীমতী শেফালিকা
মানিনী	...	,, রাণীসুন্দরী
সুলতা	...	,, নীহারবালা।
রায়সাহেব	...	শ্রীযুক্ত কুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তী।
সুনীল	...	,, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মৃণ্ময় ... ,, ভূমেন রায়।

শান্তিরাম ... ,, সন্তোষকুমার দাস।

আতঙ্ক ডাক্তার ... ,, সুশীলকুমার ঘোষ।

নবীন ... ,, পশুপতি সামন্ত।

রামদাস ... ,, ললিতকুমার মিত্র।

মার্কণ্ড ... ,, কালি গুপ্ত।

নকুল ... ,, মাষ্টার মণ্টু।

অমল ... শ্রীমতী মতিবালা!